আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা স্থগিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার সংগঠনটির সাধারণ **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১৮ || সোমবার || মাঘ ১৬ || ১৪২৯ || রজব ০৮ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 18 || 30 January || 2023 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

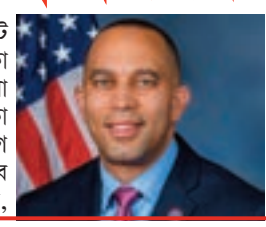
আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ব্রুকলীনে জমকালো অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তারা

ইতিহাস গড়বেন কংগ্রেসম্যান হ্যাকিম জ্যাফরিজ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ-যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের হাউজ ডেমোক্রেট লীডার কংগ্রেসম্যান হাকিম জ্যাফরিজ তার নির্বাচনী এলাকা তথা সর্বস্তরের জনগনের ভাগ্য উন্নয়নে তার অঙ্গীকারের কথা পুর্নব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকা ব্রুকলীনের ডিষ্টিক্ট ৮ এর সাধারন মানুষের দুঃখ কষ্ট দুর্ভোগ লাঘবই হচ্ছে আমার প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকার। সেই হিসেবে অত্র এলাকার উন্নয়ন বিশেষ করে সাধারণ মানুষের শিক্ষা,



স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান বাসস্থান সহ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরনে সচেষ্ট থাকাই হবে আমার প্রধান কাজ। এজন্য এলাকার মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক স্টেট ও সিনেট, কংগ্রেস ও সিটি নেতারা হাকিম জ্যাফরিজকে আগামী দিনের নেতা হিসেবে উল্লেখ করে নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য তাঁকে গৌরব ও অনুপ্রেরণরা প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



মেক্ষিসের সেই পুলিশ ইউনিট বিলুপ্তির ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক টায়ার নিকোলসকে হত্যাকারী সেই 'স্করপিয়ন ইউনিট'ই বিলুপ্ত ঘোষণা করল যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের মেক্ষিস পুলিশ। শনিবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেক্ষিস পুলিশ বিভাগের মুখপাত্র মেজর কারেন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

আ.লীগের এমপি রহমতুল্লাহর বিস্ফোরক মন্তব্য

ঢাকা ডেস্ক: জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন ঢাকা-১১ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য একেএম রহমতুল-াহ।তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

আওয়ামী লীগ কখনো দেশ ছেড়ে পালায় না: শেখ হাসিনা



ঢাকা ডেস্ক: ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে আবারও নৌকায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। রোববার রাজশাহী ঐতিহাসিক মাদ্রাসা মাঠের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা জানেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে দেশের উন্নয়ন হয়। চলতি বছরের শেষে নির্বাচন। রাজশাহীর এই বিশাল জনসমাবেশ থেকে আপনারা আমাকে কথা দিন। অতীতের মতো আগামী নির্বাচনেও নৌকায় ভোট দিয়ে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবেন। আমরা কথা দিচ্ছি, **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্র-চীন-ভারতের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করছে বাংলাদেশ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে বাংলাদেশ। আর এটাই বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জের বলে মনে করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই তিনটি বড় দেশের মধ্যে দুটি আমাদের প্রতিবেশী। তাদের সঙ্গে আমাদের এমনভাবে চলতে হবে, যাতে সম্পর্কটা অত্যন্ত উন্নত করতে পারি। রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন মন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ওড়িশার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব কিশোর দাস পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। রোববার রাজ্যটির ঝাড়ুসুগুদা জেলার ব্রজরাজনগরের গান্ধী চকে গুলি করেন গোপাল দাস নামের এক পুলিশ কর্মকর্তা। গুলিতে গুরুতর আহত অবস্থায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব কিশোরকে চিকিৎসার জন্য এয়ার **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawnyc@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাকা ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহ্মদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

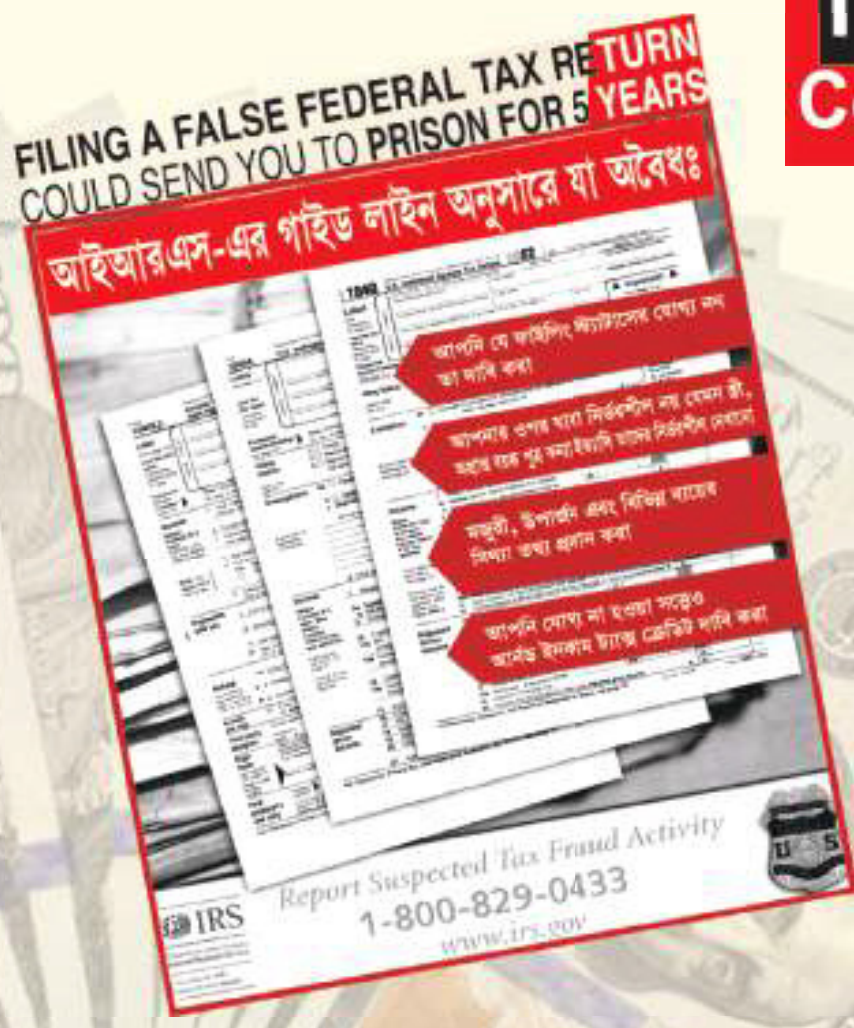
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে : আইনমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: বর্তমান বাস্তবতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি বলেন, যে উদ্দেশ্যে এই আইন করা হয়েছে, সেই কথা কেউ বলে না। শুধু বলা হয়, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য এই আইন করা হয়েছে, যা মোটেও সঠিক নয়। গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত 'নিরাপদ ডিজিটাল সমাজ: রাষ্ট্রের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টারের নির্বাহী পরিষদের সদস্য সুমন আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিটিআরসি'র কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এডিসি মো. নাজমুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। আনিসুল হক বলেন, আইন হলে তার কিছু অপব্যবহার হয়, এটা স্বাভাবিক। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে পাশ কাটিয়ে কীভাবে অপরাধ করা যায়, সে ব্যাপারেও অপরাধীরা চেষ্টা করবে। কারণ, তারা সব সময় এক ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করে। আইনপ্রণেতা ও পুলিশকে এখন প্রকৃত অপরাধীদের থেকে দুই ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তিনি বলেন, অতীতে আইন প্রণয়নের আগে অংশীজনদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হতো না।

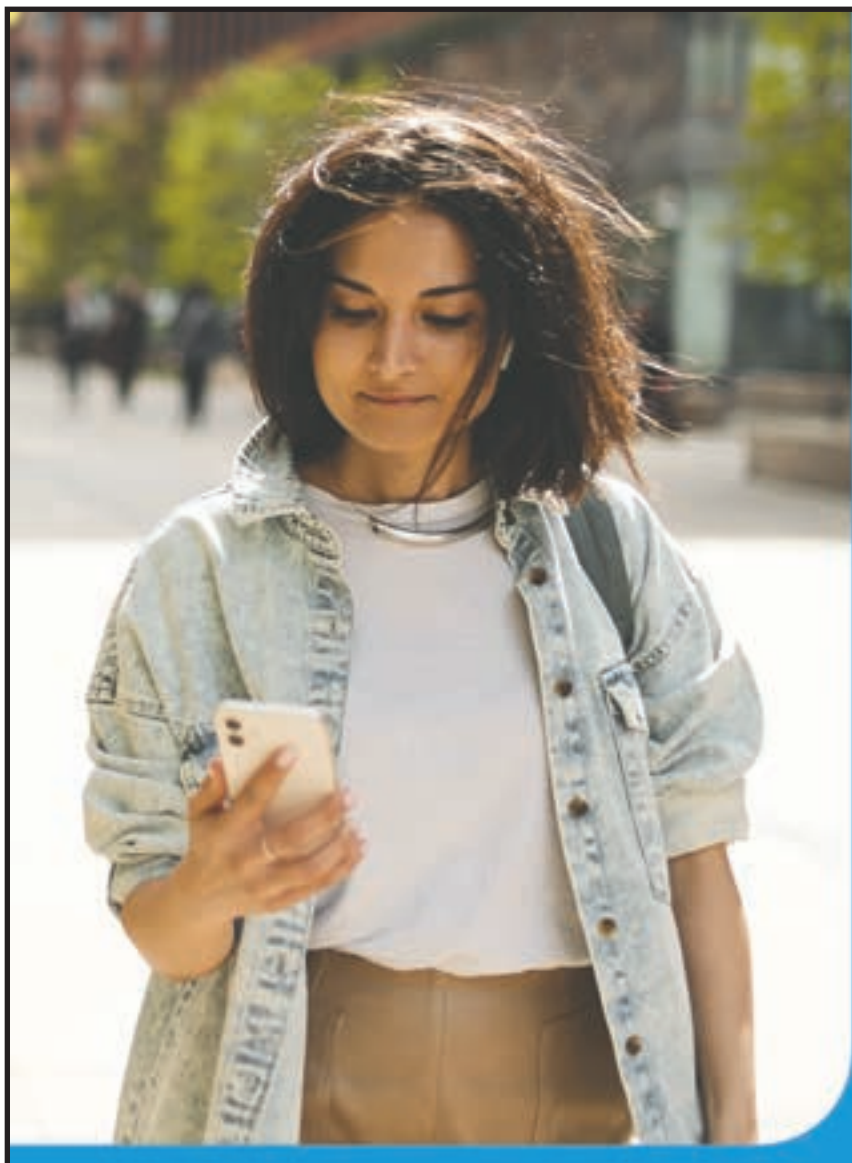


কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফের নামে ফেসবুকে ভুয়া একাউন্ট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এবং প্রথম মুসলিম কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফের নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে ফেসবুকে ভুয়া একাউন্ট খোলা হয়েছে। আর এই একাউন্ট থেকে বিভিন্নজনের কাছে মেসেঞ্জারে ব্যক্তিগত তথ্য ও অর্থ সাহায্য চাওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শাহানা হানিফ নিজেই। সিটির ডিস্ট্রিক্ট ৩৯ থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ রোববার (২২ জানুয়ারী) রাতে নিজের ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ মিডিয়াকে জানান, কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি জানতে পারছিলেন যে, তার নামে একাধিক ভুয়া একাউন্ট খোলা হয়েছে ফেসবুকে। এ বিষয়ে রিপোর্ট করার পর তিনটি একাউন্ট ফেসবুক কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তিনি বলেন, আমি পরিচিতজনদের কারো কারোর কাছে থেকে তথ্য পেয়েছি, আমার নাম দিয়ে খোলা একাউন্ট থেকে তাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য ও অর্থ চাওয়া হয়েছে। শাহানা জানান, তিনি মেসেঞ্জারে কাউকে ব্যক্তিগত কোন তথ্য কিংবা অর্থ দিতে বার্তা পাঠাননি। তিনি এ ধরনের যে কোন বার্তা পরিহার করার অনুরোধ জানিয়েছেন।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison


Fresh
FDA Registered Facility
আমেরিকায় তৈরী
ফ্রেশ রুটি
ফ্রেশ পারাটা
আটা, ময়দা, কর্ন ও চালের
রুটি/পারাটা
বিশ্বখ্যাত শেফ টমি মিয়া'র রেসিপিতে তৈরী
সম্পূর্ন অটোমেটিক মেশিনের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর,
১০০% হালাল এবং কোনরকম কেমিকেল ব্যবহার করা হয় না।
সৈয়দ আল আমিন (রাসেল)
ম্যানেজিং পার্টনার
আলী আহসান
ম্যানেজিং পার্টনার
718-701-9527, 347-691-1210
freshfoodbeverage@gmail.com
214-17 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ : সীমান্তে রোহিঙ্গাকেন্দ্রিক জঙ্গি ঘাটি

কক্সবাজার ও বান্দরবানের সীমান্তবর্তী নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুমের তুমব্রু সীমান্তের শূন্যরেখা ও তোতার দ্বীয়া দ্বীপে জঙ্গি ঘাটি গড়ে ওঠার বিষয়টি গভীর উদ্বেগজনক। জানা যায়, পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও রোহিঙ্গা বংশোদ্ভূত হাসানের নেতৃত্বে অন্তত ১৭ জঙ্গি ১৫ দিন ধরে শূন্যরেখায় একটি বাঙ্কারে সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করছে, যাদের মধ্যে কমপক্ষে চারজন লস্কর-ই-তৈয়বার সক্রিয় সদস্য।

অন্যদিকে আলোচিত রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী নবী হোসেনের ঘাটি হিসাবে পরিচিত সীমান্তের তোতার দ্বীয়া দ্বীপে আফগান ফেরত তালেবান যোদ্ধা ও রোহিঙ্গা বংশোদ্ভূত মৌলানা আবুজরের নেতৃত্বে আরেকটি জঙ্গি গ্রুপ অবস্থান করছে। দুটি গ্রুপকেই মিয়ানমার সেনাবাহিনী মদদ দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী শুরু থেকেই বাংলাদেশের জন্য মূর্তিমান সমস্যা হিসাবে বিরাজ করছে। কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাদকের কারবার, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে অন্তত অর্ধশতাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ গড়ে উঠেছে। এতে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে প্রায় প্রতিদিন অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেও গোলাগুলি-খুনোখুনির মতো ঘটনা ঘটছে। জানা গেছে, ক্যাম্প অশান্ত করার জন্য সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে বিনামূল্যে কোটি কোটি টাকার ইয়াবা দিচ্ছে মিয়ানমার, যাতে রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক আদালতে চলমান রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার প্রক্রিয়া ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার মাধ্যমে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন রোধ করা যায়।

গত ২৩ জানুয়ারী কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পসংলগ্ন বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় র‍্যাবের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর জঙ্গি সংগঠন 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার' সামরিক শাখার প্রধান রণবীরসহ দুজনকে গ্রেফতারের পর ক্যাম্প ঘিরে জঙ্গি তৎপরতা নিয়ে যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি আমরা। যে কোনো চরমপন্থাই খারাপ। প্রতিটি ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী হচ্ছে শান্তি। অশান্তি, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও পরিত্যাজ্য। শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম কখনোই হত্যা ও ধ্বংসের রাজনীতি সমর্থন করে না। হানাহানি-কাটাকাটি ইসলামের মর্মবাণীর সঙ্গে সাংঘর্ষিক-এটি জেনেও জঙ্গিরা তাদের গোপন অভিলাষ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ধর্মের লেবাসে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় তুমব্রু সীমান্তের শূন্যরেখা ও তোতার দ্বীয়া দ্বীপে তারা ঘাটি গড়ে তুলেছে, যাদের শক্ত হাতে দমন করা জরুরি। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের কারণে আমাদের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোয় আর্থসামাজিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটছে। অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিদেশ গিয়ে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে এবং এর দায়ভার বর্তাচ্ছে বাংলাদেশের ওপর। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গার বাসস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের। সরকার ইতোমধ্যে রোহিঙ্গাদের একাংশকে নোয়াখালীর ভাসানচরে স্থানান্তর করেছে, যেখানে উন্নত বাসস্থান ও যোগাযোগব্যবস্থাসহ স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে আমরা মনে করি, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের মধ্যেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে।

প্রথম আলো ফিচার, ২৯ জানুয়ারী ২০২৩

নতুন একটি বিশ্বায়ন কি আসন্ন

॥ মার্ক লিওনার্ড ॥

বিশ্বায়ন কি স্বরূপে ফিরে আসছে? দাভোসে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে এটিই ছিল বড় প্রশ্ন। সেখানে ডব্লিউইএফের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাউস শোয়াবের জিজ্ঞাসা ছিল, এই বিভক্তির সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব কি না। ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ধস, ব্রেক্সিট, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন, বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক শক্তির পিছু হটা, কোভিড-১৯ মহামারি এবং সর্বশেষ ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে এক দশক ধরে বিশ্ব বাণিজ্য ও কসমোপলিটানিজমের অবতার হিসেবে কাজ করে যাওয়া 'দাভোস ম্যান'খ্যাত ডব্লিউইএফের নিরবচ্ছিন্ন 'মৃত্যু' হচ্ছে।

কিন্তু এই বছরের সম্মেলনের মেজাজ বেশ আশাবহ ছিল। সামরিক সংঘাত এবং অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ে অনেক উদ্বেগ থাকার পরও গত মে মাসে বৈঠকে মিলিত হয়ে বৈশ্বিক অভিজাতরা যতটা ভালো করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, বিশ্ব অর্থনীতি তার চেয়ে ভালো করেছে বলে মনে হচ্ছে। ইউক্রেনীয়রা বীরত্বের সঙ্গে রুশ হামলাকারীদের মোকাবিলা করছেন; পশ্চিমারা ভেদাভেদ ভুলে এক হয়েছে; অনেক আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে ইউরোপ এই শীতে ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছে; কেউ কেউ মনে করছেন, এখন পর্যন্ত আমরা মন্দা এড়াতে পারছি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যতটা খারাপের দিকে যাবে বলে ভাবা হয়েছিল, ততটা খারাপ হয়নি।

তদুপরি এ গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি অগ্রগতির আড়ালে বিশ্বায়ন নতুন রূপ নিয়ে গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য তার সেই আদল আগের আদলের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আপাতত পণ্যের বিশ্বায়ন শিখরে পৌঁছেছে বলে মনে হচ্ছে। নানা ধরনের পরিষেবারও অধিকতর বিশ্বায়ন হয়েছে। আর এ পরিবর্তনের পেছনে মহামারি চলাকালে 'টেলিওয়ার্ক-বিপ্লব' অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

জ্বালানি উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রেও আংশিক বিপ্লব ঘটে গেছে, যার পেছনে ইউক্রেন যুদ্ধের ভূমিকা আছে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন এবং জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ব্যাপক মাত্রায় নবায়নযোগ্য এবং হাইড্রোজেন জ্বালানি উৎপাদন ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ হবে। একই সময়ে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। পাশাপাশি মাইক্রোচিপ নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বেকারত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের পুরোনো মডেলটির ভিত্তি ছিল করপোরেট মুনাফা। আর নতুন মডেলটির সমস্ত মাত্রা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে আবর্তিত।

পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনের যুদ্ধকে রাশিয়ার (এবং বর্ধিতভাবে চীনেরও) একতরফা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোকে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে উদার এবং নিয়মভিত্তিক আদেশের লড়াই হিসেবে চিত্রিত করেছে। তারা রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চীনের সঙ্গে তাদের বাইরে চলে যেতে পারে এমন দুর্বৃত্ত রোবট নিয়ে সৃষ্ট আশঙ্কা মানুষের মনে নতুন করে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

> পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনের যুদ্ধকে রাশিয়ার (এবং বর্ধিতভাবে চীনেরও) একতরফা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোকে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে উদার এবং নিয়মভিত্তিক আদেশের লড়াই হিসেবে চিত্রিত করেছে।

মনে করা হচ্ছে টেলিওয়ার্ক, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং এআই–এ তিন বিষয় দেশগুলোকে পরস্পর নির্ভরতার নতুন নেটওয়ার্কে একত্র করবে এবং তাদের এক হয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। ম্যাককিনসে গোবাল ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, 'কোনো অঞ্চলই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি অবস্থানেও আসতে পারেনি।' সুতরাং নতুন একটি বিশ্বায়ন আসন্ন। তবে দাভোসে পুনর্বিশ্বায়নের যে ঝিলিক দেখা গেছে, তা পূর্ববর্তী বিশ্বায়নের ধরন থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। প্রথমত, অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দাভোসে কানাডার অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড ছিলেন অনেক নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এমন একজন, যিনি 'বন্ধুতার' প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

কিন্তু পশ্চিমের বাইরের অনেকেই মনে করেন, বিশ্ব ব্যবস্থাকে ব্যাহত করা এবং তাদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটানোর ক্ষেত্রে রাশিয়া ও চীনের মতো ইউরোপ ও আমেরিকাও সমানভাবে দোষী। তারা এ যুদ্ধকে যেভাবে দেখছে তা হলো: কোটি কোটি মানুষের ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা জেনেও পশ্চিমারা এ যু×‡ক অর্থনৈতিক সংঘাতে রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দাভোসের পক্ষ থেকে ডলারভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাকে একটি বিশ্বজনীন মঙ্গলময় ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়েছিল এবং এটি বিশ্বের প্রতিটি কোণে সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দেবে বলে বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন এটিকে ক্রমবর্ধমানভাবে একটি ছলনা হিসেবে দেখা হচ্ছে, যার মাধ্যমে আমেরিকা তার আদর্শিক এবং কৌশলগত নীতি প্র‡য়াগ করতে পারে। রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে প্রক্রিয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, সেটাকে যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এবং ইরান ও উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক বিস্তারের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত পশ্চিমা নীতিগুলো একই ধরন অনুসরণ করে।

২০১৪ সালে ফরাসি ব্যাংক বিএনপি পারিবাসকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য ৮০০ কোটি ডলারের বেশি জরিমানা করা হয়েছিল। তখন থেকেই বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সবাই অবগত। এটিকে বৈশ্বিক নিয়মের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এখন আইনকানুনের বৈশ্বিক কাঠামোকে ব্যবহার করে অনেক দেশ অপরাজনীতি করছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমদানির ওপর একটি নতুন কার্বন শুল্ক আরোপের বিবেচনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের কাছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে।

তবে ব্যক্তিগত আলোচনায়, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং লাতিন আমেরিকার নেতারা অভিযোগ করেন, তাদের দেশগুলো ইতিমধ্যে প্রথম শীতল যুদ্ধের সময় সার্বভৌমত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। তাদের জন্য আবারও পক্ষ বাছাই করা থেকে লাভের কিছু নেই। ফলে তারা বিশ্বায়নের পক্ষেই থাকবে।

ইংরেজি থেকে অনূদিত, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

● মার্ক লিওনার্ড ব্রিটিশ রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ও লেখক। ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের পরিচালক

দেশে ধনী হওয়া এত সহজ হলো কেন

কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের পর বাংলাদেশীদের সেকেন্ড হোম এখন দুবাই ও লন্ডন পৌঁছে গেছে। অন্যদিকে, ডলার-সংকটে জাহাজ থেকে মাল খালাস করা যাচ্ছে না। কেন? সম্ভবত, সবচেয়ে নরম উত্তর আছে নিচের উদাহরণ কয়টিতে। বিল গেটস ও কার্লোস স্লিম। একজন মার্কিন, একজন ম্যাক্সিকান। দুজনেই বিশ্বসেরা ধনী। তাদের ধনী হওয়ার প্রক্রিয়াটা দুই রকম। বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তির মর্যাদা এবং বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তি উদ্ভাবক কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিল গেটসের অবস্থান মার্কিন বিচার বিভাগকে ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত রাখেনি। ১৯৯৮ সালের ৮ মে দাবি তোলা হয়, মাইক্রোসফট তার একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। সরকার তাকে বেশ কিছুদিন পর্যবে¶‡ণ রাখে। ২০০১ সালের নভেম্বরের দিকে মাইক্রোসফট বিচার বিভাগের সঙ্গে সমঝোতায় আসে। মাইক্রোসফটের জরিমানা করা হয় ও তার শাখা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কার্লোস নিজস্ব উদ্ভাবনের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করেননি। প্রথম দিকে স্টক মার্কেট থেকে টাকা সংগ্রহ করেন। তার বড় উত্থানটি ঘটে ট্যালিম্যাক্স মানে মেক্সিক্যান টেলিকমিউনিকেশনের একচেটিয়া কারবারটি অধিগ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানটিকে ১৯৯৯ সালে প্রেসিডেন্ট কার্লোস সালিনাস বেসরকারি খাতে ৫১ শতাংশ ছে‡ড় দেয়। কার্লোস সর্বোচ্চ দর না রেখেও নিলাম জেতেন। যথাসময়ে শেয়ারগুলোর মূল্য পরিশোধও করতে হয় না। তারপর টেলিম্যাক্সের লাভ দিয়েই স্টকগুলোর মূল্য পরিশোধ করেন। জনগণের একচেটিয়া লাভজনক কারবারের স্বত্ব কার্লোস স্লিমের মালিকানায় চলে গেল।

আপনি যদি মেক্সিক্যান উদ্যোক্তা হন, তবে ক্যারিয়ারের পদে পদে বাধাগ্রস্ত হবেন। বাধাগুলোর মধ্যে উচ্চমূল্যের লাইসেন্সও আপনাকে অর্জন করতে হবে, লাল ফিতার বাধা পেরিয়ে যেতে হবে। রাজনীতিবিদ ও ক্ষমতাসীনেরা আপনার পথ রোধ করে দাড়াবে। যে ক্ষমতাসীনেরা আপনার প্রতিযোগী, তারা পুঁজিবাজার থেকে তহবিল সংগ্রহে বাধা দেবে। হয় আপনাকে এসব বাধা অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না, অথবা আপনাকে লাভজনক খাতগুলো থেকে দূরে রাখা হবে, নয়তো আপনাকে সাগরে ফেলে দেওয়া হবে। অতএব আপনি চেনাজানাদের মাধ্যমে ঘুষ দেবেন। এই যে কার্লোস স্লিম যখন দেশের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য করতে গেলেন, সেখানে ৪৫৪ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিলেন।

এই যে আমেরিকা ও মেক্সিকো সীমান্তের নোগোলোস সিটির দুই অংশের মধ্যে যেমন ভেদ, একই পরিস্থিতি আমেরিকা মহাদেশের উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

জানু./ফেব্রুয়ারি	৩০	৩১	১	২	৩	৪	৫
ফজর	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪
সূর্যোদয়	৭.০৮	৭.০৭	৭.০৬	৭.০৫	৭.০৪	৭.০৩	৭.০২
জোহর	১২.০৯	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০
আসর	৩.৩০	৩.৩১	৩.৩২	৩.৩৪	৩.৩৫	৩.৩৬	৩.৩৭
মাগরিব	৫.১১	৫.১২	৫.১৩	৫.১৫	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৮
এশা	৬.২৯	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বোল্টনের এরদোগানফোবিয়া

॥ মো: বজলুর রশীদ ॥

ইউক্রেনের সঙ্ঘাতের বিষয়ে তুরস্ক কঠোর রাশিয়াবিরোধী অবস্থান নিতে স্পষ্ট অনীহা প্রকাশ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ও অনেক পশ্চিমা দেশ যন্ত্রণায় ভুগছে। বোল্টন বলেছেন, পশ্চিমাদের ঐক্য ও সংকল্প সত্যিকার অর্থেই বাস্তবে পরীক্ষিত হবে। ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোতে যোগ দেয়াকে তিনি 'বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত' বলে আখ্যায়িত করেন। রাশিয়ার বাণিজ্য ও সামরিক অংশীদাররা প্রয়োজনের সময়ে সমর্থন জুগিয়েছে। এরদোগানকে ক্ষমতাচ্যুত করার সামরিক ক্যুতে বোল্টনও ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। মি. বোল্টন ক্ষমতায় এসেই 'ইরান বধ' কর্মসূচি নিয়েছিলেন, সেটি লক্ষ রেখেই ওয়াশিংটন তার মধ্যপ্রাচ্য নীতি সাজিয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্পের শেষের দিনগুলোতে এ বিষয়টি নিয়েই ট্রাম্প-বোল্টন বিরোধ হয় এবং ট্রাম্প তাকে সরিয়ে দেন।ট্রাম্প বলেছিলেন, বোল্টনের কথা শুনলে একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতো। এখন সেই বোল্টন 'তুরস্ক বধ' করার মুখবন্ধ লিখছেন। তিনি এ বিষয়ে তুর্কি ও এরদোগানবিরোধী বিভিন্ন নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার দিয়ে আবহাওয়া গরম করছেন। এরদোগানকে আঘাত করার এটি মোক্ষম সময়, কারণ কয়েক মাস পরই তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন।

জন বোল্টন মনে করেন, ২০২৩ সাল এরদোগানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যদি আবার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় ফেরেন তাহলে তুরস্কের ন্যাটো সদস্যপদ নিয়ে পশ্চিমাদের আবারো চিন্তাভাবনা করা দরকার বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি। তিনি আরো মনে করেন, ইউক্রেন সঙ্ঘাত দীর্ঘায়িত হওয়ায় পশ্চিমা অসন্তোষ বৃদ্ধিতে তুরস্ক অবদান রাখছে। তবে পশ্চিমারা যে বিপুল অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করে যুদ্ধকে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেননি। তিনি বলেছেন, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে আঙ্কারা মস্কোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক নিষেধাজ্ঞায় যোগ দিতে অস্বীকার করেছে। তুর্কি কর্মকর্তারা ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে মূলত নিরপেক্ষ ছিলেন, মধ্যস্থতা ও যুদ্ধের কূটনৈতিক সমাপ্তি চেয়েছিলেন।

আমেরিকান রাজনীতির কথিত 'মৌলবাদী উগ্রপন্থীদের' প্রতিনিধি জন বোল্টন টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এক নিবন্ধে তীক্ষ্ণভাবে তুরস্ককে আক্রমণ করেছেন। বোল্টনের নিবন্ধটি টেলিগ্রাফের ব্রিটিশ সংস্করণের প্রথম সংখ্যায় চলতি জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। বোল্টনের মতে, ২০২৩ সাল ন্যাটোর জন্য টার্নিং পয়েন্ট এবং ইউক্রেনের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। ইউক্রেন সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে তুরস্ক যদি রাশিয়ার সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখে, তাহলে ন্যাটো জোটের সদস্যপদ থেকে এ দেশটিকে বাদ দেয়া উচিত।

সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ইউক্রেনকে সমর্থন দিতে অনিচ্ছার জন্য ন্যাটোর বেশ কয়েকটি সদস্যের তীব্র সমালোচনা করেন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা ঐক্য আরো মজবুত করার আহ্বান জানান। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বোল্টন বলেছেন, ন্যাটো জোটের 'দুর্বলতা' ইউক্রেনে চলমান সঙ্ঘাতে রুশ বাহিনীকে প্রাধান্য দিয়েছে। রাশিয়ার অগ্রাভিযান শুধু অবরোধ দিয়ে থামানো যাবে না।

বোল্টন মনে করেন, পশ্চিমা ঐক্য ও সঙ্কল্প কোনোটিরই নিশ্চয়তা নেই। তিনি সাবধান করে বলেন, ন্যাটো ব্লকের মধ্যে ভাঙনের সুর রণিত হচ্ছে, যা তুরস্ক দিয়ে শুরু হয়েছে। তিনি আরো প্রমাদ গুনছেন, যদি এরদোগান আগামী মে মাসের নির্বাচনে আবারো জিতে আসেন তবে দেশটিকে ন্যাটো সদস্য পদে রাখা উচিত হবে কি না ন্যাটোর ভেবে দেখা উচিত।

বোল্টনের বলেন, আঙ্কারা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিশোধমূলক নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করেছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম ন্যাটো সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা অস্ত্র চালানের প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় তুরস্ক কিয়েভে সামরিক সহায়তা সীমিত করেছে। তুরস্ক নিরপেক্ষ থেকে সঙ্ঘাতের কূটনৈতিক অবসানের জন্য মধ্যস্থতার যে চেষ্টা করছে, বিশ্ব নেতারা তাকে 'চমৎকার' বললেও বোল্টন মনে করেন, 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়।'



বোল্টন জার্মানির ওলাফ শোলজেরও সমালোচনা করেছেন, শোলজ ২০২২ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বার্লিনের পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছিলেন। ন্যাটোর চাহিদা মেটাতে সামরিক ব্যয় বাড়ানোর কথাও ছিল। অথচ জার্মানির ২০২৩ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট আগের বছরের থেকে কম। বোল্টন জানান, শোলজের প্রতিশ্রুতিগুলো সন্দেহের মধ্যে নিপতিত। নতুন অস্ত্র ক্রয় ও পুরনো যুদ্ধবিমানের বহর আমেরিকান এফ-৩৫ দিয়ে প্রতিস্থাপনের জন্য বার্লিনের ১০০ বিলিয়ন ইউরো ব্যয় করার কথা। এখনো তার কোনো চুক্তিই হয়নি। তবে আমলাতান্ত্রিক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। সবচেয়ে মারাত্মক হলো, কিয়েভে জার্মানির লিউপার্ড-২ ট্যাংক দেয়ার কথা, এখন পর্যন্ত জার্মানির সেসব দেয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই ব্যাটল ট্যাংক বিশ্বসেরা বলে খ্যাত। লিউপার্ড-২ ট্যাংকগুলো যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বদলে দিতে পারে।

পুতিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এই ট্যাংক দেয়া হলে ওই সব দেশও যুদ্ধের আওতায় আসবে এবং কোনো হুঁশিয়ারি ছাড়া আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। ট্যাংক সরবরাহে এখন জার্মানি সরকার দ্বিধাগ্রস্ত।

বোল্টন টোকিওর প্রশংসা করেছেন। আগামী পাঁচ বছরে সামরিক ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশি করার কিসিদার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এটি ভালো পদক্ষেপ।

তবে ফ্রান্সের বিষয়ে বোল্টন আশাপ্রদ কিছু বলেননি। তিনি ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সমালোচনা করেন। পূর্ব দিকে ন্যাটোর সম্প্রসারণ নিয়ে মস্কোর উদ্বেগ স্বীকার করে 'ক্রেমলিন টক পয়েন্ট' অনুষ্ঠানে বোল্টন অভিযোগ করে বলেন, বলকান, আফগানিস্তান ও লিবিয়ায় বোমা হামলা চালানো সত্ত্বেও সামরিক জোট সবসময় 'প্রতিরক্ষামূলক জোট' হিসেবে কাজ করেছে।

২০১৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করা বোল্টন এর আগে, প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান, জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ ও বুশের জন্য বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন। সম্প্রতি, তিনি ২০২৪ সালে হোয়াইট হাউজের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। দাবি করেছেন, রিপাবলিকান দলের মধ্যে ট্রাম্পকে পরাজিত করতে সক্ষম একমাত্র ব্যক্তি হতে পারেন তিনি নিজে।

হোয়াইট হাউজের কিছু কর্মকর্তার মতে, আঙ্কারা জোটের অন্যান্য দেশের জন্য একটি 'খারাপ উদাহরণ' এবং সম্ভাব্য বিভক্তি এমনকি সামগ্রিকভাবে ন্যাটোর পতনের অগ্রদূত হয়ে উঠতে পারে তুরস্ক। বোল্টনের মতে, এ মুহূর্তে এবং এ সঙ্ঘাতের সময় ঐক্য ও সঙ্কল্প পশ্চিমের প্রধান সমস্যা।

বোল্টন মনে করেন, পশ্চিমা ঐক্য ও সঙ্কল্প কোনোটিরই নিশ্চয়তা নেই। তিনি সাবধান করে বলেন, ন্যাটো ব্লকের মধ্যে ভাঙনের সুর রণিত হচ্ছে, যা তুরস্ক দিয়ে শুরু হয়েছে। তিনি আরো প্রমাদ গুনছেন, যদি এরদোগান আগামী মে মাসের নির্বাচনে আবারো জিতে আসেন তবে দেশটিকে ন্যাটো সদস্য পদে রাখা উচিত হবে কি না ন্যাটোর ভেবে দেখা উচিত।

জন বোল্টন কেবল চরমপন্থীই নন; পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের মতে, আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত চরমপন্থী বাগাড়ম্বরেরও হোতা। এমনকি ট্রাম্প, যিনি নিজেই আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তার মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচিত ছিলেন, বোল্টনের জঙ্গি বাগাড়ম্বর, যুদ্ধ যুদ্ধ মতামত পছন্দ করেননি। বোল্টনের ইরানবিরোধী প্রচেষ্টার জন্য আমেরিকানরা তাকে, 'ইরানি-বাজপাখি' বলে ডাকা শুরু করেন। আমেরিকা ফার্স্টের ফর্মুলাদাতাও বোল্টন। তিনি বিশ্বাস করেন, বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রমাণ করতে হবে যে, আমেরিকাই সেরা। ট্রাম্প বলতেন, 'এমন কোনো যুদ্ধ নেই যা বোল্টনের পছন্দ নয়'।

তিনি প্রতিনিয়ত ইরানের পরমাণু স্থাপনায় বোমা হামলা করে কেন্দ্রগুলো নির্মূল করতে চেয়েছেন, আফগানিস্তান, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের সাথে দ্বিমত ও বাগ্বিতন্ডা করেছেন। উত্তর কোরিয়া একপর্যায়ে বোল্টনকে সাথে না আনার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনকে অনুরোধ করেছিল।ট্রাম্প ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানির সাথে আলাপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে বোল্টন তীব্র বিরোধিতা করেন এবং ইরানের তেল রফতানি শূন্যের কোটায় নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। ট্রাম্প সেদিকে পা বাড়ান। এর ফলেই হরমুজ প্রণালীর যুদ্ধে জড়িয়ে ব্রিটেনের ত্রাহি অবস্থা, গ্রেস ওয়ান হাতছাড়া, বন্ধুদেশ জিব্রাল্টারের সাথে বিরোধ। এসব নানা ঘটনায় ট্রাম্প অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনেক কর্মকর্তা বোল্টনকে 'ডা: নো' বলে ডাকতেন। পরে ট্রাম্প বোল্টনকে সরিয়ে দেন।

বোল্টনের পরামর্শেই ট্রাম্প পরমাণু চুক্তি থেকে সরে আসেন। কিন্তু চুক্তির শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ইরান 'ওয়েপন গ্রেড ইউরেনিয়াম' সমৃদ্ধকরণে হাত দেয়। এ জন্য ট্রাম্প বোল্টনকে দোষেন। বোল্টন আফগানিস্তানের তালেবানের সাথে শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। তালেবান নেতাদের ক্যাম্প ডেভিডে ট্রাম্প যে আমন্ত্রণ জানান, বোল্টন তারও বিরোধিতা করেন। উত্তর কোরিয়া প্রশ্নেও ট্রাম্পের সাথে বোল্টনের তীব্র মতবিরোধ হয়। কিমের সাথে শীর্ষ বৈঠক ডাকায়, বোল্টন ঘোরতর আপত্তি করেন। তার এই কঠোর অবস্থানের কারণে ট্রাম্প সন্দেহ করতেন, বোল্টন চান না উত্তর কোরিয়ার সাথে শান্তিচুক্তি হোক। ভেনিজুয়েলার ক্ষেত্রে বোল্টন ট্রাম্পকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তার উল্টোটা ঘটেছে। সেখানে মার্কিন বিদেশনীতি ব্যর্থ হয়। তখন বোল্টনকে দায়ী করে ট্রাম্প বলেন, 'সে আমাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে'। বিশ্বের বড় বড় ঘটনায় বোল্টনের পরামর্শে ট্রাম্প প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে।

ইসরাইলের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাওল মোফাজ স্বীকার করেন, বোল্টন তাকে ইরানে হামলা চালাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইসরাইল চায় আমেরিকা সরাসরি আক্রমণ করুক, সে 'সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন' হিসেবে কাজ করবে। এ অবস্থায় আর যুদ্ধ বাধেনি।

সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তিই বোল্টনের পছন্দ। উত্তর কোরিয়া ইস্যু পরমাণু বোমা মেরে শেষ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু ইসরাইল উত্তর কোরিয়ার আগে ইরানের বিষয়টি নিষ্পন্ন করার জন্য ট্রাম্পকে চাপ দেয় এবং বোল্টন ইসরাইলের ইচ্ছাতে ঘি ঢেলেছিলেন। সমালোচকরা মনে করেন, পশ্চিমা মৌলবাদের সব উপাদান বোল্টনের শিরায় প্রবাহিত।

বোল্টনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তিনি নিয়মিত নেতানিয়াহু ও ট্রাম্পের কাছ থেকে 'বকশিশ' নিতেন। মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট খবর দিয়েছে, ইরানের সরকারবিরোধী মুজাহেদিন খালকের কাছ থেকেও বোল্টন নিয়মিত অর্থ গ্রহণ করেন।

বোল্টন এখন মূল রাজনীতির ধারায় ফিরে আসার কথা বলছেন। এনবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জানান, তিনি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পুরোপুরি ইচ্ছুক।

এরদোগান এসব বিষয়ে মিডিয়ায় বলেছেন, তুরস্ক স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে এগোচ্ছে, নিজের সামরিক শক্তি ও এনার্জি সংহত করছে। ন্যাটো বা কোনো পশ্চিমা দেশের 'ডিকটেশন' নিয়ে চলার দিন শেষ। এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের পর এরদোগান ঘোষণা করেন, আঙ্কারা জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য অনুসরণ করবে, যা ন্যাটোর পক্ষে সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্ত বোল্টনকে এরদোগানফোবিয়ায় ভোগাচ্ছে।

২০২২ সালে তুর্কি নেতৃত্ব বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। সেটি এ বছরও অব্যাহত থাকবে এমনই আশা করছেন এরদোগান।



শিউল মনজুরের সাম্প্রতিক কবিতা প্রসঙ্গে

॥ আহবাব চৌধুরী খোকন ॥

এই দূরপ্রবাসে যে কজন শক্তিমান লেখক তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও মূল্যবান সাহিত্যকর্ম দিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছেন কবি শিউল মনজুর তাদের মধ্যে অন্যতম। ১লা ফেব্রুয়ারী আধুনিক কবিতার শক্তিমান ধারক এই কবির ৫৮তম জন্মদিন। শিউল মনজুরের কবিতা নতুন প্রজন্মের মাঝে আলো ছড়ায়। তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই নয়, যেন সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের দর্পন- যাতে পরিস্ফুটিত হয় সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার প্রতিচ্ছবি। তাঁর কবিতার ছান্দসিক বর্ণনায় রয়েছে নান্দনিক শব্দের কারুকাজ যা পাঠক মনকে সহজে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে। তিনি যেমনি নারী, প্রকৃতি এবং পাওয়া না পাওয়ার অব্যক্ত বেদনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন তেমনি সমকালীন দূর্যোগ ও দূর্বিপাকের প্রসঙ্গ রয়েছে তাঁর লেখায়।

কবি শিউল মনজুরের জন্ম ও বেড়ে উঠা পাহাড় পল্লীর নিভৃত জনপদ ফেঞ্চুগঞ্জে। মনিপুর চা বাগানের অনতি দুরের শহর ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানা আবাসিক এলাকায় কেটেছে তাঁর শৈশব ও কৈশোর। এক সময় চা বাগানের কাছাকাছি থেকেছেন বলেই হয়তো চা বাগানের মত বর্ণিল তাঁর জীবন স্কেচ। লেখাপড়া শেষে সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও থেমে থাকেননি এক জায়গায়। বারবার পরিবর্তন করেছেন পেশা ও স্থান। এক সময় বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হিসাবে ও কাজ করেছেন। দীর্ঘ একটা সময় নিয়োজিত ছিলেন অধ্যাপনা পেশায়। অবশেষে সবকিছু ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে তিথু হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডে। কিন্তু যেখানেই থাকেন না কেন, লেখালেখি তাঁকে ছাড়তে পারেনি। তাঁর লেখার বিষয় কখনো নারী, কখনো নদী কখনো প্রকৃতি ও প্রেম, আবার কখনো সমকালীন ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আমরা দেখতে পাই। গল্প, কবিতা, ছড়া ও উপন্যাস সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি বিচরণ করলেও কবি হিসাবে অর্জন করেছেন খ্যাতি। তাঁর লেখা গল্প ও উপন্যাস ও কবিতার বেশ কয়েকটি বই বাজারে রয়েছে।

আশির দশকের কথা। ফেঞ্চুগঞ্জের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন স্বর্ণালী যুগ। সদ্য প্রয়াত সংসদ সদস্য মরহুম মাহমুদুস সামাদ চৌধুরীর সম্পাদনায় ফেঞ্চুগঞ্জ সমাচার নামে আট পৃষ্টার একটি সাপ্তাহিক নিয়মিত বের হচ্ছে। ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানায় নিয়মিত বসছে মিনি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আবার সন্ধ্যা হলেই কোথাও না কোথাও জমে উঠছে সাহিত্যের আড্ডা। কবি কালাম আজাদ, এম এ রশিদ, ডাঃ মিনহাজ উদ্দিন আহমদ, রিয়াজ উদ্দিন ইসকা, শিউল মনজুর, কাইয়ুম চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন মন্ডল, তৈমোর হোসেন বিপুল, নিপু মল্লিক, জাহানারা নাসিমা, মঈন উদ্দিন, মুহিদ আহমদ মুক্তা, ইফতেখার হেলিম, সৈয়দ মামুনুর রশিদ, মনিরুল টিটু, সুফিয়ান চৌধুরী প্রমুখ তখন এই সকল সাহিত্য আড্ডার সমজদার সদস্য। আড্ডার বড় বড় আসর গুলোতে অনেক সময় ঢাকা থেকে ছুটে এসেছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ, কবি আল মুজাহিদী, সিলেট থেকে গন মানুষের কবি দেলওয়ার ও ছড়াকার শারিক শামসুল কিবরিয়া। আমি তখন ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতা পেশায় ব্যস্ত সময় পার করছি। সময় পেলেই যোগ দিতাম সাহিত্য আড্ডায়। নিয়মিত পাঠ ও সংগ্রহ করছি করছি প্রিয় লেখকদের বই এই সময় আমার সাথে পরিচয় ও সক্ষতা মৃদুভাষী ও কবিতা পাগল শিউল মনজুরের। তাঁর লেখায় খুঁজে পাই জীবন ও তরুণ্যের আকুতি তাঁর বেশ কিছু লেখা আজও আমাকে উজ্জিবিত করে। ইতোমধ্যে আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি একটি স্বতন্ত্র জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তার সহজ সরল শব্দ চয়ন ও উচ্চারণ অতি সহজে মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করে কবিতা পাগল পাঠকদের।



মনে পড়ে আশির দশকে দেশে যখন স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে তখন তিনি স্বৈরাচারী এরশাদকে ব্যঙ্গ করে এরকম একটি ছড়া লিখেছিলেন-সারা দিন লুঠপাট করে খায়/ দেশ গেলো গুল্লায় হায় হায়/ একদিন ছিল বেঠো ছামছা/ সারা দিন ধরতো খালেদা জিয়ার গামছা/আজকাল ভদ্দর লিখে সে পদ্য/ তাতে আছে শুধু শুধু অভাবের গদ্য/ সেই বেটা হাঁসে, বঙ্গগায়ে নাচে/দেশকে রেখেছে ঋনের ত্রাসে।

করোনাভাইরাসে যখন বিপর্যস্থ পুরো পৃথিবী তখন তিনি এখনো তুমি রহস্যময়ী নামে একটি কবিতায় লিখেছেন- তোমার জন্ম কোথায় -/কখন কিভাবে এলে -/উহান থেকেই কি তোমার তুফান যাত্রা শুরু -/জলে স্থলে সর্বত্র জমিদারী প্রতাপে দখল করে নিচ্ছো /ছুটে যাচ্ছো লন্ডন, রোম, মাদ্রিদ, প্যারিস, লিসবন, ফ্রাঙ্কফোর্ট, মিউনিখ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো নিউইয়র্ক থেকে টরন্টো এবং দিল্লি থেকে ঢাকা হয়ে অতঃপর বিশ্বময় / আচ্ছা, তুমি কি তাহলে পাশের বাড়ির রহস্যময়ী সুন্দরী বরুনার মতো যার তলদেশ খুঁজতে যেয়ে জলের তরঙ্গে ঝাপদেয় প্রতিদিন নতুন নতুন যুবক / নাকী তুমি হলিউড বলিউড এর রূপালী পর্দার ছিপছিপে সুপারহিট নায়িকা / নাকী হোয়াইট হাউসের আবিষ্কার, চাইনিজ ভাইরাস !/ কতো প্রাণের বিনিময়ে শান্ত হবে-

হে রহস্যময়ী তোমার ত্রাসে বেদনাদগ্ধ বিধস্ত/ মিছিলে মিছিলে শোকাচ্ছন্ন গোটাবিশ্ব অবিরাম কাঁদছে। আবার লকডাউন কবিতায় তিনি লিখেছেন / তুমি বললে,হাতে গ্লাভস- লকডাউনে আছি /তুমি বললে, মুখে মাস্ক - লকডাউনে আছি/ তুমি বললে , চোখে চশমা - লকডাউনে আছি / তুমি বললে, পায়ে মোজা - লকডাউনে আছি / তুমি বললে, পার্কে চাইনিজ তালা - লকডাউনে আছি / অতঃপর , দূর থেকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দূরের ছবি এঁকে এঁকে পৌঁছে গেলে আইসলোশনে! / লকডাউনে লকডাউনে কেউ যেনো গলা চেপে ধরছে...

সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতির সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায় তার লেখায়। যেমন-গুলির শব্দ সাবওয়েতে/ গুলীর শব্দ শমিংমলে/ গুলির শব্দ বাসে,ট্রামে/গুলীর শব্দ টার্মিনালে / গুলির শব্দ ইসকুলে/পার্টিতে, ক্লাবে/ গুলির শব্দ আজ সবখানে সবখানে/ তবে কি কোভিড পেরিয়ে সময় হেঁটে যাচ্ছে আবার কোন নতুন দুঃসময়ের গল্প নির্মানে / কথা দিয়ে আজও অনুরাধা আসেনি পার্কে, ভয়ে/জীবন শংকায় একটি ঘাস ফিডিংও ডানা মেলেনি / 'শীত ও গণতন্ত্রের উপহার' কবিতায় তিনি লেখেছেন- শীত কি পাহাড়ের ছুড়ায় বাস করে/ নাকি বিচ বাইকে চুল উড়িয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়/ এই প্রশ্নের উত্তরে মৌমিতাকে বলেছিলাম জানি না জানি না /

গত পরশু মিসিসিপি এভিনিউতে যখন একদল তরুণ মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে আমার ভ্রমণ বিলাসী জীবনের একমাত্র গাড়ী ও মোবাইল ছিনিয়ে উধাও হয়ে গেলো চোঁখের পলকে : তখন পথে পথে ঘুরে ঘুরে অনুভব করছিলাম যুদ্ধবাজ দেশে শীতের মহড়া কি ভয়ানক ।

বাংলা কবিতার ভবিষ্যতে নিয়ে আশাবাদী কবি লিখেছেন- কবিদের শহরে, কবিতার শহরে হেঁটে যেতে যেতে আমিও দেখি শিশুদের প্রাণখোলা হাঁসির জলোচ্ছ্বাস / তুমি তো জানো যে যাযাবর কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বিশ্ব বাংলার কবিডোরে /সে কিন্তু তোমাকেই অবিকল ভাবনায় ছুঁয়ে যায় হৃদয় নিংড়ানো প্রণয়ের শিখায়/ কবিদের শহরে, কবিতার শহরে হেঁটে যেতে যেতে আজও আমি দেখি স্বপ্নের বাতিগুলো জলছে আপন উজ্বলতায় /যেখানে রক্তপাতের কোন চিহ্নই নেই /হাতে হাতে প্রজ্জলিত বিশ্ব বাংলার কবিতা উড়ছে বাংলা কবিতার /

মা-বাবাকে নিয়ে তিনি লিখেছেন- কত কিছু হচ্ছে /কত কিছু হবে / কত কিছু দেখছি, কত কিছু দেখবো আরো/ শুধু শান্তির মাকে আর ফিরে আসতে দেখি না /বটবৃক্ষের ছায়া নিয়ে দাঁড়ানো বাবাকে দেখছি না / পাড়ার রঙ বদলে গেছে বদলে যাবে/ মহল্লায় মহল্লায় সিকিউরিটি গার্ডের চাকুরি হচ্ছে /তবু শান্তির মা ফিরে আসছে না/ কত কিছু হচ্ছে ,কত কিছু হবে /ফেরিঘাট থেকে ফ্লাইওভার /উড়োজাহাজ থেকে চন্দ্রযান /কেবলি হারিয়ে যাওয়া মা-বাবাকে আর কেউ খুঁজে পায় না ।

প্রেম ও বিরহ এবং পাওয়া না পাওয়ার আক্ষেপ ও ফঁটে উটেছে তার লেখায়। যেমন একদিন তোমার জন্য আমি বেরিয়েছিলাম ভাঙাচোরা দীর্ঘতম এক রাস্তায় /একদিন তোমার জন্য ঝড়ের রাত্রীতে একা একা বৃষ্টিতে ভিজেছি দুরের রেস্তোরায় / কেউ দেখেনি, কেউ বলেনি একদিন তুমি আমার হাত ধরেছিলে বসন্ত কোলাহলের সকালে /একদিন তুমি আমার হাত ছিন্ন করেছিলে মেঘবিরহের সন্ধ্যায়। মগ্নতায় নগ্নতায় ছেঁড়াপাতার ছেঁড়াগল্পে শিরোনামে কবিতায় তিনি লিখেছেন -ধুলোমলিন অক্ষরগুলো জানালার পাসঘেঁষে উঁকি দিয়ে যায়... / অথচ, অন্যজলে অন্যরেখায় লাল শাপলার বিল ছুঁয়ে দূরের পথে হেঁটে যায় বহুমাত্রিক প্রতিভা নিয়ে আনন্দ বেদনার যাত্রী রূপালী জংশনের সাবিত্রী / সে তো আজকাল পরীর মতো ডানা মেলে উড়ে ঢাকা থেকে কলকাতা কিংবা মস্কো থেকে বার্লিন এবং রঙের উর্বরতা নিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে ভেসে যায় বন্দর থেকে বন্দরে, নগর থেকে নগরে / অথচ, আমি সাবিত্রী সাবিত্রী ডেকে ডেকে না সকাল না বিকাল / পথে পথে অপেক্ষায় অপেক্ষায় সন্ধ্যা আলোয় পেরিয়ে যায় দেশান্তরি যাপন, অথচ দূরেই থেকে গেলো সে কবে যে দেখা হবে আবার, কলমীলতার আঙিনায়।

এরকম অসংখ্য কবিতা রয়েছে নিভৃতচারী এই কবির সাহিত্য ভান্ডারে যা পাঠ করে পাঠকরা উদীপ্ত হয়। পৌঁছে যেতে পারেন দিগন্ত রেখায়। কবি শিউল মনজুর কবিতার তুলিতে একে যান আমাদের রঙচটা জীবনের গল্প। চলমান সমাজ সংসার ও জাগতিক অসঙ্গতি ফুঁটে উটছে তার লেখায়। আধুনিক কবিতার ধারক ও বাহক আমার প্রিয় কবি শিউল মনজুর এর দেশের বাড়ী সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায়। স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডে কাটছে এখন তাঁর দিনকাল। তাঁর লেখা সাহিত্য কর্ম আমার দৃষ্টিতে মূল্যায়নের দাবী রাখে। তাঁর লেখা এখন যায়যায় দিন, জনকণ্ঠ, কালের কণ্ঠ, সংবাদ, মানবকণ্ঠ, আমাদের সময় ইত্যাদি সকল জাতীয় সংবাদপত্র সহ ইংল্যান্ড, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সংবাদপত্র ও জার্ণালে নিয়মিত ছাপা হচ্ছে। জন্মদিন উপলক্ষে প্রিয় কবিকে অন্তহীন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনানে আমাদের সাথে পার্টনার করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের ভিসা নিয়ে পরে এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে ধরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

পশ্চিমা আধিপত্য-পরবর্তী বিশ্ব

সবার জন্য ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা

॥ আলেক্সান্দার মানতিৎস্কি ॥

আমাদের পৃথিবী বদলে গেছে এবং তা চিরদিনের জন্য। যা বোঝা জরুরি-বিশ্ব এখন কোনদিকে যাচ্ছে। এর ভবিষ্যৎ কী। আমাদের কিসের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ-এর পর কী। গত বছর তথা ২০২২ সাল সত্যিকার অর্থেই ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য বেশকিছু ঘটনা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আমি যদি অতিরঞ্জন ছাড়া বলি, অন্তত রুশ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বছরটি বাঁকবদলের সময় হিসাবে অভিহিত হবে আগামীতে। বিশ্ব ইতিহাসে হয়তো ২০২২ সাল চিহ্নিত হবে নতুন একটি আন্তর্জাতিক বাস্তবতা নির্মাণের বছর হিসাবে।

অন্তত দুটি ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ করে রাখবে ২০২২ সালকে। প্রথমত, কোভিড-১৯ মহামারি-পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনীতির উদ্ধার; এবং দ্বিতীয়ত, রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনে পরিচালিত স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন (এসএমও)। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এ দুই ঘটনারই রূপান্তরমূলক প্রভাব এখনো বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে রাশিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব বেড়েই চলছিল ক্রমাগত। ইউক্রেন যুদ্ধের পেছনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর উসকানি রয়েছে তাইওয়ান পরিস্থিতি অবনতির ঘটনায়ও। একই দ্বন্দ্বে অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল বৈশ্বিক খাদ্য ও জ্বালানির বাজার। চূড়ান্তভাবে এ দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০২২ সালে। এটি অচল এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে অধিকতর সাম্যের ভিত্তিতে নতুন বিশ্ব কাঠামো প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে।

এ বিশ্ব কাঠামো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সব সদস্যের স্বার্থের ভারসাম্যের প্রতিফলন ঘটায়। রাশিয়ার এশিয়ার অংশীদারসহ বেশকিছু সংস্থা যেমন-ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন, সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন এবং ব্রিকস নতুন ধরনের এই বহুমুখী আন্তর্জাতিক বিন্যাস রচনায় এগিয়ে আসছে এবং কোনো না কোনোভাবে একটি অধিকতর ন্যায্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নির্মাণে যুক্ত হচ্ছে।

এখনো বলা হয় 'সম্মিলিত পশ্চিম' নামে একটি তথাকথিত ধারণার কথা। তবে কার্যত সম্মিলিত পশ্চিমের ঐক্য এখন তিরোহিত। যেটিই হোক, এ সম্মিলিত পশ্চিমের সঙ্গে রাশিয়ার সংকট সৃষ্টি সত্ত্বেও রুশ নেতৃত্ব বহুমুখী কূটনীতিতে বিশ্বাসী। এরই মধ্যে পশ্চিমা নয় এমন দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়া অগ্রাধিকারমূলক সহযোগিতা গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করেছে। রাশিয়া এটি করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলো কর্তৃক রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার একাধিক অপচেষ্টা সত্ত্বেও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে এককভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে রুশ প্রভাব প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে একাধিকবার। এতে রাশিয়ার জন্য ভালো যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত তীব্র ও গভীর হয়েছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় একাধিক দেশের সঙ্গে তার সহযোগিতার সম্পর্ক।

এ দেশগুলো এবং রাশিয়ার মনোযোগ বর্তমানে কেন্দ্রীভূত কীভাবে বৈশ্বিক আমদানি-রপ্তানি চ্যানেলকে পুনর্বিন্যাস, পুরোনো আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ, এশিয়াজুড়ে নতুন লজিস্টিক চেইন প্রতিষ্ঠা এবং নতুন এমন একটি আন্তর্জাতিক আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, যেন ব্যাংকগুলো অপর দেশের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার চাপ সহ্য করতে পারে। রাশিয়ার পরিকল্পনা, যেহেতু ওই ধরনের লেনদেন ব্যবস্থা জাতীয় এখতিয়ারের বাইরে থাকে, সেহেতু পদ্ধতিটি যেন নিরাপদ, বিরাজনীতিকৃত, স্বয়ংক্রিয় হয় এবং এর যেন কোনো একক নিয়ন্ত্রণকারী না থাকে। একইসঙ্গে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক দেশের সঙ্গে রাশিয়ার মুদ্রা বিনিময় যেন ক্রমেই আরও গতিশীল হয়। কারণ বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতি গ্রহণের বেলায় প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে বেশি মানুষ, যা গোটা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ, এখানে বসবাস করে। এর অভ্যন্তরীণ বাজার সুপরিসর। আমরা আরও বিশ্বাস করি, এশিয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উপযুক্ত উপাদান পেলে এশিয়া শুধু নিজ অঞ্চল নয়-ইউরোপ, এমনকি গোটা মানবজাতির উন্নয়নের বাহন হতে সক্ষম।

এশিয়া এমন একটি অঞ্চল, যেখানকার অন্তঃসম্পর্কগুলো বহুমুখী। এর অর্থনৈতিক গতি বৈচিত্র্যময়। এখানকার সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি অন্যদের চেয়ে আলাদা। আমরা দেখেছি, এখানকার কার্যকর আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে সাম্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। এমনকি ইউরোপে এখন যখন সামরিক-রাজনৈতিক সংকট চলছে, তখনও সংযম ও সহযোগিতা দেখিয়েছে এশিয়ার দেশগুলো।

যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে রাশিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব বেড়েই চলছিল ক্রমাগত। ইউক্রেন যুদ্ধের পেছনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর উসকানি রয়েছে তাইওয়ান পরিস্থিতি অবনতির ঘটনায়ও। একই দ্বন্দ্বে অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল বৈশ্বিক খাদ্য ও জ্বালানির বাজার। চূড়ান্তভাবে এ দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০২২ সালে। এটি অচল এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে অধিকতর সাম্যের ভিত্তিতে নতুন বিশ্ব কাঠামো প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে।

রাশিয়া।

রাশিয়া এখন যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে, তার মূলে রয়েছে বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা এবং মৌখিক নয়, প্রায়োগিক সহযোগিতায় অঙ্গীকার। বিশ্বসভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথে রাশিয়া নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেজন্যই আমরা এশিয়ান বহুজাতিক প্লাটফরমগুলো যেমন আসিয়ান, আইওরা, অ্যাপেক এবং ইস্ট এশিয়ান সামিটের মতো সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে চাই।

আমরা বিশ্বাস করি, এর মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথ এবং গ্লোবাল ইস্টের দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক দৃঢ় ও প্রসারিত হবে। পশ্চিমারা বিশ্ব শাসনের যে মডেল এতদিন চালিয়েছে, সেটি সর্বজনীন ও সাম্যের ভিত্তিতে ছিল না। অথচ এশিয়ার প্রতি পক্ষপাতহীনভাবে নজর না দিয়ে বৈশ্বিক সুশাসনের কথা বলাটা অর্থহীন।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি যে এশিয়ার প্রতি সুদৃষ্টি দিয়েছে তার কারণ সহজ। অঞ্চলটি বিশাল। ৪০০ কোটিরও একে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে রাশিয়া। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) মতো নতুন ধরনের সংস্থা, যাদের লক্ষ্যই হচ্ছে সৃষ্টিমূলক এবং প্রতিহিংসাহীন সহযোগিতা, এশিয়ার বৃহত্তর পরিসরে সফল পরিবেশ তৈরির ব্যাপারে এ ধরনের সংস্থার ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে আমরা আশাবাদী। এসসিও'র সদস্য রাষ্ট্রগুলো যেন খোলা মন এবং আস্থাপূর্ণ মনোভাব অব্যাহত রাখে। কারণ এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকদিন ধরেই খোলা চোখ এবং ঠান্ডা মাথায় রাশিয়া ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ লক্ষ করে আসছিল, বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কোথায় যেন ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে এর উৎস পশ্চিমাদের কর্তৃত্ববাদী মনোভাব পরিত্যাগ করায় অনীহা এবং পশ্চিমের গুটিকয়েক দেশ কর্তৃক সারা বিশ্বের ওপর একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারের অপচেষ্টা, যেখানে বাস্তবতা বহুমেরুকেন্দ্রিকতারই পক্ষে।

পশ্চিমের আদেশ যেন অবিসংবাদিত হয়, সেজন্য তারা যখনই দেখেছে নতুন কোনো দেশ সমৃদ্ধি অর্জন করছে কিংবা নতুন ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে উঠছে প্রায়, তখনই সামরিক ও রাজনৈতিক অপকৌশলের মাধ্যমে সেই ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা ছিল অব্যাহত। অথচ রাশিয়া এমন নীতির ঘোর বিরোধী।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পশ্চিমাদের যে চ্যালেঞ্জ, এশিয়ার দেশগুলোর জন্য তা অভিন্ন তো নয়! এটি ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যের পাল্লা মার্কিন নেতৃত্বাধীন 'সম্মিলিত পশ্চিমা দেশগুলো'র দিকে ঝুঁকে পড়ছে না; বরং এটি গত পাঁচ শতাব্দী যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে ছিল, তা পুনরুদ্ধারে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে এশিয়ায় 'উন্মুক্ত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল' নামে একটি ধারণা প্রচারের চেষ্টা চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ধারণাটি ধ্বংসাত্মক। সেখানে দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে যা করেছে অর্থাৎ আঞ্চলিক ভারসাম্য নষ্ট করে নিজের স্বার্থ রক্ষা, তাদের অনুসরণে এশিয়ারও কয়েকটি দেশ একই কার্যে উদ্যোগী! অথচ এশিয়ার সম্ভাবনা তো ধ্বংসে নয়, ঐক্যে। আমরা জানি, ধারণাটি প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ায় চীন ও রাশিয়ার প্রভাব হ্রাস করা। কিন্তু পশ্চিমাদের মাথায় রাখা দরকার, এশিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতা কোনো একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীকে চিরকালীন সুবিধা দেয় না। ফলে এখানে যদি কেউ প্লাটফরম স্থাপন করতে চায়, তাকে অবশ্যই সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার একটি সাধারণ ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখতে হবে। রাশিয়া বিশ্বাস করে, এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামোটি অবিচ্ছেদ্য নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরস্পরকে হস্তক্ষেপ না করার নীতি, বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং যে কোনো প্রকার শক্তি প্রয়োগ বা এর হুমকি থেকে বিরত থাকার মধ্যেই নিহিত। এখন করোনা মহামারির পর প্রযুক্তি ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়েও নতুন করে ভাবতে হবে এশিয়া, তথা বিশ্বকে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্প্রতি বলেছেন, এরই মধ্যে বৈপ্লবিক রূপান্তরের যুগে প্রবেশ করেছে পৃথিবী এবং এ রূপান্তরের প্রকৃতি মৌলিক। বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব তারই অন্যতম বাস্তবতা। এ মেরুগুলো এখন কেবল নিজ নিজ স্বার্থেই বিশ্বাস করবে না, সেগুলো রক্ষারও চেষ্টা চালাবে। বিশ্ব বাজারে চীন, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার অবস্থান এখন আর নাজুক নয়। রাশিয়াও সারা পৃথিবীতে বন্ধুহীন নয়। এশিয়ার উদীয়মান শক্তিকেন্দ্রগুলোর উন্নয়নের নিজস্ব যুক্তি ও নিয়ম আছে। রাশিয়া বিশ্বাস করে, এ দেশগুলো সাধারণভাবে সংঘর্ষ নয়, আলোচনা ও সহযোগিতার প্রত্যাশী। রাশিয়া আশাবাদী এজন্যও যে, এশিয়ার নতুন শক্তিকেন্দ্রগুলো যেহেতু কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করতে চায়, সেহেতু বহুমেরুকেন্দ্রিক নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এদের ইতিবাচক অবদান থাকবে এবং তা কেবল এশিয়া নয়, গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকেই শক্তিশালী করবে।

ইংরেজি থেকে ভাষান্তর : জায়েদ ইবনে আবুল ফজল

আলেক্সান্দার মানতিৎস্কি : বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত

বছর বছর দাম বাড়িয়ে জ্বালানি সংকট কাটবে না

॥ কল্লোল মোস্তফা ॥

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন তথা বিইআরসিকে পাশ কাটিয়ে মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম। নির্বাহী আদেশে ১২ জানুয়ারী গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম গড়ে ৫ শতাংশ এবং ১৮ জানুয়ারি গ্যাসের দাম গড়ে ৮২ দশমিক ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়। যদিও দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের ইশারাই চূড়ান্ত ছিল; এতদিন অন্তত মুখ রক্ষার জন্য হলেও বিইআরসির মাধ্যমে গণশুনানি হতো। তারপরও গণশুনানিতে জনগণের পক্ষ থেকে দাম বাড়ানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ ছিল। শুনানির অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের কোম্পানিগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাবেরও বিশ্লেষণ হতো।

গণশুনানি ও জবাবদিহিতার ন্যূনতম প্রক্রিয়াটুকুও পাশ কাটানোর ব্যবস্থা আগেই হয়েছিল, গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২২ জারির মাধ্যমে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকারও বিশেষ ক্ষেত্রে গণশুনানি ছাড়াই নির্বাহী আদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম সমন্বয় করতে পারবে। শুধু সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধিই নয়, জবাবদিহিতা ছাড়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়ানোর এই বিশেষ অধিকার সরকার যে ভবিষ্যতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে- তাও ইতিমধ্যে স্পষ্ট।

এর আগে, গত বছর ৫ আগস্ট জ্বালানি তেলের দাম ৫২ শতাংশ ও ৫ জুন গ্যাসের দাম ২২ শতাংশের বেশি বাড়ানো হয়। ফলে পণ্যমূল্য, পরিবহন ভাড়াসহ সবকিছু হুহু করে বেড়ে যায়। এখন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের এই উপর্যুপরি মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের আর্থিক সংকটকে আরও তীব্র করে তুলবে। ইতোমধ্যে বিদ্যুতের দাম বাড়ার কারণে কৃষিতে বিঘাপ্রতি সেচের খরচ ৩০০ টাকা বেড়েছে (সেচে খরচ বেড়েছে বিঘায় ৩০০ টাকা, সমকাল, ২০ জানুয়ারি ২৩)। আবাসিক, সার ও পরিবহন খাতে গ্যাসের দাম না বাড়লেও বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে ১৫০ থেকে ১৭৯ শতাংশ দাম বাড়ায় বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু পণ্যের দাম বাড়বে। সিরামিক পণ্যের উৎপাদন খরচ ২০-২৫ শতাংশ, টনপ্রতি রডে ১ হাজার ২০০ থেকে ৩ হাজার টাকা বাড়বে এবং প্রতি কেজি সুতা উৎপাদনে গ্যাসের খরচ ২৫ সেন্ট থেকে বেড়ে ৪৯ সেন্টে দাঁড়াবে।

এর আগে ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের গ্যাসের দাম বৃহৎ শিল্পের তুলনায় কিছুটা কম ছিল। এবার বৈষম্যমূলকভাবে সব ধরনের শিল্পের গ্যাসের দাম বাড়িয়ে এক করে দেওয়া হয়েছে (ছোটদের ঘাড়ে দামের পাহাড়, প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি ২৩)। এতে উৎপাদন খরচ বাড়ায় বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমবে।

তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনা হয়। আবার যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, সক্ষমতা তার দ্বিগুণেরও বেশি হওয়ায় অর্ধেকেরও বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে বসিয়ে বসিয়ে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়। এ কারণে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যত বাড়ছে, বেসরকারি খাত থেকে সেই বিদ্যুৎ কিনতে গিয়ে পিডিবির লোকসানও তত বাড়ছে।

গণশুনানি ও জবাবদিহিতার ন্যূনতম প্রক্রিয়াটুকুও পাশ কাটানোর ব্যবস্থা আগেই হয়েছিল, গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২২ জারির মাধ্যমে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকারও বিশেষ ক্ষেত্রে গণশুনানি ছাড়াই নির্বাহী আদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম সমন্বয় করতে পারবে। শুধু সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধিই নয়, জবাবদিহিতা ছাড়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়ানোর এই বিশেষ অধিকার সরকার যে ভবিষ্যতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে- তাও ইতিমধ্যে স্পষ্ট।

দেশের জনগণ ও অর্থনীতিকে নিদারুণ সংকটের মধ্যে ফেলে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের এই দাম বাড়ানোর মাধ্যমে সরকারের কোষাগারে ঢুকবে বাড়তি ৩০ হাজার কোটি টাকা (এবার গ্যাসেরও ঘা, সমকাল, ১৯ জানুয়ারি ২০২৩)। কিন্তু তাতে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট কমবে কিনা- এ বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। কারণ চলমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের মূল কারণ আমদানি করা জ্বালানি ব্যবহার করে বেসরকারি খাত থেকে বেশিরভাগ বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) বিল-২০১০ নামে আইনের দায়মুক্তির ছত্রচ্ছায়ায় বেসরকারি খাতের রেন্টাল, কুইক রেন্টাল ও আইপিপি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনার প্রক্রিয়া বন্ধ করা না হলে এর দাম যতবার বাড়ানো হোক না কেন লোকসান কমবে না। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকসানও বাড়বে; সংকটও বাড়বে।

২০১২-১৩ সালে যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল সাড়ে আট হাজার মেগাওয়াট, তখন পিডিবির লোকসান ছিল ৫ হাজার ৪৩ কোটি টাকা। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকসানের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে সর্বশেষ ২০২১-২২ সালে ২১ হাজার ৬৮০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার বিপরীতে লোকসান হয় প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা (সক্ষমতার সঙ্গে লোকসানও বেড়েছে, প্রথম আলো, ২৯ জুলাই, ২০২২)।

বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্প, বাণিজ্য ও আবাসিক খাতের জন্য যে জ্বালানি প্রয়োজন, তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের স্থলভাগ ও সাগরের গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ না নেওয়ার কারণে বহুগুণ দামে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে এলএনজি আকারে এ গ্যাস আমদানি করতে হয়। এ কারণে এলএনজি আমদানি ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর দাম যত বাড়ে, দেশের ভেতর গ্যাসের দাম বাড়ানোর চাপও তত বাড়ে।

এখন গ্যাসের দাম বাড়ানোর কারণ হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেট থেকে উচ্চমূল্যে এলএনজি আমদানি করে বর্ধিত চাহিদা মেটানোর কথা বলা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের কারণে যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের এলসি খোলা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমদানি করা ভোজ্যতেল ও চিনি জাহাজ থেকে খালাস করা আটকে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে, এমনকি কয়লা আমদানি করতে না পেরে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে; সেখানে দাম বাড়িয়ে পাওয়া টাকা দিয়ে এলএনজি আমদানির জন্য বাড়তি প্রায় সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার পাওয়া যাবে কিনা- তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এর আগেও আমদানি করে সরবরাহ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুই দফা (২০১৯ ও ২০২২ সালে) গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু ডলার সংকটে উল্টো গ্যাস আমদানি কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল (এবার গ্যাসের ঘা, সমকাল, ১৯ জানুয়ারি ২৩)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, স্রেফ বছর বছর দাম বাড়ানোর মধ্য দিয়ে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান হবে না। যদি হতো তাহলে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১৪ বছরে গ্যাসের দাম ছয়বার এবং বিদ্যুতের দাম ১১ বার বাড়ানোর পরেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে এ সংকট থাকত না। এই সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য জ্বালানি খাতে আমদানিনির্ভরতা ও বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি কোম্পানির আধিপত্য কমিয়ে গ্যাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে জাতীয় সক্ষমতা অর্জনের দিকে যেতে হবে।

লেখক: বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবেশ ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিষয়ক লেখক

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Portchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে গোলাম হোসেন খানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি এখানে আমার পরিবার নিয়ে বাস করছি। উল্লেখ্য যে আমার পরিবারের আমি একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমি বাদে আমার পরিবারে আর কেউ উপার্জন করে না। আর এ কারণে আমাকে সংসার চালাতে খুব হিমশিম খেতে হয়। এ কারণে বাংলাদেশে আমার মা-বাবা আছেন কিন্তু আমি তাদের জন্য আবেদন করতে পারি নাই।

আমার এই অবস্থা দেখে আমার এক পরিচিতজন আমাকে ফুড স্ট্যাম্পের কথা বলেছে। কিন্তু আমি ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন কিছু জানিনা বলে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি। ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করার জন্য আমাকে কোন সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে কিনা? হলে কি ধরনেসর সমস্যা হতে পারে।

আমার প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন এই বিভাগে আগে দেখেছিলাম। আর আমি নিজের প্রয়োজনে আপনার কাছে পরামর্শের জন্য লিখলাম। উত্তর পেলে উপকৃত হবো ও কৃতজ্ঞ থাকবো।

গোলাম হোসেন খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

সংসারে আপনি একমাত্র উপার্জক্ষম ব্যক্তি বলে সংসার চালাতে আপনাকে হিমশিম খেতে হয়। আর এ কারণে আপনি ফুড স্ট্যাম্পের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছেন।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করছি যে প্রয়োজনে একজন ইউএস সিটিজেন ফুডস্ট্যাম্পসহ অন্যান্য যেসব সুবিধার জন্যে উপযোগী সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন। ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণের একটি বড় অসুবিধা হচ্ছে এই ধরনের সুবিধা ভোগীরা প্রয়োজনে বাংলাদেশে বসবাসকারী তাদের পরিবারের সদস্যদের এদেশে আনার জন্য আবেদন করতে পারেন না।

আপনি উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশে আপনার মা-বাবা থাকেন। কিন্তু আপনার যদি বাংলাদেশে কারো জন্যে আবেদন করার পরিকল্পনা থাকে তবে তাহলে এ ব্যাপারে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করে অগ্রসর হবেন। এ ব্যাপারে আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে স্টেটের বেনিফিট অফিস থেকে জেনে নিতে পারেন যে আপনি যেসব সুবিধা নিতে চাচ্ছেন সে ব্যাপারে কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। আর সমস্যা থাকলে সেগুলো কোন ধরনের। স্টেটের পাবলিক এ্যাসিস্ট্যান্ট বেনিফিটের তালিকা থেকে প্রয়োজনে সহযোগিতা নিতে পারেন।

ডেফার এ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড এ্যারাইভ্যালস ড্যাকাঃ

প্রেসিডেন্ট ওবামা ২০১২ সালে নির্বাহী আদেশ বলে ডেফারড এ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড এ্যারাইভ্যালস (ড্যাকা) কর্মসূচি প্রবর্তন করেন। ২০১২ সালের ১৫ জুন ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) একটি ঘোষণা দিয়ে জানায় যে, নির্দিষ্ট কিছু কাগজপত্রহীন যুবক যারা শিশু হিসেবে এদেশে ঢুকেছিলো তাদের ডিপোর্ট করা বা ইউএস থেকে বের করে দেয়া হবে না। এই কর্মসূচির আওতায় যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাদেরকে ইউএসএতে অবস্থান করার জন্য এক ধরনের অস্থায়ী অনুমতি দেয়া হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে ২০১৭ সালে ড্যাকা কর্মসূচি বাতিল করে দেন। তবে ২০২০ সালের ১৮ জুন সুপ্রিম কোর্ট তার আদেশ বলে জানান যে, ট্রাম্প প্রশাসনের ড্যাকা বাতিলের আবেদন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এ্যাক্ট ভুক্ত করেছে।



২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর একজন ফেডারেল জাজ জানান যে, ডিএইচএস প্রধানের ড্যাকা বন্ধ করা সংক্রান্ত মেমো ইস্যু করার কোন ক্ষমতা নেই কারণ তিনি সিনেট দ্বারা চাকরি নিশ্চিত হওয়ার পূর্বেই এই আদেশ দেন।

সুপ্রিম কোর্টে জজ ইউনাইটেড স্টেটস সিটিজেনশীপ এ্যাক্ট ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিসআইএস)-কে আদেশ দিয়েছেন, ওবামা প্রশাসনের ২০১২ এর মেমো অনুসারে ড্যাকা আবেদন গ্রহণ করতে। ২০২১ সালের ১৬ জুলাই টেক্সাস ডিস্ট্রিক্ট আদালতের বিচারক হ্যানেন ড্যাকা কর্মসূচি অবৈধ ঘোষণা করে একটি সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তের ইস্যু হিসেবে বিচারক ন্যানেন প্রাথমিকভাবে ড্যাকা আবেদন প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। জাজ হ্যানেন টেক্সাসের জজ হলেও তার নির্দেশ দেশব্যাপী কার্যকর হবে। এর অর্থ হচ্ছে, সকল প্রাথমিক ড্যাকা আবেদন যা ২০২১ সালের ১৬ জুলাই এ অথবা তার আগে মঞ্জুর হয়নি বিচারকের আদেশ থাকা অবস্থায় আর প্রক্রিয়াকরণ বা অনুমোদিত হবে না।

ড্যাকার জন্য যোগ্যতাঃ

ড্যাকা তাদের সুরক্ষা নেয় যারা ১৬ বছরের নিচের বয়সে নিজেরা বা পরিবারের সদস্যদের সাথে এদেশে এসেছিলো এই কর্মসূচিত যোগ্যতা অর্জনের শর্ত হচ্ছেঃ

২০১২'র ১৫ জানু ৩১ বছরের নিচে;

যারা ১৬ বছর বয়সের পূর্বে ইউএসএ এসেছে;

যারা ২০১৭ সালের ১৫ জুন থেকে এখন পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ইউএসএস বসবাস করছে;

বর্তমানে যারা স্কুলে অধ্যায়ন করছে, কিংবা হাই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে বা সিইডি সম্পন্ন করেছে অথবা সাময়কি বাহিনীতে সম্মানের সাথে কাজ করছে;

যাদের বিরুদ্ধে কোন ফেলেনি বা অনৈতিক আচরণের অভিযোগ নেই। ড্যাকা চূড়ান্ত রুল ২০১২ এর ১ অক্টোবর থেকে কার্যকরঃ

আদালতে আদেশের ভিত্তিতে ইউএসসিআইএস নতুন চূড়ান্ত রুল প্রবর্তন করেছে। ২০২২ এর ৩১ অক্টোবর থেকে এই রুলের আওতায় ইউএসসিসআইএস ড্যাকা আবেদনের নবায়ন এবং প্রক্রিয়াকরণ সেই সঙ্গে এম্পলয়মেন্ট অথোরাইজেশনের আবেদন গ্রহণ করছে।

ইউএসসিআইএস ড্যাকা আবেদন ওয়ার্ক পারমিট এবং বিদেশ ভ্রমণের অনুমতির আবেদন গ্রহণ করছে। নতুন করে ড্যাকা আবেদন করা যাবে তবে আদালতের আদেশ অনুযায়ী এর প্রক্রিয়াকরণ করা যাবেনা। ইউএসসিআইএস নতুন আবেদন অনুমোদন দেবে না।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

জ্বালানি খাতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

॥ সুফিয়ান সিদ্দিকী ॥

২০২৩ সাল কঠিন হবে। কম রফতানি সুযোগ এবং উচ্চ আমদানি বিলের দ্বৈত আক্রমণ থেকে বাঁচতে বাংলাদেশ ও নেপালের ভারতের সাথে জ্বালানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের সময় এসেছে। ২০২৩ সাল বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি কঠিন বছর হবে, তা কম-বেশি নিশ্চিত। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রথমবারের মতো; যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং একসময়ের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন চীন একসাথে মন্দার পর্যায়ে প্রবেশ করছে।

ট্রেডিং ইকোনমিকসের প্রতিবেদনে বলা হয়, '২০২২ সালের নভেম্বরে চীনের (অভ্যন্তরীণ) খুচরা বাণিজ্য ৫.৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা আগের মাসে ০.৫ শতাংশ পতনের চেয়ে অনেক দ্রুত এবং বাজারের ৩.৭ পতনের প্রত্যাশার চেয়ে খারাপ।'

ভারত (ও ইন্দোনেশিয়া) এই প্রবণতার ব্যতিক্রম থাকবে। বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল (বিবিআইএন) উপ-আঞ্চলিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের জন্য এটাই সেরা বাজি, যা প্রায় তিন বছর ধরে ক্রমাগত অস্থিরতা থেকে গুরুতরভাবে চাপে রয়েছে। ইউক্রেন সঙ্কটের পর ইউরোপের চাহিদার পুনর্বণ্টন কয়লার দাম শক্তিশালী রাখবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেল তেলের অপর্যাপ্ত সরবরাহ এবং পেট্রোলিয়াম রফতানিকারক দেশগুলোর সংস্থা ওপেকের প্রত্যাশিত উৎপাদন হ্রাস অপরিশোধিত দামের দৃঢ়তা নিশ্চিত করতে পারে। জ্বালানি বাজারে তেজি ভাব এবং ডলারের উচ্চমূল্য ২০২৩ সালে ছোট অর্থনীতির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে। তাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সীমিত থাকবে।

ভুটান ও নেপাল তাদের ছোট আকার, বিশ্ব অর্থনীতিতে কম এক্সপোজার এবং ভারতীয় রুপির সাথে কারেন্সি পেগিংয়ের কারণে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ থাকবে। তবে তৈরী পোশাক বাজারজাত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল বাংলাদেশের জন্য পরিস্থিতি কঠিন হতে পারে। এখানেই বিশেষ করে জ্বালানি খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রাসঙ্গিকতা। এ অঞ্চলের জন্য সুযোগগুলো পুরোপুরি কাজে লাগানোর পাশাপাশি ঝুঁকি কমাতে এ ধরনের সহযোগিতার পরিধি প্রসারিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চীন বড় বাধা

পরিস্থিতি সত্যিই কঠিন, কারণ চীন বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি বড় টান হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। চীনা অর্থনীতি কাঠামোগত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছে এবং বেইজিং নীতিগত অসঙ্গতির জন্য সংবেদনশীল বলে মনে হচ্ছে। বেইজিংয়ের ক্রমাগত কোভিড আরোপে সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হয় এবং এটি সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির পেছনে একটি প্রধান কারণ ছিল। জনগণের প্রতিবাদের মুখে চীন যখন হঠাৎ করে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করার পর নিয়েছে, বিপুল সংক্রমণ, বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ তৈরি করছে।

এই মন্দা চীনা পণ্যগুলোর বিশ্বব্যাপী উৎসকে প্রভাবিত করবে তবে উপমহাদেশে ততটা নয়। অত্যধিক ব্যয়বহুল অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বেইজিংয়ের দেয়া ঋণ আমদানি স্থিতিশীল রাখবে। কিন্তু উচ্চ আমদানি এবং তারপরে ঋণ পরিশোধে উচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের দ্বৈত আক্রমণ আরো খারাপ হতে পারে। এ ধরনের উচ্চাভিলাষী অনেক প্রকল্প শ্বেতহস্তি হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। এমন দুঃসাহসিক কাজের জন্য শ্রীলঙ্কাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

ভুটান চীনা প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত। নেপাল আংশিকভাবে উন্মুক্ত। সামগ্রিকভাবে এই দু'টি দেশে চীনের এক্সপোজার এখনো কম, কারণ তাদের আমদানি রফতানির বড় অংশই চলে ভারতের সাথে।

গত এক দশকে চীনা ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বাংলাদেশের জন্য বেইজিং একটি শীর্ষ আমদানি গন্তব্য। ভারত থেকে বাংলাদেশের আমদানিও গত কয়েক বছরে কৌশলগত গুরুত্ব অর্জন করেছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশে ভারতীয় রফতানি দ্বিগুণ হয়েছে, যেখানে চীন থেকে আমদানি বেড়েছে ৬০ শতাংশ। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে বাংলাদেশের রফতানি ক্ষেত্রে। ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে (আইটিসি ডেটা) বাংলাদেশী পণ্যের রফতানি গন্তব্য হিসেবে ভারতের র‍্যাংকিং অষ্টাদশ থেকে সপ্তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। ত্রয়োদশ স্থানে আটকে ছিল চীন।

পেট্রোলিয়াম বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা উচিত

জ্বালানি নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সরবরাহে যে কোনো ব্যাঘাত (যেমনটি বাংলাদেশ মোকাবেলা করছে) আরো প্রবৃদ্ধির সুযোগ কেড়ে নিতে পারে এবং তারল্য সঙ্কট আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ শিলিগুড়ি-পার্বতীপুর ডিজেল পাইপলাইনটি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত ২০১৯ সালে নেপালের সাথে ৬৯ কিলোমিটার আন্তঃদেশীয় মতিহারি-আমলেখগঞ্জ ডিজেল পাইপলাইন স্থাপন করেছে।

শিলিগুড়ি-পার্বতীপুর ডিজেল পাইপলাইনের যান্ত্রিক ইনস্টলেশন সম্পন্ন হয়েছে। এটি এখন প্রাক-কমিশ-নিং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বার্ষিক এক মিলিয়ন টন (এমটিপিএ) ক্ষমতাসম্পন্ন পাইপলাইন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে আসামের নুমালিগড় রিফাইনারি (এনআরএল)। বাংলাদেশ এখনো পার্বতীপুরে প্রয়োজনীয় স্টোরেজ সুবিধা তৈরি করতে পারেনি। এটি পাইপলাইনের ক্ষমতার এক-চতুর্থাংশে প্রাথমিক উত্তোলন সীমাবদ্ধ করবে। এনআরএল সড়ক পথ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথেও জ্বালানি প্রেরণের উপায় খুঁজছে।

২০২৪ সালের শেষে সক্ষমতা সম্প্রসারণ (তিন এম-টিপিএ থেকে নয় এমটিপিএ) সম্পন্ন হওয়ার পরে এনআরএল-এর রফতানি সম্ভাবনা বাড়বে। তবে প্রতিবেশীদের অবকাঠামোর অভাব ভারতের লক্ষ্য অর্জনে একটি বড় বাধা। নেপাল ভারতকে ৫০-৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ আরো দুটি আন্তঃদেশীয় পাইপলাইন নির্মাণের অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে পরিবহন ও স্টোরেজ সুবিধার অভাব দূর করা যায়। বাংলাদেশ পার্বতীপুর পাইপলাইনের রংপুর পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার সম্প্রসারণে আগ্রহী। ভারত আরো ভালো বাজারে প্রবেশাধিকার পাবার জন্য এসব প্রস্তাবের কয়েকটি গ্রহণ করতে পারে।

বিদ্যুতে নতুন সুযোগ

এই উপ-অঞ্চলে বিদ্যুৎ বাণিজ্য নতুন কিছু নয়। ভুটান থেকে আমদানি করা জলবিদ্যুৎ ভারতে বিদ্যুতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নেপাল জলবিদ্যুৎ সক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথে বারত সম্প্রতি নেপাল থেকে ৪০০ মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ আমদানির বিধান তৈরি করেছে। বিদ্যুৎ এখন নেপালের তৃতীয় বৃহত্তম রফতানি রাজস্ব উপার্জনকারী হয়ে উঠেছে।

ভারত এখন বাংলাদেশকে ১,২০০ মেগাওয়াটের সামান্য কম বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। ২০২০ সালে বাংলাদেশে বিদ্যুতের প্রাপ্যতার প্রায় ১০ শতাংশ ছিল আমদানি করা।

২০২২ সালে ঢাকা যখন বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কটের কারণে ব্যয়বহুল গ্যাস এবং তরল জ্বালানি থেকে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয় তখন এই চুক্তির গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০২৩ সালে বিদ্যুতে আমদানির অংশ নাটকীয়ভাবে বাড়বে। কারণ আদানি পাওয়ার ঝাড়খন্ডে ১৬০০ মেগাওয়াট প্ল্যান্ট থেকে বাংলাদেশে সরবরাহ শুরু করবে। ভারতের প্রথম ইউনিট এবং ট্রান্সমিশন সুবিধা প্রস্তুত রয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা সাবস্টেশনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ইউনিটটি ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে চালু হওয়ার কথা।

যদি চারটি দেশ একটি সাধারণ বা যৌথ বিদ্যুৎ গ্রিড তৈরি করে তবে বাণিজ্যের পরিধি ব্যাপকভাবে বাড়তে পারে। ভারত ও ভুটানের মধ্যে এ ধরনের আন্তঃদেশীয় গ্রিড রয়েছে। বাংলাদেশ ও নেপালেরও একরকম গ্রিড ব্যবস্থায় যোগ দেয়ার সময় এসেছে। একটি যৌথ বিদ্যুৎ গ্রিড (সিনক্রোনাস গ্রিড) একটি সাধারণ কোডের অধীনে পরিচালিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে গ্রিড পরিচালনায় একই প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক মান বজায় রাখতে হয়। কিন্তু প্রযুক্তিগত মান ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অসামঞ্জস্যতার কারণে, ভারত নেপাল ও বাংলাদেশের সাথে অ্যা-সিনক্রোনাস (সীমিত এক-মুখী অপারেশন) মোডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বাণিজ্য করে।

বিবিআইএন দেশগুলোর টেকসই সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভারতে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎপাদনের অংশ বৃদ্ধি এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের নতুন সুযোগ তৈরি করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে ২০ মেগাওয়াট লোয়ার সুবনসিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম দু'টি ইউনিট চালু হওয়ার সাথে সাথে উত্তর-পূর্ব ভারতে বিদ্যুৎ-উদ্বৃত্ত হবে। সময়ের সাথে সাথে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বাড়তে থাকবে কারণ এ অঞ্চলে আরো প্রকল্প রয়েছে।

লেখক: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণা সহকারী



কূটনীতির ভয়ঙ্কর ফাঁদ

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

আমার শৈশব কেটেছে আবহমান বাংলার একটি শান্তিপ্রিয় উন্নত গ্রামে। তখন ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে যেভাবে দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ-মারামারি হতো অমনটি আমাদের গ্রামে কোনো দিন ঘটেনি। চুরি-ডাকাতি-যেনা-ব্যভিচার ইত্যাদি অপকর্মের ঘটনা আমরা জীবনে শুনিনি। এমনকি ছেলে-মেয়েরা প্রেম করে বিয়েশাদি করেছে অমন দৃশ্য আমাদের গ্রামে আশির দশক অবধি একটিও ঘটেনি। ফলে আমার শৈশবের ইতিবাচক চিন্তাচেতনা নিয়ে হাল আমলে যে কি বিপদ বিপত্তিতে পড়ি তার কিছু নমুনা বলে আজকের শিরোনাম নিয়ে আলোচনা শুরু করব।

আগেই বলেছি যে, আমাদের গ্রামে চুরি ডাকাতি হতো না। ফলে চোর ডাকাত সম্পর্কে ছেলেবেলায় আমরা অনেক গল্প শুনেছি দাদী-নানীদের মুখে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল চোর দেখার কিন্তু ফরিদপুর থাকা অবস্থায় একজন চোরও দেখিনি। পরবর্তীতে যখন আমরা ফরিদপুর ছেড়ে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপাতে বসতি গড়লাম তখন সম্ভবত সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি এবং এক দিন হঠাৎ করে এক চোরকে দেখতে পাই। বেচারা অভাবের তাড়নায় বাজারের কোনো একটি দোকানে গভীর রাতে সিঁদ কেটে এক বস্তা চাল চুরি করেছিল। পরদিন পুরো এলাকায় হইচই পড়ে যায়। চকিদার-দফাদার-সাধারণ জনগণ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে চোরকে পাকড়াও করে। গ্রাম্য শালিস বসে শত শত লোক চোর দেখার জন্য ভিড় জমায় যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।

চোর দেখার সাধ মিটলেও জীবনে ডাকাত দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি। ডাকাতদের বিশাল শরীর, বড় মোচ, বন্দুক-গুলি-রামদা সম্পর্কে এতসব ভয়ঙ্কর গল্প শুনেছি যা বলে শেষ করা যাবে না। ফলে ডাকাত নামের আতঙ্ক আমার এখনো কাটেনি। আমার প্রায়ই ভয় হয় এ কথা ভেবে যে, ডাকাতরা যদি আমার স্নায়বিক দুর্বলতা জানতে পারে এবং আমাকে একাকী পেয়ে কেবল নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে তবে তাদের আর কিছুই করতে হবে না। আমার হাঁটু কাঁপুনির মধ্যে বিনা বাধায় তারা আমার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেতে পারবে।

আমার মতো যারা সত্তরের দশকে কিশোর ছিলেন এবং বর্তমানে যারা মোটামুটি সফলতার একটি স্তরে পৌঁছেছেন, তাদের সবাই কম বেশি আমার মতো মন মানসিকতা সম্পন্ন বলেই মনে হয়। তা না হলে হাল আমলের প্রলয়ঙ্করী ডাকাতি এবং শত সহস্র ডাকাতের সদম্ভ পদচারণার মধ্যে কিভাবে সর্বস্ব হারিয়ে লজ্জা-ভয়-আতঙ্কে স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী হয়ে স্ত্রীর আঁচলে আশ্রয় খুঁজছেন। অথবা চোরদের সম্পর্কে যদি তাদের সেই শৈশবের আগ্রহ আজও বহাল না থাকত তবে ভোটচোর-চালচোর-ডালচোর-রাস্তাচোর-পুলচোর ইত্যাদি হাজার হাজার বর্ণে বাহারি চোরদের নৃত্যগীত শোনার জন্য মানুষ কেন এত ভিড় করছে।

আজকের শিরোনাম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত লম্বা ভূমিকা টানার নেপথ্য কারণও আমার শৈশবকাল। আধুনিককালে যেটিকে কূটনীতি বা ডিপ্লোমেসি বলা হয় তা আমরা শৈশবকালে শুনিনি। আমরা কূটনামি-চোখলখোরী ইত্যাদি শুনেছি এবং এগুলো যে ভালো কর্ম নয় তা এখনো বিশ্বাস করি। পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে যখন কূটনীতি নিয়ে অধ্যয়ন করেছি তখন অনেক ইতিবাচক বিষয়াদি জানার পরও মনে হয়েছে কূটনীতির সঙ্গে কূটনামি ও চোগলখোরীর একটি সম্পর্ক আছে। আমাদের কিশোর বেলায় ফা হিয়েন, মার্কো পোলো, ইবনে বতুতা প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত পর্যটক সম্পর্কে পড়েছি যারা মূলত তৎকালীন জমানার কূটনীতিবিদ বা ডিপ্লোম্যাট ছিলেন। তাদের মহামূল্য অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণকাহিনী অধ্যয়ন করলে কূটনীতির মাহাত্ম্য যে মানবসভ্যতার কত বড় চাবিকাঠি তা সহজে অনুমান করা যায়।



আধুনিককালের কূটনীতিতে মধ্যযুগের কূটনীতির সেই মাহাত্ম্য নেই। এটা যেন হিন্দু পুরানে বর্ণিত দেবী-লক্ষ্মীর মতো হয়ে গেছে। অর্থাৎ পাপীর ঘরে যিনি অলক্ষ্মী হিসেবে চিহ্নিত তিনিই আবার ভালো মানুষের আবাসস্থলে লক্ষ্মী হিসেবে খ্যাতি পান। তদ্রূপ বর্তমান জমানার হাল হকিকত, শাসকদের নীতি-নৈতিকতা ও লোভ লালসার কারণে ফা-হিয়েন ইবনে বতুতা অথবা মার্কো পোলোর ঐতিহ্যবাহী কূটনীতির সঙ্গে আমাদের শৈশবে শোনা কূটনামি ও চোগলখোরীর রসায়ন এত বেশি প্রবল হয়ে পড়েছে যে, পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলের কূটনীতি পরমাণু যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে পড়েছে। আমাদের পাক ভারতের কূটনীতি বিশেষত বাংলাদেশ-ভারত-আমেরিকা-রাশিয়া-চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ইতিহাসের জটিলতম এবং ভয়ঙ্কর সময় অতিবাহিত করছে। ফলে বলকান অঞ্চলের ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ, সাব সাহারায় যুদ্ধরত পক্ষসমূহের ভয়ঙ্কর দুর্দশা কিংবা ইয়েমেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূমিতে সর্বস্ব হারানো ইয়েমেনবাসীর চেয়েও বাংলাদেশী জনগণের দুরবস্থা কেন প্রকট তা বোঝার জন্য সাম্প্রতিক সময়ের ভয়ঙ্কর কিছু কূটনৈতিক তৎপরতার বিশ্লেষণ আবশ্যক।

আলোচনার শুরুতেই ডোনাল্ড লু'র বাংলাদেশ সফর সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। আমেরিকার পররাষ্ট্র দফতরের কর্তা লু'র বাংলাদেশে আগমন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উত্তেজনা, আলোচনা-সমালোচনা, বিতর্ক এবং আতঙ্ক এমন একপর্যায়ে পৌঁছেছে যা আমি আমার জীবনে কোনো দিন দেখিনি। আমাদের রাজনীতি, ক্ষমতার পটপরিবর্তন থেকে শুরু করে অনেক প্রলয়ঙ্করী ও নির্মম বিয়োগান্তক ঘটনার রেশ বড় জোর এক সপ্তাহ স্থায়ী ছিল। কিন্তু মিস্টার লুয়ের সফর নিয়ে গত তিন মাস ধরে যা হচ্ছে তা আগামী কত দিন ধরে অব্যাহত থাকবে- এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। সাদ্দাম জমানার শেষ দিকে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামস ফেল্ডের ইরাক সফরের চেয়েও ডোনাল্ড লুয়ের বাংলাদেশ সফর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার পূর্বে ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

কূটনীতির হাল ফ্যাশনের ভয়ঙ্কর ফাঁদ এখন মূলত অর্থনীতিকে উপলক্ষ করে তৈরি করা হয় যা কিনা সত্তরের দশকে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো এবং আশির দশকে সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে টার্গেট করত। রাজনীতিতে যারা গলা ফাটান কিংবা বিদেশী প্রভুদের বদান্যতায় যারা বড় বড় পদে বসে দেশী স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রভুদের স্বার্থরক্ষা করেন তারা যে কূটনীতির দাবার কতটা গুরুত্বহীন ক্রীড়নক তা ডোনাল্ড লু'র বাংলাদেশে সফর এবং সফরকালীন সময়ে তার গুরুত্বপূর্ণ একান্ত বৈঠকগুলো বিশ্লেষণ করলেই অনুমান করা সম্ভব।

আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, মুজিববর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। যতটুকু আন্দাজ করতে পারি তাতে মনে হয়েছে যে, মোদির সফরটি চীন ও আমেরিকা যুগপৎভাবে বিরোধিতা করেছিল। ফলে বহু পক্ষের মদদে রাজপথ উত্তপ্ত হয়ে পড়ে মোদিবিরোধী আন্দোলনে যার সঙ্গে আওয়ামী লীগের সায় কতটুকু ছিল তা আমরা না বুঝলেও দিল্লি হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে। ফলে অনেকটা অনাহূত অতিথি হিসেবে মোদি যখন বাংলাদেশে এলেন তখন কূটনীতির জটিল কূটনামির কারণে অসংখ্য হতাহত হন যা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক জটিল করে তোলে।

ভারত কেন ২০১৪ সালের বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচনে একক মদদ দিয়েছিল এবং কেন ২০১৮ সালের রাতের ভোটের পুতুল খেলার শেষ দৃশ্যে ভারতকে হটিয়ে চীন মঞ্চ দখল করে নিয়েছিল তা জানলে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারবেন যে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর এক ফাঁদে আমাদের দেশের ১৭ কোটি মানুষ কিভাবে আটকা পড়ছে। কূটনীতির উপর্যুপরী ভয়ঙ্কর খেলার কবলে পড়ে আমরা যেভাবে গণতন্ত্র হারিয়েছি একইভাবে অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের পাশাপাশি সামাজিক সংহতি হারিয়ে একটি নিরাশ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছি। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশ ভাড়াটে হয়ে পড়েছে এবং অর্থনীতির চালিকাশক্তি চোর-ডাকাতদের হাতে চলে গেছে। আগেরকার জমানার মতো চোর-ডাকাতরা নিজেরা কষ্ট করে কুকর্মের ঝুঁকি নেয় না। তারা এখন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির বিনোদন বালকরূপে নির্বিচারে ও নির্বিবাদে লুটপাট করে এবং দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে স্বামীদের আশ্রয়ে পরদেশে আবাস গড়ে তোলে।

কূটনীতির হাল ফ্যাশনের ভয়ঙ্কর ফাঁদ এখন মূলত অর্থনীতিকে উপলক্ষ করে তৈরি করা হয় যা কিনা সত্তরের দশকে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো এবং আশির দশকে সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে টার্গেট করত। রাজনীতিতে যারা গলা ফাটান কিংবা বিদেশী প্রভুদের বদান্যতায় যারা বড় বড় পদে বসে দেশী স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রভুদের স্বার্থরক্ষা করেন তারা যে কূটনীতির দাবার কতটা গুরুত্বহীন ক্রীড়নক তা ডোনাল্ড লু'র বাংলাদেশে সফর এবং সফরকালীন সময়ে তার গুরুত্বপূর্ণ একান্ত বৈঠকগুলো বিশ্লেষণ করলেই অনুমান করা সম্ভব। বাংলার পুতুল নবাব মীর জাফরকে ইংরেজরা সিংহাসনে বসিয়েছিল মূলত জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ প্রমুখ ধড়িবাজ অর্থপাচারকারী এবং ব্যবসায়ীরূপী ডাকাতদের পদলেহনের জন্য। লর্ড ক্লাইভ যেভাবে জগৎ শেঠের হুন্ডি ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলা থেকে অবাধে টাকা পাচার করতে পেরেছিলেন তা কয়েক হাজার মীর জাফরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই আজ থেকে ২২০ বছর আগে বাংলার সিংহাসনকে কেন্দ্র করে পুতুল মার্কা শাসক এবং নেপথ্যের অর্থদানবদের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির সব নির্যাস শোষণ করার জন্য যে ভয়ঙ্কর কূটনীতি ব্রিটিশরা চালু করেছিল তা বর্তমান জমানায় কোন হালতে রয়েছে তা অনুধাবন করা খুব কঠিন কিছু নয়।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

হলদোয়ানির গফুর বস্তির দুঃখগাথা

॥ মাসুম মুরাদাবাদী ॥

সুপ্রিম কোর্ট উত্তরাখন্ড হাইকোর্টের সেই নির্দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, যেটিতে হলদোয়ানি শহরের গফুর বস্তির চার হাজার ঘরবাড়ি শক্তি প্রয়োগ করে ধ্বংস করার নির্দেশ শোনানো হয়েছিল। আক্রান্ত নারীদের আহ-াজারি ও দোয়ার মধ্যে আগত এই আদালতি রায়ে ওই ৫০ হাজার বস্তিবাসী স্বস্তি পায়, যারা কয়েক দিন ধরে জমিয়ে দেয়া ঠান্ডার মধ্যে রাস্তায় প্রতিবাদ করছিল। হলদোয়ানি প্রশাসনের পক্ষ থেকে লাগাতার এ ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল যে, গফুর বস্তির অধিবাসীদের এক সপ্তাহের ভেতর নিজেদের ঘরবাড়ি খালি করে দিতে হবে। নতুবা এখানে আদালতের নির্দেশে বুলডোজার চালানো হবে। প্রশাসন এ ঘোষণা দেয়ার আগে এখানকার বসবাসকারীদের জন্য পুনর্বাসনের না করেছে কোনো পরিকল্পনা, না তাদের আহাজারির প্রতি কোনো মনোযোগ দিয়েছে। তবে অসংখ্য পর্দানশীন প্রতিবাদী মহিলার দোয়া আরশে টোকা মারছিল। নারী ও শিশুদের চিৎকার ক্রমাগত শোনা যাচ্ছিল। এখানকার দৃশ্য ছিল শাহীনবাগের মতো। তবে প্রশাসনের হুমকি রীতিমতো গগনজুড়ে গর্জে উঠছিল। এক বিস্ময়কর কম্পন সৃষ্টি হচ্ছিল।

অবশেষে ন্যায়বিচারের জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দরজায় করাঘাত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ৫ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন, এই সমস্যাকে মানবতার ভিত্তিতে সমাধান করা উচিত। শুনানির পরবর্তী তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হয়েছে। আর তখনই জানা যাবে, উত্তরাখন্ড সরকার গফুর বস্তির অধিবাসীদের পুনর্বাসনের কী পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। এ মুহূর্তে, শিশু অধিকার-বিষয়ক জাতীয় কমিশন হলদোয়ানিতে বিক্ষোভের সময় শিশুদের অংশগ্রহণ করানোয় এ বলে আপত্তি জানিয়েছে যে, তীব্র শীতে বিক্ষোভের স্থানে তাদের কেন আনা হয়েছে? কিন্তু কমিশন এ বেদনাদায়ক দুঃখগাথায় একেবারে নীরব যে, এ তীব্র শীত মৌসুমে যদি ওই শিশুদের মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু উচ্ছেদ করে দেয়া হতো, তাহলে তারা কোথায় গিয়ে তীব্র শীতের হাত থেকে মাথা বাঁচাত?

হলদোয়ানি বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি দাখিলের উকিল প্রশান্ত ভূষণ বলেছিলেন, গফুর বস্তিতে উচ্ছেদ অভিযানে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এ অভিযান সাধারণ সম্পত্তি আইন অনুযায়ী বেআইনি। পক্ষান্তরে উত্তরাখন্ড সরকারের বক্তব্য ছিল, গফুর বস্তির অধিবাসীরা রেলওয়ের জমি অবৈধভাবে দখল করে আছে। শুনানির সময় বিচারপতি কৌল বলেন, এ মামলাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। আমরা সাত দিনের ভেতর জায়গা খালি করে দেয়ার নির্দেশ কীভাবে দিতে পারি? মানুষের ঘরবাড়ি উচ্ছেদের আগে তাদের পুনর্বাসনের কাজ করা উচিত। কিছু মানুষের কাছে ১৯৪৭ সালের সময়ের কাগজপত্রও আছে।

হলদোয়ানি রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত গফুর বস্তি, ঢোলক বস্তি ও ইন্দিরা নগরের অধিবাসীদের বক্তব্য- তাদের পরিবার দাদা-পরদাদার যুগ থেকে এখানে বসবাস করে আসছে। দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই জনবসতিতে তিনটি সরকারি স্কুল, ১১টি অনুমোদিত স্কুল, ১০টি মসজিদ, ১২টি মাদরাসা, একটি সরকারি হাসপাতাল ও একটি মন্দির রয়েছে। এখানকার ৯৫ শতাংশ অধিবাসী মুসলমান। মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এই বস্তি অবৈধ হয়, তাহলে এখানে সরকারি স্কুল কীভাবে তৈরি হলো? এখানকার গভর্নমেন্ট গার্লস ইন্টার কলেজ ১৯৫২ সালে জুনিয়র হাইস্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে বর্তমানে এক হাজার ছাত্রী রয়েছে। প্রশাসন ওইসব ছাত্রীর ভবিষ্যতেরও কোনো চিন্তাভাবনা করেনি। স্কুলের ওপরও বুলডোজার চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। এভাবে ইন্দিরা নগরের গভর্নমেন্ট ইন্টার কলেজের সাথেও একই আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেখানে দুই হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

আসলে হলদোয়ানি প্রশাসন গফুর বস্তি ও তার আশপাশের জনবসতিকে এ জন্য তৎক্ষণাৎ গুঁড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে আজকাল বুলডোজারেরই রাজত্ব চলছে। ওই বুলডোজারের কৌশল কিছুটা এমন ধরনের যে, এটি এক বিশেষ সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের দেখে নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরই মধ্যে মধ্যপ্রদেশ থেকে এ সংবাদ এলো, ওখানে রাজধানী ভুপালের উত্তরাঞ্চলের আরিফনগর নওয়াব কলোনিতে রেললাইনের সন্নিকটে বসবাসরত ২৫ হাজার মুসলমানের ঘরবাড়ি রেল কর্তৃপক্ষ কোনো নোটিশ ছাড়াই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বক্তব্য, তারা এখানে গত ২০-২৫ বছর ধরে বসবাস করছেন। কিন্তু এ অভিযানের আগে তারা রেলওয়ের পক্ষ থেকে কোনো নোটিশ পাননি।

এর আগে মধ্যপ্রদেশ থেকেই এ সংবাদ এসেছিল, সেখানে ২০২৮ সালের কুম্ভমেলাকে সামনে রেখে উজাইনের গুলমেহের কলোনির মুসলমানদের অনতিবিলম্বে নিজেদের ঘরবাড়ি খালি করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র উকিল এহতেশাম হাশেমি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য উজাইন সফর করার পর সেখানকার মুসলিম কলোনির অধিবাসীদের জমির কাগজপত্র দেখেন। মুসলমানরা সেখানে প্রায় ৮০ বছর ধরে বসবাস করছে। এতদসত্ত্বেও প্রশাসন তাদের হয়রানি করছে ও তাদের ঘরবাড়ি খালি করে দিতে বলা হয়েছে। হাশেমির বক্তব্য, উজাইনকে মুসলিমমুক্ত অঞ্চল বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ অজুহাত দাঁড় করানো হয়েছে, মহাকুম্ভের জন্য মুসলিম কলোনির জায়গায় পার্কিং বানানো হবে। অথচ এর কাছেই পার্কিংয়ের জন্য যথেষ্ট খালি জায়গা পড়ে আছে।

৫ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট যখন হলদোয়ানি মামলায় হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেন, তখন গফুর বস্তিতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। যে ৫০ হাজার অধিবাসীর মাথার ওপর বুলডোজারের ফলা ঝুলছিল, তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। তাদের বেশির ভাগ মানুষই এক সপ্তাহ ধরে সর্বাত্মক বিক্ষোভ করছিল। তারা বুঝে উঠতে পারছিল না যে, কনকনে ঠাণ্ডায় তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে কোথায় যাবে? তাদের সারা জীবনের আসবাবপত্র ও ঠিকানার কী হবে? সুপ্রিম কোর্ট ঠিকই বলেছেন, '৫০ হাজার মানুষকে সাত দিনের নোটিশে উচ্ছেদ করা যায় না। তাদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু করা উচিত।' দুঃখের বিষয় হচ্ছে- এ সময় দেশে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যেখানেই প্রশাসন ও পুলিশের মোকাবেলায় মুসলমান সংশ্লিষ্ট কোনো ইস্যু চলে আসে, সেখানে সর্বপ্রথমে মানবিক দিকটি উপেক্ষা করা হয়। বাহ্যত এ আক্রমণ ওই ফ্যাসিবাদী প্রোপাগান্ডার ফল, যেখানে মুসলমানদের 'ভুল করে স্থান পাওয়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরায় তাদের অস্তিত্বকে বোঝা মনে করা হয়। ফলে তাদের মুছে ফেলার চূড়ান্ত চেষ্টা চলছে হলদোয়ানির গফুর বস্তি সম্পর্কিত উত্তরাখন্ড হাইকোর্টের রায়েও যার ইঙ্গিত অনুভব করা যায়।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে- যারা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট থেকে হলদোয়ানি মামলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করানোর কৃতিত্ব অর্জনের দৌড়ে যুক্ত হয়েছেন, এক মাস পর যখন এ মামলার দ্বিতীয়বার শুনানি হবে, তখন তারা গফুর বস্তির অধিবাসীদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে কিংবা স্থায়ী নিরসনের জন্য কী পদক্ষেপ নেবে? সাধারণত নেতা ও মুসলমান প্রতিনিধিদের ভাবসাব ফায়ার ব্রিগেডের মতো হয়ে থাকে। তারা কোনো সমস্যা সমাধানের কৃতিত্ব নেয়ার জন্য তো তৎক্ষণাৎ সামনে চলে আসে। কিন্তু ওই সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ন্যায়বিচার ও সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ বের করে না। এখন এ বিষয়টিই আবশ্যক যে, গফুর বস্তির অধিবাসীদের মামলাটিতে দৃঢ়ভাবে লড়াই করা হোক। তাদের কাছে নিজেদের দাবির সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হচ্ছে, বিতর্কিত জমির পরিধি মাত্র ২৯ একর। অথচ উচ্ছেদ অভিযানের জন্য সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে ৭৮ একরের। ভাবনার বিষয় হচ্ছে, যখন থেকে রেলওয়েকে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে, তখন থেকেই তারা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করছে যাতে চড়া দাম পেতে পারে। গফুর বস্তি নিয়ে বিতর্ক এরই ফল নয় তো!

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ
ভাষান্তর: ইমতিয়াজ বিন মাহতাব
লেখক : ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

রজব থেকেই রমজানের প্রস্তুতি

সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

পবিত্র কুরআনের বয়ান, 'নিশ্চয়ই মাসগুলোর সংখ্যা আল্লাহর কাছে বারো মাস; আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যখন থেকে তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা তাওবা; ৩৬)। সে বারো মাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন মাসে দান করে বিশেষ কিছু মাসের মর্যাদাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন। যেমন-আশুরার জন্য মহররম, ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.)-এর জন্য রবিউল আউয়াল মাস দামি হয়েছে। হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবি (সা.) বলেছেন, ১২ মাসে বছর, তার মধ্যে চার মাস সম্মানিত।

তিন মাস ধারাবাহিক জিলকদ, জিলহজ, মহররম আর চতুর্থ মাসটি হলো রজব। সম্মানিত মাসগুলোর মধ্যে অন্যতম মাহে রজব। হাদিস শরিফের ভাষায় এটা মহান আল্লাহর মাস। ইসলামপূর্ব সময়ও এ মাসটি অত্যন্ত মর্যাদামন্ডিত ছিল। এ মাসের সম্মানার্থে জাহিলিয়াতে আচ্ছন্ন আরবরাও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখত। মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামি শরিয়তে এ মহিমান্বিত মাসকে আল্লাহর রহমতের মাস হিসাবে গণ্য করে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ঘোষণা করা হয়।

হুজুর আকরাম (সা.) রজব মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা করেছেন, এ মাসের প্রথম রজনি বছরের পাঁচটি অতি উত্তম রাতের অন্যতম। এ রাতের নফল নামাজ ও ইবাদত বান্দেগি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। মাসের প্রথম শুক্রবার তথা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতকে 'লাইলাতুর রাগাইব' বলা হয়। এ রাতের ইবাদত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রজব মাসের নফল ইবাদতে অন্য মাসের চেয়ে অধিক সওয়াব লাভ করা যায়।

সিরাতে মোস্তফা (সা.) গবেষণায় জানা যায়, যখন রজব মাস শুরু হতো, তখন রাসূল (সা.) দুই হাত তুলে এ দোয়া পাঠ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে পড়তে বলতেন, 'আল্লাহুমা বারিক লানা ফি রজাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগনা রমাদ্বান।' এ মাসে বিশেষ কিছু নফল আমল রয়েছে, যা অনুশীলন করলে বান্দা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করে; মহান আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সম্মানিত রজব মাস আমাদের রমজানের ইবাদতের জন্য প্রস্তুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যে মিরাজ প্রিয়নবি (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট দলিল। এ ছাড়া রজব মাসের প্রথম তারিখ হজরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ কিশতিতে আরোহণের নির্দেশ দেন। এ মাসের ১৫ তারিখ হজরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহ কুদরতি বাক্যবিনিময়ের মাধ্যমে ওনাকে ধন্য করেন এবং হজরত ইদ্রিছ (আ.)-কে বেহেশতে উঠিয়ে নেন। রজব মাসের পর শাবান, এর পরই হলো মহিমান্বিত রমজান। রজব মাস থেকে রমজানের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ মাস থেকেই রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। পরম সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এ মাসে আমলের নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হতো।

তাই একজন মুমিন, রমজান আসার আগে রজব মাস থেকেই নিজকে রমজানের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করে তোলে। এ পবিত্র মাসে আল্লাহ মাহবুব নবি (সা.)-এর অনন্য মুজিজা মিরাজ শরিফ অনুষ্ঠিত হয়। 'লাইলাতুল মিরাজ' রজব মাসের ২৬ তারিখ দিনগত রজনিকে বলা হয়।

যে মিরাজ প্রিয়নবি (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট দলিল। এ ছাড়া রজব মাসের প্রথম তারিখ হজরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ কিশতিতে আরোহণের নির্দেশ দেন। এ মাসের ১৫ তারিখ হজরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহ কুদরতি বাক্যবিনিময়ের মাধ্যমে ওনাকে ধন্য করেন এবং হজরত ইদ্রিছ (আ.)-কে বেহেশতে উঠিয়ে নেন।

রজব মাসের পর শাবান, এর পরই হলো মহিমান্বিত রমজান। রজব মাস থেকে রমজানের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ মাস থেকেই রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। পরম সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এ মাসে আমলের নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হতো।

নফল নামাজ, নফল রোজা, দান-সদকাসহ উত্তম-আমলের মাধ্যমে অন্য এক আবহ বিরাজ করত। কানে বাজত আকাঙ্ক্ষিত রমজানের আগমন ধ্বনি। আমলে-আমলে চলত রমজানকে বরণের প্রাক-প্রস্তুতি। অতএব, বলা যায়-মাহে রজব হলো মুমিনের দ্বারে রমজানের আগমনী বার্তা। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সম্মানিত রজব মাসের তাৎপর্য জেনে এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমিন)।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

দেশের বিভিন্ন এলাকায় আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে

কম্বলসহ বিভিন্ন ও শীত উপকরণ বিতরণ

















নিউইয়র্ক: চট্টগ্রামের দ্বীপ উপজেলা সন্দ্বীপের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পাড়ের সারিকাইত ইউনিয়নের দরিদ্র জেলেদের মাঝে কম্বল ও শীতের টুপি বিতরণ করেছে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর ফাউন্ডেশন। 'মানুষ মানুষের জন্য, দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য' শ্লোগান নিয়ে সারিকাইত হাজী মতিউর রহমান জামে মসজিদ মাঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে জেলে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে শীতের ওইসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সেসময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড মেম্বার মিজানুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, সমাজ কর্মী মিরাজুর মাওলা রিজভী, সাংবাদিক সাজিদ মোহনসহ অনেকে।

এর আগে সম্প্রতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সমাবেশ, প্রীতিভোজ ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। স্থানীয় কবি আবদুল হাকিম অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে এ উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু হেলাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও বীর মুক্তিযোদ্ধা বেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ মঈনউদ্দিন। বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাঈন উদ্দীন মিশন, পৌরসভা মেয়র মোক্তাদের মাওলা সেলিম, সন্দ্বীপ থানা অফিসার ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজহারুল ইসলাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আলাউদ্দীন বেদন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সন্দ্বীপের কৃতি সন্তান আবু জাফর মাহমুদ ও তার প্রতিষ্ঠানের সেবামূলক কাজের প্রশংসা করে বলেন, তিনি তরুণ বয়স থেকেই দেশ ও মানুষের সেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন। তিনি একদিকে যেমন মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, একইভাবে বহু মানুষের জীবন জীবিকাসহ নানামুখি কল্যাণের জন্য সবসময় মানবতার হাত প্রসারিত রেখেছেন। সুদূর প্রবাসে থেকেও তার এই সদা জাগ্রত উদ্যোগ আমাদেরকে আশান্বিত করে।

রাজশাহীর তানোরে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে কম্বল ও শীতের টুপি বিতরণ

এদিকে 'মানুষ মানুষের জন্য, দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য' একই শ্লোগানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজশাহীর তানোরে ভবানীপুর দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় ৫০০ দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে কম্বল ও শীতের টুপি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তানোরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পঙ্কজ চন্দ্র দেবনাথ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সহযোগী অধ্যাপক মো. আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ড. আহাম্মদ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম, মাদ্রাসা সভাপতি আনিসুর রহমান মন্ডল প্রমুখ। এছাড়াও এলাকার দরিদ্র কৃষিজীবী জনগোষ্ঠির মাঝে বিতরণ করা হয়েছে শীতের টুপি।

ছাতকের হাওরে দুর্গত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

অপরদিকে গত বছর বন্যাকবলিত সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকের দুর্গম হাওড়ের ২২০০ পরিবারের মাঝে নিয়মিত খাদ্য ও ত্রাণ সহায়তা প্রদানের ধারাবাহিকতায় এবার সেসব এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে শীতের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ছাতকের মৈয়াতুলী গ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কম্বল বিতরণ করা হয়। স্থানীয়ভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কবির মিয়া।

উল্লেখ্য, উত্তর আমেরিকায় হোম কেয়ার সেবার অগ্রদূত বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর সত্ত্বাধিকারী, বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ১ নং সেক্টরের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ান কমান্ডার আবু জাফর মাহমুদ ওই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জন্মদিন উপলক্ষে

শিউল মনজুরের

একগুচ্ছ কবিতা

শিউল মনজুর কবিতা লিখেন, গল্প লিখেন। ছড়া এবং প্রবন্ধও লিখেন। তবে তাঁকে কবি বলেই সম্বোধন করা হয়। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে ১০টি কবিতার বই। বইগুলো হচ্ছে, ১) তিনফর্মা দীর্ঘশ্বাস ২) আমার প্রার্থনা ৩) দূরের চিত্র কাছের চিত্র ৪) সুরমাগাঙের বাসন্তীনাও ৫) শোনো বীথি কানে কানে ৬) শাদাপাতা শাদাচোখ ৭) পাতা শিশিরের অভিধান ৮) সবুজ পাতার জংশনে ৯) পাখিতীর্থের আন্তঃনগর ১০) মমতার পৃথিবী ও জোনাকীরা। গল্প বই রয়েছে দুটি, একটির নাম তোমার জন্যে মাধবী এবং অন্যটির নাম কবি ও প্রেমিকা। বাজারে ছড়ার বইও আছে দুটি। একটির নাম খেলাধুলা হইচই বেশি করে পড়ো বই এবং আরেকটির নাম ফুলবালিকার রঙিনছাতা। শিউল মনজুর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে প্রথমে সাংবাদিকতা এবং পরে অধ্যাপনা পেশায় যুক্ত হন। কৈশোর থেকে লেখালেখি শুরু করলেও আশি দশকের শেষদিকে এসে ঢাকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিকসহ সকল কাগজে লেখালেখি শুরু করেন। বর্তমানে আমেরিকার মেরিল্যান্ডে বসবাস করছেন এবং দেশে বিদেশের বিভিন্ন প্রিন্টমিডিয়া ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় কবিতা গল্পসহ সাহিত্যের নানা বিষয় লেখা উপহার দিয়ে বিপুল সংখ্যক পাঠককে মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে রেখেছেন। তাঁর কবিতার ভেতরে প্রগতি চেতনার গান, দেশের প্রতি মমত্ববোধ, মানবিকতা কিংবা প্রচন্ড জীবনবোধের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পের ভেতরেও অগ্রসর পাঠকেরা খুঁজেপান মুক্তিযুদ্ধের রঙ, সমকালীন জীবনবোধ ও হৃদয় অনুভূতির অভিজ্ঞান। এই মেলাতেও দুটি নতুন বই আসতে পারে। এছাড়া শিউল মনজুর তরুণ বয়সে সম্পাদনা করতেন, তৃণলতা ও তুমি নামের দুটি সাহিত্যের কাগজ। শিউল মনজুরের জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি।]

শিউল মনজুর।। জন্ম : পহেলা ফেব্রুয়ারি

এক. উপমাদের পাতাগৃহ

উপমাদের পাতাগৃহ বিধ্বস্ত হলে
কার কী আসে যায়
মল্লিকাদের বাগানেও
লালপিঁপিলিকারা দলবেধে ছুটে যায়

যেমন, লুটপাটের লাটিম ঘুরাতে ঘুরাতে
কেউ কেউ চাঁদের গ্রহে যায়
কেউ কেউ হাড়িপাতিল নিয়ে যায়
বেগমপাড়ায়

আর দূরে, ওই দূরে
পাখিশিল্পের নিরবতা
পড়ে থাকে পাথর নির্জনতায়...

দুই. বেদনামিশ্রিত জলপ্রবাহগুলো

দেয়ালের ইটগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে
ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে
পাললিক মানচিত্রের নিঃশব্দ ক্রোধ
বেদনামিশ্রিত জলপ্রবাহগুলো
লজ্জাবতী সন্ধ্যাকে অতিক্রম করে
মাটিরঙের শাড়ি পড়ছে...

অবশ্য কেউ কেউ ট্রাম্পের মতো ভীষণ ব্যস্ত
চশমার কাচ বদলাতে বদলাতে
দারুণ দক্ষতায় মিথ্যাচারের গল্প নির্মাণ করছে

তিন. এইমাত্র গুলির শব্দ হলো

গুলির শব্দ সাবওয়েতে, গুলির শব্দ শপিংমলে
গুলির শব্দ বাসে ট্রামে, গুলির শব্দ টার্মিনালে
গুলির শব্দ ইশকুলে, পার্টিতে, ক্লাবে
গুলির শব্দ আজ সবখানে সবখানে
তবে কী কোভিড পেরিয়ে সময় হেঁটে যাচ্ছে
আবারো কোনো দুঃসময়ের নতুন গল্প নির্মাণে ...

কথাদিয়ে অনুরাধা আজও আসেনি পার্কে,
জীবন শঙ্কায় একটি ঘাস ফড়িংও ডানামেলেনি দুপুরে,
ঘাসের সবুজ জমিনে।
স্প্যানিস মেয়েগুলো গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ নিয়ে
ট্রাফিক সিগন্যালে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে
এবং এই বিষণ্ন সন্ধ্যায় গাড়ির চাকা ঘুরছে তীব্রবেগে
ওয়াশিংটনের শহরে, কলম্বাসের দেশে -
আজও গুলির শব্দ হলো পেনসিলভ্যানিয়ায়, মেরীল্যান্ডে!

গুলি, রক্ত, প্রাণহীন দেহ, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশের হইচই, হাসপাতাল -
এসব দেখতে দেখতে মনে হলো গুল্টার গ্রাসের কথা,
লিংকনের কথা, হোয়াইট হাউসের কথা -
তবে কী ডেমোক্রেট কোথাও ভুল করছে ভুল করছে ...
নাকী রিপাবলিকানরা ঘোলাজলে মাছশিকারের টোপ ফেলছে...

এইমাত্র গুলির শব্দ হলো, দূরে ও কাছে
নিউ ইয়র্ক হার্বার থেকে ন্যাশনাল হার্বারে
বহুদিনের পুরনো ঝংধরা সন্ত্রাসে;
গোটাশহর আটকে আছে ট্রাফিক জ্যামে!



চার. শীত ও গণতন্ত্রের উপহার

শীত কী পাহাড়ের চূড়ায় বাস করে -
নাকী বীচ বাইকে চুল উড়িয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় -
এই প্রশ্নের উত্তরে মৌমিতাকে বলেছিলাম-
জানি না, জানি না

গত পরশু মিসিসিপি এভিনিউতে যখন একদল তরুণ
মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে আমার ভ্রমণ বিলাসী জীবনের
একমাত্র গাড়ি ও মোবাইল ছিনিয়ে উধাও হয়ে গ্যালো চোখের পলকে
তখন পথে পথে ঘুরে ঘুরে অনুভব করেছিলামু
যুদ্ধবাজ দেশে শীতের মহড়া কী যে ভয়ানক!

আজ আমি মৌমিতাকে খুব সহজেই বলতে পারি -
শীত পাহাড়ের চূড়ায় থাকে না, থাকে ওয়াশিংটন ডিসির পথে পথে
এবং বিচ বাইকে নয়, সে ঘুরে বেড়ায়
তরুণদের হাতে হাতে রিভলবারের গোপন বুলেটে

এ যে গণতন্ত্রের দেশে গণতন্ত্রের ধারুণ উপহার!

পাঁচ. পলাতক জোনাকি ও গণতন্ত্রের চাবি

ফসলী জমিনকে পেছনে ফেলে
পলাতক জোনাকিরাও ছাড়ছে ঘর-

এতো এতো মজবুত দেয়াল
নতুন নতুন চুনকাম ও ডেকোরেশন
তবু ভেতরে ভেতরে
এতো এতো ভাঙন ও ভাঙচুর
গ্লাসের মতো ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে সবকিছু সবকিছু

দেখছি, সময় গড়িয়ে যাচ্ছে
সুর পাল্টিয়ে পুরনো ছন্দেই ঢেউ তুলছে
এবং পাতালেও মাতাল মাটি খুড়ছে
ব্যাংকে, সিন্দুকে, বন্দুকে
গণতন্ত্রের পুরনো চাবির রিং
নানারঙে ঝুলছে...

ছয়. সবার হাতে গাড়ির চাবি দিতে নেই

চাবি না ঘুরাতে ঘুরাতে
মেয়াদ উত্তীর্ণ তালায় জং ধরে গেছে
সদর দরোজা, না খুলতে খুলতে
ঘর বাড়ির ভেতরে জন্ম নিয়েছে
বাঘ
ভাল্লুক
কেউটে সাপ

বাগানের সৌন্দর্য সবাই বুঝে না
কারো কারো হাতে বাগানের নান্দনিকতা বেড়ে যায়
কারো কারো হাতে আবার বিষণ্ন বৃষ্টির মতো
বাগানের তরুলতা ও পাঁপড়িরা ঝরে যায়

সবার হাতে গাড়ির চাবি দিতে নেউ...

জাহাজের কাপ্তান অনেকেই হয়
সব কাপ্তান জাহাজ নিয়ে
গন্তব্যের শেষ বন্দরে পৌঁছুতে পারে না...

সাত. ও বুবু, তুমি সব রঙেই কবুল

রঙ বদলাচ্ছে খেয়াল
রঙ বদলাচ্ছে মুখ
রঙ বদলাচ্ছে চোখ
রঙ বদলাচ্ছে ফুল
রঙ বদলাচ্ছে নদী
রঙ বদলাচ্ছে বাড়ি
রঙ বদলাচ্ছে হাড়ি
রঙ বদলাচ্ছে চাবি

রঙ বদলাচ্ছে দেয়াল
রঙ বদলাচ্ছে সুখ
রঙ বদলাচ্ছে নোখ
রঙ বদলাচ্ছে চুল
রঙ বদলাচ্ছে দধি
রঙ বদলাচ্ছে শাড়ি
রঙ বদলাচ্ছে গাড়ি
রঙ বদলাচ্ছে নাভি

ও বুবু, নমস্য, তুমি সব রঙেই কবুল...

আট. নবনীতা, ভুলে যেও না

নবনীতা, হারিয়ে যেও না
তোমাকে ভালোবাসে আলো জ্বেলে
পথ দেখিয়েছে জোনাকিরা
– সেন্টমার্টিন থেকে কাঞ্চনজঙ্গা

পলাশ-শিমুলের গল্পগুলো পাঠ করেই তো এতদূর এসেছো
এসেছো ইতিহাসের আঁকাবাঁকা পথে হেঁটে হেঁটে
কত যে, বৈশাখি ঝড়ের স্মৃতি নিয়ে
তোমারই প্রেসনোটের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে আছে
নূর হোসেনের আর্তচিৎকার
মিলনের রক্তমাখা শার্টের সারমেয় সমাচার

নবনীতা, কেমন আছো–
সুই-সুতোর সাজানো সংসারের আয়োজনে বুঝি
গুকোমায় আক্রান্ত, ঝাপসা হয়ে এসেছে
রাজপথের আয়না ও বেদনা, সংবিধানের কালো অক্ষরদানা
আজকাল তোমার পোস্ট বক্সের লাল বাক্সেই তো
প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্ছে
জলে ভেজা লক্ষ-কোটি হলুদখামের বান্ডিল;
জলে ভেজা লক্ষ-কোটি শব্দের ব্যঞ্জনা,
– তুমি হয়তো জানো অথবা জানো না
কি হতে পারে চড়ুই, শালিক কিংবা গোলাপের প্রার্থনা...

নবনীতা, ভুলে যেও না
একদিন আলো জ্বেলে
তোমাকে ভালোবেসেছিল জোনাকিরা
– সেন্টমার্টিন থেকে কাঞ্চনজঙ্গা

নয়. নবনী

সব ভুলে গেছো, সব ভুলে গেছো নবনী
দশকের গল্পগুলোতে এখনো জং ধরেনি
ইতিহাসের চোখগুলো এখনো অন্ধ হয়ে যায় নি
হারিকেনের মৃদু আলোয় জেগে আছে
স্বপ্নের মিছিল, প্লেকার্ডের ভাষালিপি
সেই সব বিষণ্নতার পদাবলী

আমাদের বাড়ির মেয়াদ উত্তীর্ণ একমাত্র চাবিটি
তোমার কামনা বাসনার আঁচলে বেধে রেখেছো
অথচ দেখো,
প্রিয় নদীগুলো হারিয়েছে তাদের প্রাণের নাব্যতা
অথচ দেখো,
প্রিয় ঝর্ণাগুলো হারিয়েছে তাদের কিশোরী আবেগ উচ্ছ্বলতা
এবং ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে
তোমার ঠোঁটের রঙ বদলের গোপন গল্প
এবং ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে
তোমার ধারালো দাঁতের গোপন কারুকাজ

তুমি কী তাহলে ভুলে গেছো
"বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়"
তুমি কী তাহলে ভুলে গেছো
বন্দুকের নলে ভিজে যাওয়া
... বুক পকেটের লাল গোলাপ

সব ভুলে গেছো সব ভুলে গেছো নবনী
মায়ের হারানো পাখিগুলো এখনো ফিরে আসেনি...



বিএনপির পদযাত্রায় মির্জা ফখরুল

পদত্যাগ করুন, না হলে পালানোর পথ পাবেন না

ঢাকা ডেস্ক: সময় নষ্ট না করে সরকারকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ক্ষমতা না ছাড়লে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে চলে যেতে হবে মন্তব্য করে তিনি হুঁশিয়ারি করে বলেছেন, সেই পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীনরা পালানোর পথ পাবে না।

শনিবার (২৮ জানুয়ারী) রাজধানীতে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে পদযাত্রা শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। দুপুর আড়াইটায় রাজধানীর শাহজাদপুরের সুবাস্তু টাওয়ারের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। মধ্য বাড্ডা, মেরুল বাড্ডা, রামপুরা, চৌধুরী পাড়া অতিক্রম করে বিকাল ৪টায় মালিবাগ আবুল হোটেলের সামনে গিয়ে শেষ হয়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সরকারের পদত্যাগসহ ১০ দফা দাবিতে বিএনপি ঢাকায় চার দিনের এই কর্মসূচি ঘোষণা করে। এটি পদযাত্রার প্রথম কর্মসূচি। আগামীকাল সোমবার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি উদ্যোগে যাত্রাবাড়ী থেকে শ্যামপুর পর্যন্ত এবং ১ ফেব্রুয়ারি মুগদা থেকে মালিবাগ পর্যন্ত পদযাত্রা করবে। এছাড়াও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে ৩১ জানুয়ারি গাবতলী টার্মিনাল থেকে শুরু করে মিরপুর-১নং হয়ে মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বর পর্যন্ত পদযাত্রা করবে। প্রতিটি পদযাত্রা দুপুর ২টায় শুরু হবে। এদিন পদযাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নিতে দুপুর ১২টার আগে থেকেই ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজারও নেতাকর্মী বাড্ডা এলাকায় জড়ো হন। সোয়া ২টায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগেই সেখানে নেতাকর্মীদের ঢল নামে। তাদের হাতে ছিল সরকার পদত্যাগ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির লেখা সংবলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড এবং জাতীয় ও দলীয় পতাকা। তবে এ কর্মসূচিকে 'নীরব' পদযাত্রা বলা হলেও তা নীরব ছিল না। পদযাত্রায় নেতাকর্মীরা নানা স্লোগান দেন। অনেককে মোটরসাইকেল নিয়েও পদযাত্রায় অংশ নিতে দেখা যায়।

এদিকে ঢাকার ব্যস্ততম এই সড়কের পদযাত্রা শুরুর আগ পর্যন্ত যানবাহন চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। তবে কর্মসূচি শুরুর পর তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। অনেক যাত্রী হেঁটে গন্তব্যে যান। এই কর্মসূচি উপলক্ষে বাড্ডা-মালিবাগ সড়কে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পদযাত্রার উদ্বোধন করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'পদযাত্রা দিয়ে নতুন আন্দোলন শুরু করলাম। ঢাকা শহরে নীরব যাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই ভয়াবহ দানব সরকারকে সরে যেতে বাধ্য করব। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা এই সরকারের পতন ঘটাব'। বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'এই পদযাত্রার মধ্য দিয়ে সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই আর কাল বিলম্ব নয়, পদত্যাগ করুন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিন এবং নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে তার ভোটের অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা দিন। অন্যথায় আপনাদের অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে চলে যেতে হবে, পালানোর সুযোগ পাবেন না।' নিত্যপ্রয়োজনীয় সব পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'চালের দাম বেড়ে গেছে, ডালের দাম বেড়েছে, ডিমের, তেলের, লবণের দাম বেড়ে গেছে। আমার খেটে খাওয়া রিকশা শ্রমিক ভাইয়েরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছেন না। আজকে কথা বলতে গেলেই গ্রেফতার। প্রতিবাদ করতে গেলেই মামলা। মিথ্যা মামলা, গায়েবি মামলা দিয়ে সব বিরোধী দলকে আটক করে রাখা হচ্ছে। আজকে সমগ্র বাংলাদেশকে এরা একটা কারাগারে পরিণত করেছে। এটা আমরা মেনে নেব?'

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'এ সরকার ক্ষমতায় থাকলে কোনোদিন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। এ কারণে আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, এই সংসদকে বিলুপ্ত করতে হবে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে একটি নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জনগণ ভোট দিয়ে তার সরকার নির্বাচন করবে। সেই সরকার দেশ পরিচালনা করবে'। মির্জা ফখরুল আরও বলেন, আজকে ভোটের অধিকার নেই। এই অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। কথা বলার অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি বলেন, 'দেশনেত্রী খালেদা জিয়া যিনি সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন, তাকে মুক্ত করার জন্য, তারেক রহমান-যিনি মিথ্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে সুদূরে নির্বাসিত হয়ে আছেন, তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের ৩৫ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা মামলা, তা প্রত্যাহার করতে হবে। দেশের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেন, 'দেশের জনগণ এখন এই সরকারের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। বিএনপির দশ বিভাগীয় সমাবেশে তাদের উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে। এবার সরকারকে বিদায় নিতে হবে, সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে হবে। এজন্য রাজপথে নেমেছি, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকব'। পদযাত্রাপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমান ও সদস্যসচিব আমিনুল হক। পরে বিএনপি মহাসচিব নেতাকর্মীদের নিয়ে পদযাত্রা শুরু করেন। এতে আরও অংশ নেন কেন্দ্রীয় নেতা মীর সরাফত আলী সপু, নাজিম উদ্দিন আলম, মহানগরের তাবিথ আউয়াল, মুন্সি বজলুল বাসিত আনজু, মীর নেওয়াজ আলী, বাবুল আহমেদ, আবদুল আলিম নকি, এজিএম শামসুল হক, যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুল আলম নিরব, যুবদলের বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোনায়েম মুন্না, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এসএস জিলানি, সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ প্রমুখ।

সরকারকে বিদায় নিতেই হবে : শনিবার বিকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক আলোচনা সভায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারকে উদ্দেশ করে বলেন, অনেক হয়েছে এবার বিদায় হও। বিদায় নিতেই হবে। জনগণের রক্ত শোষণ করে খেয়েছ, এবার বিদায় হও। ১২ দলীয় জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট আয়োজিত 'বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার' শীর্ষক এই সভা হয়। 'পদযাত্রা নয়, বিএনপির মরণযাত্রা শুরু হয়েছে'-আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, অদ্ভুত! এ ধরনের কথাবার্তা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এগুলো জনগণের সঙ্গে তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। সভায় আরও বক্তব্য দেন, জোটের সমন্বয়ক ও এনপিপি চেয়ারম্যান ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) খন্দকার লুৎফর রহমান, ডেমোক্র্যাটিক লীগের সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, বিকল্পধারা বাংলাদেশের অধ্যাপক ড. নূরুল আমিন বেপারী, ন্যাপ ভাসানীর অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম, গণদলের গোলাম মাওলা, বাংলাদেশ ন্যাপের এমএন শাওন সাদেকী, বাংলাদেশ মাইনরিটি পার্টির সুকৃতি মন্ডল, এনপিপির মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা প্রমুখ।



চিত্রে কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরিস'র কমিউনিটি ইনোগ্রেশন পার্টি












*এক নারী থেকেই নেন ৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা! * পূর্বাচলে আড়াই কাঠা জমি, নগদ অর্থ ছাড়াও রয়েছে স্বর্ণালঙ্কার * ধর্ষণ, অর্থ আত্মসাৎ, হত্যাচেষ্টা, নির্যাতনসহ অসংখ্য অভিযোগ*

এক পুলিশ কর্মকর্তার এত অপরাধ!

চাকরির শুরুতেই ৫ কোটি টাকার মালিক এএসপি সোহেল

ঢাকা ডেস্ক: পাচ বছরের চাকরি জীবনের প্রথম ৩ বছরেরও কম সময়ে সাড়ে পাচ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ গড়েছেন। এরমধ্যে সাড়ে তিন কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগও করেছেন। বাকি দেড় কোটির বেশি টাকা রয়েছে নগদ ও ব্যাংক হিসাবে।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নিয়েছেন আড়াই কাঠা জমি। এই বিপুল সম্পদের মালিক কুড়িগ্রামের রৌমারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো. সোহেল উদ্দিন। এর বাইরেও তার রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অলঙ্কারাদি। এই সম্পদ গড়তে অর্থ আত্মসাৎসহ পদে পদে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এখানেই থেমে থাকেননি। আগের বিয়ে গোপন করে করেছেন দ্বিতীয় বিয়ে। আবার দ্বিতীয় বিয়ে গোপন রেখে জড়িয়েছেন একাধিক অবৈধ সম্পর্কে।

তাদের থেকেও হাতিয়ে নিয়েছেন মোটা অঙ্কের টাকা। পুলিশ সদর দপ্তরে এএসপি সোহেলের বিরুদ্ধে দেওয়া এক নারী বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তার অভিযোগের সূত্র ধরে যুগান্তরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে এসব তথ্য।

তবে তার প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ আরও বেশি হবে বলে ধারণা তার এক সময়ের ঘনিষ্ঠজনদের। জানা যায়, ২০১৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ২২ হাজার টাকা স্কেলে চাকরিতে যোগদান করেন সোহেল (বিপি নং-৮৭১৮২২০৫৭৮)। সব ঠিক থাকলে বিসিএস পুলিশের ৩৬ ব্যাচের এই কর্মকর্তার আরও ২৩ বছর চাকরিতে থাকার কথা। অথচ পাচ বছরে অপরাধ-অনিয়মের অভিযোগের পাহাড় জমেছে তার বিরুদ্ধে। নবম গ্রেডে ২৮ হাজার ১০০ টাকা স্কেলে বর্তমানে তিনি সাকুল্যে ৪৫ হাজার টাকার মতো বেতন পান।

সবমিলিয়ে চাকরির পুরো সময়ে বেতন বাবদ তিনি ২৭ লাখের মতো আয় করেছেন। তার মৃত পিতা মো. হাবিবউল্যা পাটোয়ারীরও উল্লেখযোগ্য সম্পদ ছিল না। সোহেলের গ্রামের বাড়ি চাদপুরের ফরিদগঞ্জের মনতলায় গিয়ে দেখা গেছে, তাদের পৈতৃক ভিটায় আধাপাকা জীর্ণশীর্ণ একটি পুরোনো ঘর রয়েছে।

তাহলে চাকরির প্রথম ৩ বছরেই কীভাবে এত সম্পদ গড়লেন-এ নিয়ে পরিচিতজনদের মধ্যেও রয়েছে তুমুল আলোচনা। অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমেই মোট সম্পদের অধিকাংশের মালিক হয়েছেন বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, ধর্ষণ, নারী নির্যাতনসহ চারটি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এসব মামলার একটিতে তার বিরুদ্ধে গত বছরের ১০ নভেম্বর অভিযোগ গঠন করে আদালত। বাকি তিনটি তদন্ত করছে পিবিআই।

পুলিশ মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) কাছেও তার বিরুদ্ধে অন্তত চারটি অভিযোগপত্র জমা হয়েছে। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব, ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারসহ পুলিশের অন্তত সাতটি পর্যায়ে তার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

এসব ঘটনায় তার বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক তদন্তও চলমান। কিন্তু বছর পেরুলেও এই এএসপির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উপরন্তু তাকে গত বছরের ২৭ নভেম্বর এপিবিএন থেকে কুড়িগ্রামের রৌমারী সার্কেলে পদায়ন করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়ায় এবং চাকরিতে বহাল থাকায় তিনি মামলার তদন্ত ও বিভাগীয় তদন্তে প্রভাব বিস্তার করছেন। হয়রানি করছেন সাক্ষীদের।

এসব বিষয়ে জানতে পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি (প্রশাসন) খন্দকার লুৎফুল কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ডিসিপ্লিন অ্যান্ড প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড (ডিঅ্যান্ডপিএস) এর অতিরিক্ত ডিআইজির সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।

পরে অতিরিক্ত ডিআইজি (ডিঅ্যান্ডপিএস) বেলাল উদ্দিন এ বিষয়ে এআইজি মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলেন। এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) মো. মনজুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলে সেটি সম্পর্কে তদন্ত হয়। এটিও তদন্তের পর্যায়ে আছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোথায় কত সম্পদ : অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এএসপি সোহেলের মোট সম্পদ সাড়ে ৫ কোটি টাকার বেশি। এই হিসাব পৈতৃক কৃষি সম্পত্তি ও অলঙ্কারাদির বাইরে।

মোট সাড়ে ৫ কোটি টাকারও বেশি সম্পদের মধ্যে ৬৯ লাখ ৭০ হাজার ২৬৫ টাকা শেয়ার/ডিবেঞ্চারে (ঋণপত্র) বিনিয়োগ করেন তিনি। এছাড়া সঞ্চয়পত্র/ইউনিট সার্টিফিকেট/বন্ডে ২০ লাখ টাকা, প্রাইজ বন্ড/সঞ্চয় স্কিমে ২০ লাখ টাকা এবং বিভিন্ন খাতে আরও আড়াই কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন।

মোট টাকা থেকে ঋণ প্রদান করেন সাড়ে চার লাখ টাকা। তবে মোট সম্পদের মধ্যে তার দায় রয়েছে ২ কোটি ৬৩ লাখ টাকারও বেশি। ২০২১-২২ কর বর্ষের রিটার্নে তিনি এসব তথ্য উল্লেখ করেছেন। মোট দায়ের এই অর্থ নিয়েও নয়ছয় করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

রূপগঞ্জে আড়াই কাঠা জমি : বাংলাদেশ পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাইটির (পিওএইচএস) তথ্য অনুযায়ী, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এএসপি সোহেল যৌথ মালিকানায় পুলিশ অফিসার্স সমবায় সমিতি-৩ এর অধীনে ২০ কাঠা জমি গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে তার নামে রয়েছে আড়াই কাঠা জমি। বাকি সাড়ে ১৭ কাঠা জমি মোসা. রানী নামের এক নারীর নামে। এই জমির মোট মূল্য ২ কোটি ২০ লাখ ৮০ হাজার টাকা। সমিতিতে সোহেলের সদস্য নম্বর-১২৮৬।

এই নম্বরের বিপরীতে কিস্তির মাধ্যমে ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে টাকাগুলো পরিশোধ করা হচ্ছিল। কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে তার অ্যাকাউন্টের বিপরীতে এখন পর্যন্ত ৯১ লাখ ৪৬ হাজার ৬৭০ টাকা প্রদানের তথ্য পাওয়া গেছে।

যৌথ মালিকানায় থাকা নারীর বিষয়ে অনুসন্ধানে জানা যায়, মোসা. রানী এএসপি সোহেলের ব্যাচের এক নারী ক্যাডার কর্মকর্তার মা। পরে ওই নারী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, তাদের দুজনের বিয়ের কথা চূড়ান্ত হয়।

এরপর তার মা রানীর সঙ্গে জমি কেনার কথা বলে তাদের পরিবার থেকে দুই দফায় ১ কোটি ২৩ লাখ টাকা নেন সোহেল। এই জমির কিস্তির অংশ হিসাবে আরও ১১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা দেওয়া হয় সোহেলকে। তবে বেশিরভাগ কিস্তিই তিনি পরিশোধ না করে টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এএসপি মো. সোহেল উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া, অর্থ আত্মসাৎ, যৌতুক, ধর্ষণ, নারী নির্যাতনসহ যে অভিযোগগুলো এসেছে তার কোনোটিই সত্য নয়।

তার ব্যাচের নারী ক্যাডার কর্মকর্তা তাকে ফাসাতে এই অভিযোগগুলো করেছেন। যিনি একসময় তার বন্ধু ছিলেন। ওই নারী স্বাক্ষর জালিয়াতি করে বিভিন্ন স্থানে তার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন এবং সঞ্চয়পত্র ইস্যু করেছেন।

জমি ক্রয়ের প্রক্রিয়ায়ও একইভাবে জালিয়াতি করেছেন। অর্থ আত্মসাতের মামলায় উল্লিখিত আয়কর রিটার্নের হিসাবও সঠিক নয়। স্বাক্ষর জাল-জালিয়াতির ঘটনায় তিনিও একটি মামলা করেছেন।

এ নিয়ে ওই নারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তিনিও অভিযোগ করেছেন। এছাড়া সম্পর্কে প্রতারণার কারণে দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেন বলে জানান তিনি।

অর্থ আত্মসাতের কৌশল : সোহেল কীভাবে এত সম্পদের মালিক হয়েছেন এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় তার এক সময়ের ঘনিষ্ঠজন ও মামলার নথি থেকে, যারা তার কাছ থেকে প্রতারিত হয়ে প্রতিকারের জন্য এখন দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন।

এমন তিনজনের সঙ্গে কথা হয় যুগান্তরের। তাদের অভিযোগ, প্রতারণা ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে সোহেল অবৈধভাবে এই বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। এক্ষেত্রে তার মূল টার্গেট ছিলেন নারীরা।

অবিবাহিত পরিচয়ে ভুক্তভোগী কাউকে বিয়ে করে অথবা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা প্রেমের ফাদে ফেলে হাতিয়ে নেন মোটা অঙ্কের অর্থ। বিশ্বস্ততা অর্জনে এদের কাউকে আবার তিনি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ও সঞ্চয়পত্রে নমিনিও করেছেন।

এরমধ্যে রয়েছে ঢাকার সোনালী ব্যাংকের লোকাল অফিসের সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট নং ০১০২৫১২৪; ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর ইস্যুকৃত মোট ২৫ লাখ টাকার তিনটি সঞ্চয়পত্র যথাক্রমে নং-১৩৬১৪৬৬৪, ১৩৬১৬৫৬ ও ১৩৬১১২০।

এছাড়া সোনালী ব্যাংকের লোকাল অফিসে এক নারীর সঙ্গে তার একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট রয়েছে। যার নম্বর-০১০২৫১২৩। এএসপি সোহেল একেক স্থানে আবার একেক ধরনের স্বাক্ষর করেছেন।

যুগান্তরের অনুসন্ধানে তার সঞ্চয়পত্র, পাসপোর্ট ও কর্মস্থলসহ বিভিন্ন জায়গায় মোট সাত ধরনের স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। এছাড়া একাধিক নারীকে একই রং ও ডিজাইনের পোশাক উপহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বিশ্বস্ততা অর্জনে মালিবাগের পাবনা কলোনিতে এক নারীর সঙ্গে মিলে তিনি একটি বাসাও ভাড়া নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ২০২০ সালের ১৯ অক্টোবরের পিওএইচএস'র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের এই প্রকল্পের জমি পুলিশ কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়রা নিতে পারবে। কিন্তু আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বস্ততা অর্জনে নারী কর্মকর্তার মাকে 'আন্টি' পরিচয় দিয়ে সেখানে যুক্ত করেন তিনি।

একজন থেকেই নেন ৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা! অনুসন্ধানে জানা যায়, এএসপি সোহেল তার এক নারী ব্যাচমেটের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ওই নারী কর্মকর্তা ও তার পরিবার থেকে হাতিয়ে নেন বিপুল পরিমাণের অর্থ ও সম্পদ।

সোহেলের বিরুদ্ধে নগদ, পণ্যসামগ্রী, ব্যাংকিং চ্যানেল ও স্বর্ণ নেওয়ার মাধ্যমে ৩ কোটি ৩২ লাখ ১১ হাজার ২২৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করেন ওই নারী। এরমধ্যে ২০২১-২২ করবর্ষের রিটার্নে সোহেল ২ কোটি ৬৩ লাখ ৮১ হাজার ১৬৭ টাকা গ্রহণের তথ্য স্বীকারও করেছেন।

এ ঘটনায় গত বছরের ২৩ নভেম্বর তার বিরুদ্ধে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে ৪০৬, ৪২০ ও ৫০৬ ধারায় অর্থ আত্মসাতের একটি মামলাও হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ, হত্যার উদ্দেশে মারধর করে গুরুতর জখমসহ নানা অভিযোগে ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল ও শাহজাহানপুর থানায় আরও দুটি মামলা করেন ওই নারী কর্মকর্তা। এছাড়া সোহেলের শাস্তি চেয়ে জননিরাপত্তা সচিব ও আইজিপিসহ বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগও দিয়েছেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, একজন সরকারি কর্মকর্তার চাকরির স্বল্প সময়ে এত বিশাল সম্পদের মালিক হওয়া অস্বাভাবিক।

এর পেছনে নিশ্চয়ই বৈধ আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আয়ের একটা সম্পর্ক আছে। কাজেই নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষায় পুলিশের উচিত তাকে জবাবদিহির আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা।

তাছাড়া পুলিশের বিভাগীয় তদন্তের বাইরেও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিষয়টি খতিয়ে দেখে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে। যত বড় কর্মকর্তাই হোক, কেউই আইনের উর্ধ্বে নন। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সব দেওয়ানি বা ফৌজদারি অভিযোগ আদালতের নজরে আনা প্রয়োজন।

নগদ অর্থই নয়, নেন ব্যবহার্য জিনিসপত্রও : এএসপি সোহেল শুধু নগদ অর্থ আত্মসাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। বরং ব্যবহার্য নানা জিনিসপত্র নেন বিভিন্নজন থেকে।

তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার নথি, বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের রশিদ, বিভিন্ন স্থানে দেওয়া অভিযোগ ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এসব তথ্য। যেখানে দেখা যায়, প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে বিয়ের প্রস্তুতি হিসাবে এক নারী কর্মকর্তা ৯১ হাজার টাকার এসি, ২ লাখ ১২ হাজার টাকার হিটাচি ফ্রিজ কিনে দেন তাকে। এরপর ওই কর্মকর্তার থেকে সোহেল ১ লাখ সাড়ে ১৪ হাজার টাকা মূল্যের আইফোন ১২ প্রো ম্যাক্স, ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের রাডো ঘড়ি, ২৬ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণের আংটি, সাড়ে ৫২ হাজার টাকায় হোমটেক্সের পর্দাসহ ২৫ লাখ টাকা মূল্যমানের পণ্য ও অন্যান্য আসবাবপত্র নেন।

২০২১ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই পণ্যগুলো নেন। শুধু তাই নয়, সোহেলের চাদপুরের বাড়িসংলগ্ন জমি কিনতে নেন ৪৮ লাখ টাকা। অর্থ আত্মসাতের মামলায় বলা হয়, জমি ক্রয় বাবদ নেওয়া অর্থের কথা হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজের মাধ্যমে তিনি স্বীকারও করেছেন। এছাড়া ২০২০ সালে আরও ১ লাখ সাড়ে ২২ হাজার টাকা নেন সোহেল।

৩৬তম বিসিএসের ভুক্তভোগী নারী কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, দুজনের বিয়ের কথা চূড়ান্ত ছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল প্রতারণা করে অর্থ আত্মসাৎ। সোহেলের বোনের বিয়ে, বাবার মৃত্যুর অনুষ্ঠান, মালিবাগের বাসার ভাড়া ও অন্যান্য বিল বাবদ লাখ লাখ টাকা নেন। ফ্ল্যাট কেনার জন্য মায়ের ১৫৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কার নেয়। আমার থেকে টাকা নিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপঢৌকনও দেয় সে। একদিকে সে হবু স্ত্রী হিসাবে আমার সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে।

অন্যদিকে পুলিশের এসআই পদের এক জুনিয়র নারী কর্মকর্তাসহ অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চালিয়ে গেছে। বিষয়টি হাতেনাতে ধরা পড়লে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশে (সিএমপি) কর্মরত ফেনীর ছাগলনাইয়ার ওই নারী এসআইসহ (৩৭তম ব্যাচের ক্যাডেট) আমাকে হত্যার চেষ্টা করেন।

ওই নারী কর্মকর্তার কথার সূত্র ধরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে যোগাযোগ করা হয়। সেখানে সেদিন (২০২২ সালের ২৯ জানুয়ারি) পা, মুখমণ্ডল ও বুকে জখম, ফোলা ও স্ক্র্যাচ চিহ্ন নিয়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে ওই কর্মকর্তার চিকিৎসা গ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়।

এর রেজিস্ট্রেশন নং-ডিএমসিএইচ ১৬১৯৯১ ও রেফারেন্স নং-১৫১/২। একটি কক্ষে ওই নারী এসআইয়ের সঙ্গে এএসপি সোহেলের হাস্যোজ্জ্বল অবস্থানের ছবিও এসেছে যুগান্তরের হাতে। সূত্র জানায়, অভিযুক্ত এসআইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে গত বছরের ১৩ মার্চ ও ১৯ মে তারিখ দুই দফায় সিএমপি কমিশনার বরাবর অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী নারী সহকারী কমিশনার। এসআইয়ের বিরুদ্ধেও মামলা চলমান।

দ্বিতীয় স্ত্রীকে ১৯ দিনে তালাক : রাজধানীর দক্ষিণখানের প্রেম বাগান কাজী অফিসের তথ্য অনুযায়ী, সোহেলের প্রথম বিয়ে রেজিস্ট্রি হয় ২০১৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। রাজধানীর তেজগাওয়ের শাহিনবাগের ওই নারীর সঙ্গে ২০২২ সালের ১৪ জানুয়ারি বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

পরিচিত মহলে এই বিয়ের কথা গোপন রেখেছিলেন তিনি। অন্যদিকে ঢাকা বিজ্ঞান কলেজের পার্শ্ববর্তী কাজী অফিসের তথ্য বলছে, বিচ্ছেদের বছরের ৩০ এপ্রিল বগুড়ার গাবতলীর এক নারীকে ৩ লাখ টাকা দেনমোহরে বিয়ে করেন তিনি।

১৯ দিনের মাথায় সেই নারীকেও তালাকের নোটিশ পাঠান। ভুক্তভোগী নারী এ ঘটনায় গত বছরের ৩১ আগস্ট ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে একটি মামলা করেন। ওই নারী যুগান্তরকে জানান, প্রাইভেট কার ও ডায়মন্ড রিং কেনার জন্য ২৫ লাখ টাকা যৌতুক চেয়েছিলেন এএসপি সোহেল।

এরপর তারা সোহেলকে সাড়ে ৮৯ হাজার টাকা দিয়ে রিং ও নগদ ৩ লাখ টাকাও দেন। কিন্তু পুরো অর্থ না দেওয়াতে তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়। একপর্যায়ে সোহেলের তালাকের নোটিশ পাঠানোর কথা জানতে পারি।

কিন্তু সেটি করা হয় পোস্ট অফিসে জালিয়াতির মাধ্যমে। ফলে তিনি নোটিশও হাতে পাননি। এসব ঘটনার বিচার চেয়ে গত বছরের ৩০ নভেম্বর ও ২৯ ডিসেম্বর আইজিপি বরাবর দুটি অভিযোগ দেন তিনি।

আ.লীগের এমপি

(প্রথম পাতার পর)

মেয়র (অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের) হওয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু সেখানকার টেবিল, বাতাস থেকে শুরু করে সব চোর। এ কারণে আমি যায়নি। পরে আমাকে মন্ত্রী হওয়ারও প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তাতেও রাজি হয়নি। রোববার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে রহমতুল্লাহ এসব কথা বলেন।

রহমতুল্লাহ বলেন, 'আমি কিন্তু ঢাকার এমপি। এখনকার মধ্যে মোস্ট সিনিয়র এমপি, এখানে মতিয়া আপা আছে, আমার চেয়ে মোস্ট সিনিয়র পাঁচ-ছয়জন আছে। আমার বয়স এখন ৭৫ চলতেছে। হ্যাঁ, ৭৬ চলতেছে। আমি আর ফিরোজ রশীদ (জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য) একসঙ্গে পড়তাম। আমার ছেলের বয়সই ৪৯। অনেকেই প্রশ্ন করে, আমি পাঁচবারের এমপি। মন্ত্রী হলাম না কেন?'

তিনি বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, হানিফ সাহেব (অবিভক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ) মারা যাওয়ার পরে মেয়র অফার (প্রস্তাব) করেছিলেন। আমি আপারে বললাম, ওখানে যাব না। এখানে টেবিলে চুরি করে, বাতাসে চুরি করে এবং এখানের মধ্যে সব চোর। আমি যাব না। এরপর আমাকে মন্ত্রী হওয়ার অফার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব কারণে আমি সেই সময়ও রাজি হয়নি।'

নিজের ব্যবসার প্রসঙ্গ তুলে সরকারদলীয় এই এমপি বলেন, 'আমি ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম ট্যাক্স বাহাদুর নির্বাচিত হয়েছি। আমার অনেক কোম্পানি আছে। খালি দুইটা নামই বলব। একটা হলো এপেক্স ট্যানারি। আপনারা এপেক্স ট্যানারিকে খুব ভালোভাবে চেনেন। আরেকটা হলো এফডি ফুটওয়্যার। এটা আমার ছেলে করছে। এটারও টার্নওভার (বার্ষিক লেনদেন) ৫০০ কোটি টাকার মতো। আমার ছেলে বাংলাদেশের বড় ওষুধ কারখানা করবে, জায়গাও কেনা হয়ে গেছে ৮০ বিঘা। আলাহর রহমতে ব্যাংকে কোনো দেনা নাই। আমাদের কী সম্পত্তি আছে, এটা ওপেনলি (প্রকাশ্যে) বলব না। এটা শুধু মতিয়া আপা এবং প্রধানমন্ত্রীকেই বলব।'

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা স্থগিত

(প্রথম পাতার পর)

পরিষদের সভা স্থগিত করা হয়। গত ২৮ জানুয়ারী, শনিবার, সন্ধ্যা ৬ টায় নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ইট্‌জী চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতি মোহাম্মাদ লোকমান হোসেন লুকু, সহ-সভাপতি সফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আহমেদ খান, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমদ ও মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মানিক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সকল মিডিয়ার প্রতি স্পষ্টভাষায় অনুরোধ জানানো হয় যে, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র কোন ভবন নিউয়র্কে নেই, অর্থ কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে ক্রয়কৃত ভবনটিকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র ভবন উল্লেখ কখনও যেন কোন সংবাদ বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা না হয়। এবং এখন থেকে ৭৬-০১ ১০১ এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক ১১৪১৬ এসোসিয়েশনের সব ধরনের অফিসিয়াল কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে অস্থায়ী অফিস হিসেবে এই ঠিকানা ব্যবহারের জন্য সবার প্রতি কার্যকরি কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনিবার্য কারন বশতঃ আগামী ৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার অনুষ্ঠিতব্য জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র নির্ধারিত সাধারণ সভা স্থগিত করা হয়। পরিবর্তিতে সাধারণ সভার তারিখ, সময় ও স্থান সংগঠনের সকলসদস্যদের জানানো হবে।

যুক্তরাষ্ট্র-চীন-ভারতের সঙ্গে

(প্রথম পাতার পর)

অর্জন-সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। এর আয়োজন করে বাংলাদেশ স্টাডি ট্রাস্ট (বিএসটি)। এতে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলমও উপস্থিত ছিলেন। সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এ এস এম আলী আশরাফ এবং সঞ্চালনা করেন বিএসটির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান লিটু। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিএসটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ।

ড. মোমেন বলেন, একক দেশ হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খুব সুসম্পর্ক আছে। বন্ধু দেশ বলে তারা অনেক কিছু বলে, সুপারিশ দিতে পারে। বন্ধু না হলে কিছু বলত না, তখন আক্রমণ করত। আমরা ভালো সুপারিশ হলে অবশ্যই গ্রহণ করি। সবকিছুতে যে আমরা নিখুঁত, এটা ভাবা ঠিক হবে না। আমাদের কোনো দুর্বলতা থাকলে বন্ধু বলবে। আর যদি সত্যি খারাপ কিছু হয়, সেটা দেখব।

তিনি বলেন, ভারত ঐতিহাসিকভাবে বড় বন্ধু। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক একটা অপূর্ব সম্পর্ক। বাংলাদেশ-ভারত বড় সমস্যাগুলো সমাধান করেছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিনা বুলেটে এ ধরনের অর্জন কেউ করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশটির সঙ্গে সোনালী অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। খুব সুন্দর সম্পর্ক। ভারত এ বছর জি২০ সভাপতি হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুধু বাংলাদেশকে এ সম্মেলনে দাওয়াত করেছে। আমরা জি২০ সদস্য না। এই যে সম্মানটা তারা আমাদের দিয়েছে, এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের সুসম্পর্কের কারণে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চীন আমাদের বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য অনেক বেশি। তারাও চাচ্ছে বাণিজ্য আরও বাড়ানোর জন্য। আমাদের অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, এই তিন দেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ নয়। আমাদের একজন বড় নেতা আছেন, শেখ হাসিনা। খুব বাস্তববাদী নেতা। ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের অবস্থানটি ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পাশেই বিরাট ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর। এর পাশেই চীন ও ভারত। তাদের সঙ্গে একটা ভারসাম্য রেখে আমাদের চলতে হয়। আমরা এটাকে এড়িয়ে যেতে পারি না।

দেশে ধনী হওয়া এত সহজ হলো কেন

(৫ পাতার পর)

কিসের জোরে প্রাকৃতিকভাবে কম সম্পদের অধিকারী হয়েও উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণের চেয়ে ধনী হয়ে উঠল? এক শব্দবন্ধে যদি উত্তর দিতে হয়, তাহলে তা হবে 'গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান'।

২.

ভারতের মানিলাইফ ডট ইন দীর্ঘদিন ধরে এই ঋণখেলাপিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করছে। গত আগস্ট মাসে তাদের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছে, ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের মোট ঋণখেলাপির সংখ্যা ২ হাজার ২৩৭। মোট ঋণখেলাপের পরিমাণ ১ লাখ ৮৪ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা।

এই মোট ঋণখেলাপের অঙ্কের ৭৬ শতাংশ রয়েছে মাত্র ৩১২ জন বিগ শট শিল্পপতির হাতে। তাদের মোট ঋণখেলাপের পরিমাণ ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। নিন্দুকেরা বলেন, আসলে কোনো সরকারই এই তালিকা প্রকাশ করতে চায় না।প্রকাশ করলে কান টানতে মাথা চলে আসবে।

নাম প্রকাশ করা যাবে না–এই শর্তে ভারতীয় এক প্রবীণ সাংবাদিক ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন তার অভিজ্ঞতার কথা। তখন কংগ্রেস আমল। তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। অর্থমন্ত্রীর অফিসে তিনি বসে আছেন, এমন সময় এক বিখ্যাত উদ্যোগপতির ফোন আসে তার কাছে। খানিকক্ষণ কথা বলার পর সাংবাদিকের সামনে বসেই অর্থমন্ত্রীর অফিস থেকে ফোন যায় একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে। নির্দেশ যায়, ওই উদ্যোক্তাকে যেন ঋণ দেওয়া হয়। স্বয়ং অর্থমন্ত্রীর অফিসের নির্দেশ পাওয়ার পর কোনো ব্যাংকের মুরদ নেই ঋণ দিতে অস্বীকার করার। বর্তমান খেলাপিদের তালিকায় এখন ওই উদ্যোক্তার নামও আছে এবং বিজেপি আমলেও বহাল তবিয়তে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

কেন ভারত-বাংলাদেশে একই ফল?

প্রায় সময় আদালত দুদকের উদ্দেশে মন্তব্য করে থাকেন। সংবিধানের ভেতরে থেকেই তা করতে হয়, তাও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ বন্ধ করতে হলে সরকার চালানোর আইনকানুন যে বদলাতে হয়, সেটি তো আর করা হয় না।আদালতেরও সেটি করার সুযোগ নেই।

৩.

বিখ্যাত জার্মান গবেষক ও লাতিন-বিষয়ক ভূগোলবিদ আলেক্সান্ডার ভন হাম্বোল্টের ভাষায়, মেক্সিকো একটি অসাম্য ও প্রভেদের দেশ। যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে ব্যাংকগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল, মেক্সিকোতে তা ছিল না। প্রতিযোগিতাহীনতার মানে হলো ব্যাংকগুলো চড়া সুদে ঋণ দিত এবং তা অল্প কিছু এলিটের মধ্যে। মেক্সিকোতে বারবার সরকার বদল হয়েছে, কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা রয়ে গেছে। যেভাবে মিসর অটোমান সাম্রাজ্য থেকে ফরাসি হয়ে ব্রিটিশ কলোনির অধীন, তারপর মিসরীয় অভিজাতরা। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলো রয়ে যায়, মৌলিক কাঠামোর কোনো বদল হয় না। মিসর দরিদ্রই থেকে গেল। তাহরির স্কয়ারেও এই মৌলিক রূপান্তরের কথা ছিল না।

কথা উঠতে পারে, তাহলে পুতিনের রাশিয়া কিংবা সি চিন পিংয়ের চীন কেমনে উন্নতি করল? তা-ও ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতায় হয়নি। রাশিয়ায় ১৯২১ সালের নয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও চীনে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভূমির জাতীয়করণের ফলে ঘটেছে। রাশিয়া ভেঙে পড়েছে আর চীন নিজেকে যুগের সঙ্গে পাল্টে নি'ছ। এটাই কারণ।

৪.

প্রায় সময় আদালত দুদকের উদ্দেশে মন্তব্য করে থাকেন। সংবিধানের ভেতরে থেকেই তা করতে হয়, তাও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ বন্ধ করতে হলে সরকার চালানোর আইনকানুন যে বদলাতে হয়, সেটি তো আর করা হয় না।আদালতেরও সেটি করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশে মহাহিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে কে আছেন, তা জানতে গুগল করতে হয়। কেন তিনি নিধিরাম সরদার? কারণ, তিনি একটি পদের ইচ্ছাধীন। আগে ছিলেন বড়লাটের, পরে গভর্নর জেনারেলের, এখন প্রধানমন্ত্রীর। মানে প্রধানমন্ত্রী জবাবদিহির মধ্যে থাকলে তার জবাবদিহিও নিশ্চিত হবে।

ঔপনিবেশিকেরা এসে যে লুটপাটের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, চলে যাওয়ার পর নতুন ক্ষমতাসীনেরা চর দখলের মতো সেগুলোর সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোর নাগরিকেরা অভিজাতদের ছুড়ে ফেলে এমন ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিল, যেখানে জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তার মূলে ছিল ১৬৬৮ সালে অর্জিত রাজনৈতিক অধিকার, ১৭৭৬ সালে আমেরিকার সংবিধান ও ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বদলে স্থানীয় সরকারের হাতে সব কর্তৃত্ব চলে আসে। মানে রাজনৈতিক ক্ষমতা কীভাবে সমাজে বিতরণ করা হয়েছে তার ওপর। মানে রাষ্ট্র সংস্কার লাগবে।

রাষ্ট্রের সংস্কার হয়নি বলে আমাদের ধনীরা আলাদিনের চেরাগ পায়। যাদের জুতা কেনার পয়সা ছিল না, তারাও লন্ডনে-আমেরিকায় বাড়ি কেনে। সিঙ্গাপুরের সেরা ধনীদের তালিকায় নাম ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের পরেও এটা হলো না। কেন?

খেক: লেখক ও সংগঠক

আওয়ামী লীগ কখনো দেশ ছেড়ে

(প্রথম পাতার পর)

২০৪১ সালে একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ দেখতে পাবেন। জনতা দুই হাত তুলে সমস্বরে চিৎকার করে শেখ হাসিনার কথায় সায় দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট বলে বেড়াচ্ছে আওয়ামী লীগ পালানোর পথ পাবে না। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই-আওয়ামী লীগ কখনো দেশ ছেড়ে পালায় না। বরং দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি নেতারা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। বিএনপির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা নাকি ক্ষমতায় গিয়ে দুর্নীতির বিচার করবেন। যে দলের নেতা-নেত্রীরা দুর্নীতির দায়ে জেল খাটছে, তারা কীভাবে অন্যের দুর্নীতির বিচারের কথা মুখে আনে। তারেক রহমান নাকি দেশে ফিরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এসব হুমকিকে ভয় পায় না। কারণ, আওয়ামী লীগ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে, কোনো দুর্নীতি করে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার বিকালে রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিশাল জনসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। বিকাল ৩টা ৫৪ মিনিট থেকে ৪টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত ৩১ মিনিটের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিগত ১৪ বছরে দেশে এবং রাজশাহীতে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি দেশে চলমান বিএনপি-জামায়াত জোটের আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েও কথা বলেন।

রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন। সঞ্চালনা করেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক সংসদ-সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ দারা এবং মহানগর সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার। সমাবেশ শুরুর আগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার পরিবারের সদস্য এবং বিভিন্ন সময়ে শহীদ হওয়াদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বেলা ৩টা ১২ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী সভামঞ্চে আসেন। এ সময় ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানের সমাবেশে উপস্থিত নেতাকর্মীরা করতালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী সারদা পুলিশ একাডেমিতে ৩৮তম বিসিএস-এর শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেন। পরে রাজশাহী নগরীতে পৌঁছে তিনি ১৩১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের ফলক উন্মোচন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন ভূখন্ড আমাদের দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু খুব অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনর্গঠনে কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু সব সময় একটি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতেন। বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে কাজও শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি কুচক্রীমহল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়; সে কারণে মানুষকে অনেক বছর ভুগতে হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকান্ডের সময় ভাগ্যক্রমে আমরা দুবোন প্রাণে বেঁচে যাই। আমি দেশে ফিরতে চাইলে ওই সময় জেনারেল জিয়ার সামরিক সরকার আমাকে ফিরতে বাধা দেয়। তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে এসে দলের হাল ধরেছি। আমাদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে। আমরা হাল ছেড়ে দিইনি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ ও দেশের মানুষকে সামরিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে আন্দোলন করেছি। আমরা জনগণের রায় নিয়ে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসি। ওই সময় দেশের অর্থনীতি ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল। দেশে ৪০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। আমরা কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে ঘাটতি পূরণ করি। আমরা ক্ষমতায় এসে রাজশাহীসহ সারা দেশের বন্ধ কলকারখানাগুলো চালু করি। বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি। আমরা ওই সময় মানুষকে একটি উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাই। সেই ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন সংকটেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে উলেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমি একদিনে দেশের শতাধিক সেতু উদ্বোধন করেছি। পদ্মা সেতু আমরাই করেছি, যা উন্নত বিশ্বের মানুষকেও বিস্মিত করেছে। বঙ্গবন্ধু টানেল হচ্ছে, আমরা মেট্রোরেল চালু করেছি। পাতাল রেলের যুগে যাচ্ছি। দারিদ্র্য ৪০ থেকে ২০ ভাগে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সারা দেশে নারীর ক্ষমতায়ন তথা মা-বোনদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করেছি। আমরাই দেশে প্রথম স্কুলছাত্রীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। আমাদের প্রচেষ্টার ফলে গ্রামেও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে। ফলে প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলারা কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিচ্ছেন। এসবই আওয়ামী লীগের উন্নয়ন ও সুশাসনের ফল।

দেশের কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না উলেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা গৃহহীনদের বিনামূল্যে ঘর নির্মাণ করে দিয়েছি এবং দিচ্ছি। কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যাদের জমি নেই, ভূমিহীন, তাদের ২ কাঠা করে জমি দিচ্ছি যেন তারা নিজেরাই ঘর করে নিতে পারে। চাষাবাদের জন্য জমি দিচ্ছি। আওয়ামী লীগের আমলে দেশের কোনো মানুষ গৃহহীন ও কর্মহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দেশের বিভিন্ন স্থানে আইটি ও হাইটেক পার্ক করেছি। এই রাজশাহীতেও বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক করেছি। এখানে জয় সিলিকন সেন্টার হয়েছে। এসব প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকাররা তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে কাজের সুযোগ পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বেড়েছে। আগে বিশ্ববাজারে যে পণ্যের দাম কম ছিল, এখন তা আনতে দ্বিগুণের বেশি ডলার খরচ হচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশ চরম সংকটে থাকলেও বাংলাদেশ এখনো আলাহর রহমতে ভালো অবস্থায় আছে। আমরা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি থেকে স্বল্প-আয়ের মানুষকে সহায়তা দিতে ২০ টাকা কেজি দরে চালসহ বিভিন্ন পণ্য দিচ্ছি। আমরা জনগণের কষ্ট বুঝি। তিনি বলেন, করোনার থাবায় অনেক উন্নত দেশের অর্থনীতিও ভয়াবহ মাত্রায় চাপে পড়েছে। কিন্তু আমরা টিকা কিনে এনে জনগণকে বিনামূল্যে দিয়েছি। করোনাকালে আমরা জনগণকে বিভিন্নভাবে অর্থ ও খাদ্য সহায়তা দিয়েছি, যা আজও অব্যাহত আছে।

রাজশাহীর উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১৪ বছরে আমরা এখানে ১৪ হাজার ৬৬০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। আজ আমি ১ হাজার ৩১৬ কোটি টাকার ৩২ প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তরর স্থাপন করলাম। এর মধ্যে ৩৬৬ কোটি ব্যয়ে ৬টি প্রকল্প চলমান আছে। রাজশাহী ওয়াসার জন্য একটি বড় প্রকল্প দিয়েছি। প্রকল্পটি শেষ হলে রাজশাহীর মানুষ বিশুদ্ধ পানি পাবেন। রাজশাহীতে বিকেএসপি করছি। এতে রাজশাহীর ছেলেমেয়েরা ক্রীড়াক্ষেত্রে পড়াশোনা ও পারদর্শিতার সুযোগ পাবেন। রাজশাহীতে আমরা দুটি বড় স্টেডিয়াম করেছি। কিন্তু এখানে তারকামানের হোটেল না থাকায় আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয় না। আপনাদের অনুরোধ করব-যাদের টাকা আছে, তারা ভালোমানের দু-একটি হোটেল করেন। আমরা সাধ্যমতো সহায়তা দেব। রাজশাহীতে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছি। রাজশাহী এখন উন্নয়নের আদর্শ মডেল। রাজশাহী এখন দেশের গ্রিন সিটি, যা সবুজ নগরী। এজন্য রাজশাহীর মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনকে আপনারা ধন্যবাদ জানাবেন।

প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীর উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে আরও বলেন, আপনারা গত তিনটি নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করেছেন। আমরাও আপনাদের জন্য উন্নয়নের দুয়ার খুলে দিয়েছি। রাজশাহীর মানুষকে আবারও নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই রাজশাহীতে বিএনপি-জামায়াত জোটের আমলে জঙ্গিরা সশস্ত্র অবস্থায় পুলিশ পাহারায় জেলাজুড়ে সন্ত্রাস চালিয়েছে। মানুষ হত্যা করেছে। এই রাজশাহীতে একটি পরিবার নৌকায় ভোট দেওয়ার জন্য তাদের মেয়েকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াতকে ভোট দেবেন না। তারা ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে সশস্ত্র জঙ্গি বাংলাভাই ও তার দলবলকে মাঠে নামিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বেছে বেছে হত্যা ও বাড়িঘর লুট করা। তিনি আরও বলেন, বিএনপি আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে।

পুলিশের গুলিতে

(প্রথম পাতার পর)

অ্যাম্বুলেন্সে ভুবনেশ্বরের অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান মন্ত্রী। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে অ্যাপোলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মন্ত্রীকে আইসিওতে রেখে হৃদযন্ত্র সচল করতে চিকিৎসা দেওয়া হয়; কিন্তু সব চেষ্টা সত্ত্বেও তার জ্ঞান ফেরেনি এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ওই পুলিশ কর্মকর্তা সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার ছিলেন। ওড়িশার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব কিশোর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে তাকে গুলি করেন ওই পুলিশ কর্মকর্তা। গুলিটি তার বুকে লাগে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব কিশোর দাস তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাকে গুলি করা হয়। হামলার পেছনের উদ্দেশ্য এখনো স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, রোববার দুপুরে ওড়িশার শাসক দল বিজিডির একটি নতুন দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব দাস। গাড়ি থেকে নেমে দলীয় কার্যালয়ের দিকে এগোতেই হঠাৎ তার ওপরে গুলিবর্ষণের এ ঘটনা ঘটে।

মন্ত্রীকে গুলি করা ওই পুলিশ কর্মকর্তা গান্ধী চক পোস্টে ডিউটিতে ছিলেন। মন্ত্রী আসার খবর পেতেই তিনি ওই দলীয় কার্যালয়ের কাছে যান। মন্ত্রী গাড়ি থেকে নামতেই তিনি নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালান।

এদিকে অভিযুক্ত গোপাল দাস মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়া তার উচ্চরক্তচাপজনিত সমস্যা আছে। মন্ত্রীকে গুলি করার ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার অসুস্থতার সঙ্গে কোনো সংশিষ্টতা আছে কিনা সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মেক্সিস সেই পুলিশ

(প্রথম পাতার পর)

রুডলফ। খবর সিএনএনের।

নিকোলসকে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচ পুলিশ সদস্যই ছিলেন 'স্করপিয়ন ইউনিট'র সদস্য। মেক্সিস পুলিশ থেকে স্করপিয়ন ইউনিট পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

শুক্রবার নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ করার পর থেকেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। শনিবারও রাস্তায় রাস্তায় প্লেকার্ড হাতে স্লোগান দিতে দেখা যায় আমেরিকানদের।

বিবৃতিতে মেজর কারেন রুডলফ বলেন, 'যে কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে তারা স্করপিয়ান ইউনিটের সদস্য ছিলেন। তার কিছুক্ষণ আগেই মেক্সিস পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করে, স্কোরপিয়ন ডিপার্টমেন্ট বিলুপ্ত করা হবে। তবে এই পদক্ষেপের ব্যাপারে কোনো বক্তব্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মেক্সিস মেয়রের কার্যালয়। যেই রাস্তায় ২৯ বছর বয়সি টায়ার নিকোলসকে নির্যাতন করা হয়েছিল সেই রাস্তার পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ।

মেক্সিসের বাসিন্দাদের এদিন সেখানে জড়ো হয়ে নিকোলাসের জন্য প্রার্থনা করতে দেখা যায়। নিউইয়র্ক সিটি, আটলান্টা, বোস্টন, বাল্টিমোর, লস অ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকো এবং পোর্টল্যান্ডের মতো শহরগুলোতেও দেখা যায় কড়া বিক্ষোভ। এসময় আন্দোলনকারীরা কর্তৃত্বের অপব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানান।

বিতর্কিত এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অযোগ্য ব্যক্তিদের সরাতে ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দিকে বিশেষ নজরদারির আহ্বান জানান ডেমোক্র্যাট নেতা রেপ. স্টিভ কোহেন। বলেন, 'যারা টায়ার নিকোলসকে নির্মমভাবে মারধর করেছে তারা মূলত নীল টেস্টোস্টেরন এবং অহংকারের বশীভূত হয়েই এ কাজ করেছে। এসব 'পচা আপেলদের' নিধন করতে হবে।'

নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হওয়া নিকোলসের নির্যাতনের ভিডিও সম্পর্কে কোহেন জানান, স্করপিয়ন পুলিশরা আইন নিজ হাতে নিয়েছে, তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে। আমি জানি না তাদের কেমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে!'

টায়ারের পরিবারের আইনজীবী আন্তোনিও রোমানুচি মেক্সিস পুলিশকেও অবিলম্বে ইউনিটটিকে স্থায়ীভাবে ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানান।

'সড়ক অপরাধকর্ম রোধ করে নাগরিকদের মাঝে শান্তি ফিরিয়ে আনা'র লক্ষ্যে মেক্সিস পুলিশের স্করপিয়ন ইউনিটটি চালু করা হয় ২০২১ সালে। গণহত্যা, ছিনতাই, হামলা এবং অন্যান্য অপরাধ দূর করার জন্যই এই শাখার উৎপত্তি হয়।

সহিংস অপরাধকর্ম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে তাদের নজরদারি চলত। টায়ার নিকোলস হত্যার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয় পুলিশের এই বিশেষ ইউনিটের ৫ সদস্য। অভিযুক্তরা হলেন-ট্যাডাররিয়াস বিন, ডেমেট্রিয়াস হ্যালি, জাস্টিন স্মিথ, এমিট মার্টিন এবং ডেসমন্ড মিলস জুনিয়র।

প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সেকেন্ড-ডিগ্রি মার্ডার, আক্রমণ, অপহরণের দুটি, সরকারি অসদাচরণের দুটি এবং সরকারি নিপীড়নের একটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

ইতিহাস গড়বেন কংগ্রেসম্যান হ্যাকিম জ্যাফরিজ

(প্রথম পাতার পর)

বলেন, প্রেসিডেন্ট ওবামা যেমন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ঠিক তেমনি তার পদাঙ্ক অনুসরন করে হাকিম জ্যাফরিজও একদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে অভিসিক্ত হবেন সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

হাকিম জ্যাফরিজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে এখনো সংখ্যালঘু জনগোষ্টিকে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। এজন্য ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গত রোববার ব্রুকলীন ট্যাক হাইস্কুলের আয়োজিত কমিউনিটি অভিষেক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। স্কুল অডিটোরিয়ামে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নর ক্যাথি হুকুল, স্টেট এটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে সিনেট মেজরিটি লীডার চ্যাক শুম্যার, কংগ্রেস সদস্য নাদিয়া মার্গারিটা ভ্যালাকুয়েজ, কংগ্রেস ওম্যান ইভেট ক্লার্ক, নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এ্যারিক এডাম সহ নিউ ইয়র্ক স্টেট ও সিটির গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ব্রুকলীনটেক হাইস্কুল অডিটোরিয়ামে জড়ো হয়েছিলেন হাজারো মানুষ। কানায় কানায় পুরিপূর্ন অডিটোরিয়ামে হাজারো মানুষের মুহুর্মুহু করতালী ও উচ্চাসের মধ্যে হাকিম জ্যাফরিজ বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে একটি শিশু জন্ম নেয় তার স্বপ্ন পূরনই হবে আমাদের লক্ষ্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি ও পদ্ধতির মারপ্যাচের মধ্যে যে সুপ্ত কোন প্রতিভা হারিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের। এজন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগের ঘোষণা দেন।

অনুষ্ঠানে সিনেটের চাক শুমার বলেন, রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই হাকিমের রাজনৈতিক দুরদর্শিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি সব সময়ই মনে করতাম এক সময় দলের নেতৃত্বে এসে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। সেটাই হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের ইতিহাসে প্রথম মাইনরিটি অশ্বেতাঙ্গ হিসেবে তিনি হাউজ ডেমোক্রেটদের নেতা হিসেবে নিজের অবস্থানকে সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিত করেছেন। এটা তার রাজনৈতিক জীবনের বড় ধরনের সাফল্য।

কংগ্রেসের র‍্যাংকিং সদস্য নাদিয়া ভ্যালাকুয়েজ বলেন, হাকিম আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরনের দ্বার খুলে দিয়েছেন। ওবামা প্রেসিডেন্ট হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। হাকিম জ্যাফরিজও আমাদের ইতিহাসের রাজা হিসেবে প্রমাণ করেছেন নিজেকে।

ইভেট ক্লার্ক বলেন, আর মাত্র বছর ১০ মাস পরেই যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের স্পীকার হিসেবে নতুন ইতিহাস গড়বেন হাকিম। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ব্রুকলীন তথা নিউ ইয়র্ক সিটির সন্তান হিসেবে তাকে নিয়ে আমরা সবাই গর্বিত।

গভর্নর ক্যাথি হুকুল বলেন, নিউ ইয়র্কের একজন কংগ্রেস সদস্য হাউজ লীডার হয়েছেন। অন্য নেতা সিনেট লীডার। এটা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত প্রত্যাশিত একটি বিষয়।

এটর্নী জেনারেল লতিশিয়া জেমস বলেন, আমাদের সকলের পরিবর্তনের প্রতীকি চরিত্র হচ্ছে হাকিম। আমাদের জন্য তিনি হচ্ছে অনুপ্রেরণার উৎস।

অনুষ্ঠানে শুরুতে খৃষ্টান, ইহুদী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন তিন সম্প্রদায়ের তিন নেতা। পবিত্র কোরান তেলাওয়াত ও তর্জমা করেন ব্রুকলীনের ওজনপার্কে অবস্থিত বাংলাদেশীদের প্রতিষ্ঠিত বাইতুল মামুর মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা দেলোয়ার হোসেইন।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC

MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL

Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট

সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps | Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY





টরন্টোয় চুরাশিয়ানদের মিলনমেলায় প্রাণের উচ্ছ্বাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ কানাডায় বসবাসরত চুরাশিয়ান (যারা ১৯৮৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করেছে) তাদের এক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হলো গত ২০ জানুয়ারী, শুক্রবার। টরন্টোর ডেনফোর্থস্থ লবঙ্গ রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ মিলনমেলায় প্রাণের উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেন প্রায় সত্তরজন সমবয়সী চুরাশিয়ান ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে আড্ডা, গান, স্মৃতিচারণ, ছবি তোলাসহ হই-হুল্লোড়ে কেটেছে সবার সময়।

সন্ধা সাতটায় চুরাশিয়ান সদস্য ইমাম উদ্দিনের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর চলে পরিচয় পর্ব। রাত যত বাড়ছিল ততই রঙিন হয়ে উঠে অনুষ্ঠানস্থল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশেষ করে আড্ডা, গান, কবিতা আবৃত্তি,স্মৃতিচারণ, কেক কাটা, ছবি তোলাসহ হইচৈ ছিলো কর্মকান্ড। এক ফাঁকে হয়েছে নৈশভোজ।

তৌহিদা চৌধুরী ও আলমগীর কবিরের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন চুরাশিয়ান শিখা রউফ, অমিত শুভ, আতিয়া আহমেদ, জাকির সাইদ প্রমুখ। মোহাম্মদ ফারুক, আজিম অপুর্ব, মঈন শামশাদ চুরাশিয়ান পরিবারের সদস্য হিসেবে গান পরিবেশন করেন। কবিতা আবৃত্তি করেন যথাক্রমে দিলরুবা বাবলি, ম্যাক আজাদ, সুফিয়া নাজনীন প্রমুখ। আর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও স্মৃতিচারণ করেন ড. মো. হানিফ, কানিজ ফাতেমা চৌধুরী, সোলায়মান তালুত রবিন, যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে আগত চুরাশিয়ান ডা. গোলাম আশিক খান, নিউইয়র্ক থেকে আগত সোনিয়া সুলতানা শম্পা প্রমুখ।

টরন্টোয় চুরাশিয়ানদের এই মিলন মেলায় সমবয়সী প্রিয় বন্ধুদের সান্নিধ্য পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন অনেকেই। কেউ কেউ স্মৃতিচারণ করেন পুরনো দিনের। কৈশোরের সমাপ্তি আর তারুণ্যের বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে চুরাশি ছিল সবার জীবনের বাঁক পরিবর্তনের গল্প। ৩৯ বছর আগের তারুণ্যের সেই চুরাশি আর ২০২৩ এর বার্ধক্যের হাতছানিতে নতুন করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনছে কানাডার চুরাশিয়ানদের অনেকেই। সে গল্পটাই উঠে এসেছে বিভিন্নজনের আলোচনায়।

'মন শুধু মন ছুঁয়েছে ও সেতো মুখ খুলেনি, সুর শুধু সুর তুলেছে ভাষা তো দেয় নি', চুরাশিতে জনপ্রিয় সোলসের সে গানটি সবাই একসাথে গেয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন। আর সংক্ষিপ্ত সমাপনী বক্তব্য দেন চুরাশিয়ান মিজান রহমান।

রাজশাহীতে প্রধানমন্ত্রীকে নতুন উন্নয়ন কাজের তালিকা না দেয়ার সিদ্ধান্ত

ঢাকা ডেস্কঃ ২০১৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেবার রাজশাহীর উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বেশ কিছু দাবির একটি তালিকা দেয়া হয়েছিল। এর প্রায় সবই বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে এবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করার জন্য কোনো তালিকা করা হয়নি বলে জানান রাজশাহী আওয়ামী লীগের নেতারা। মানবজমিনকে তারা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১৪ বছরে রাজশাহীতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। রাজশাহীবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আলাদা নজর রয়েছে। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রীকে যেসব উন্নয়নের তালিকা দেয়া হয়েছিল তার বাইরেও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ তিনি করে দিয়েছেন রাজশাহীবাসীর জন্য। তারা জানান, এজন্য আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার নতুন কোন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা প্রধানমন্ত্রীকে দিব না। কারণ না চাইতেই আমরা তার কাছ থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। রাজশাহীবাসী এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ।



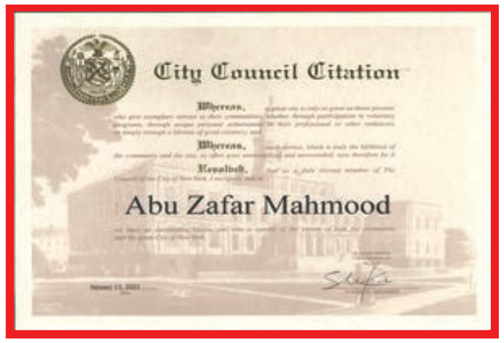
ওজোন পার্কে বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের নতুন শাখা উদ্বোধন

দেশি ভাইবোনদের একচ্ছত্র ভালোবাসা, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের অনবদ্য মূল্যায়ণ ও মূলধারার রাজনীতিকদের আন্তরিক সম্মাননা



বিশেষ সম্মাননা.....









Hakeem Jeffries
House Minority Leader and leader of the House Democratic Caucus in the U.S. House of Representatives



Jenifer Rajkumar
Assemblymember
Assembly District 38
(Queens neighborhoods of Glendale, Ozone Park, Richmond Hill, Ridgewood, and Woodhaven.)
State office in New York



Shekar Krishnan
Member of the New York City Council District 25
(Northwestern Queens neighborhoods of Jackson Heights, Elmhurst, and parts of East Elmhurst)



"নের্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা দিয়ে বাংলাদেশিরা মূলধারায় তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে। সততা, নিষ্ঠা ও মানবসেবার এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে"
সাহানা হানিফ
প্রথম মুসলিম বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত নারী সিটি কাউন্সিলর, ডিস্ট্রিক্ট ৩৯, নিউইয়র্ক।

BANGLA CDPAP SERVICES
বাঙালীর জন্য বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com



"পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সেবা ভালোবাসা, পারস্পারিক সম্মানবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ শিখেছি। সেটিই বহন করে চলেছি। আমাদেরকে নিয়েই এখন আমেরিকান সমাজ। আমাদের জন্মভূমিতে মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ও দরদ, সেটিই প্রকৃত মানবিক সত্তা। এই অস্তিত্ব নিয়েই আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান সমাজ গড়ছি। জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে আমেরিকার সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রয়াসকে যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছি।"

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ,
বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার
উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির হোম কেয়ার সেবার পৃথিকৃৎ
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এণ্ড অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্।

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

সাহিত্য সাময়িকী

ছবি

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

মোহনায় নদী, সাগরের জল
উপনীত হলো যেখানে
তার-ই বাঁকে ঢেউ
পাহাড়ি আড়াল রাখিয়া
মেখলা সরিয়ে কূলেতে গড়ায়
চাঁদের কিরণ মাখিয়া ।

কুয়াশা ঘনালে ম্লান সারে নদী
পাখিরা দেখেনি কখনো
পেঁচা জেগে থেকে হয়তো দেখেছে
মিথুন কখনো সখনো ।

শৈলশিখরে বাসা বাঁধে যারা
ঝুপ করে নামে খেলিতে
তাহারা বিভোল প্রভাতে এখন জলকেলিতে ।

গাঙচিল ডাকে, বঙ্কিম ডানা উড়ালে
ভানুর কিরণ জল থেকে উঠে ছড়ালে
তরল সোনায় আঁকা হলো ছবি এমনি
নিশি জাগরণ বিফল হয়নি কামিনী ।

শূন্য হাতে রাজসিক প্রত্যাবর্তন

দুখু বাঙাল

না চেয়েই কোনোকিছু
যে তোমার ডানপাশে সারাপথ ছায়া হয়ে হাঁটে
ভালোবাসার হিজাব-আবৃত্ত হয়ে মনে রেখো তারে ।

না পেয়েই কোনোকিছু
যে তোমার ভুলটাকে ফুল বলে লড়ে সব ঘাটে
প্রেমের আলখেল্লা পরে একজীবন খুঁজিয়ো তাহারে ।

না ছুঁয়েই কোনোকিছু
যে তোমার দুঃখরাতে হাতধরে নিয়ে যায় চাঁদোয়াসড়কে
বিরহের হাঁস হয়ে পাড়ি দিয়ো লক্ষ মাইল তাহারই অন্তরে ।

শূন্য হাতে রাজসিক প্রত্যাবর্তন চিরদিন প্রেমেই মানায় ।

যাও

শাহীন রেজা

যাও তবে এ যাওয়া দীর্ঘ করো না

নদীর ফুল বাতাসের পাখি আর রৌদ্রের ঘ্রাণ
চলে গেলে ফিরে আসে না

কবিরা যেতে চায় না এমন কি
ফিরে আসার সুযোগ থাকলেও
সৌমিত তো বলেই দিয়েছে,
হুস বললেই কি উড়ে যাওয়া যায়?

না যায় না,
আর যায় না বলেই আমরা বসে থাকি
একটি টিলায় জলভাঙ্গা সময়ে
শুনি নির্জন হরিণের ডাক; পেঁচা এবং কোয়েলের

ভীষণ অন্ধকার
জলের মত রাত নামছে
তোমার বগল থেকে ভেসে আসা রিভাইভ
আমাকে নিয়ে যাচ্ছে সেই আদিম আন্দিজে
ঈগলের মত দ্রুত পালাচ্ছে সময়

আমি কি যাব হে কাহ্নপা
তোমার কালে
বিদ্ধ হতে এক অলৌকিক সুঁচে?
যাও, তবে ফিরে আসার দরোজাটা
খুলে রেখ ।

ভাবনার ভেতর বাহির

হাবিব ফয়েজি

পিঁপড়ার মতো নিঃশব্দে তোমার চলে যাওয়া
আমাকে ভাবায় নি কসম
কিংবা তোমাকে হারানোর ব্যথায় ব্যথিত হইনি একটুও
তোমার অনিশ্চিত যাত্রা আর অনিরাপদ গন্তব্য
আমাকে ভাবিয়েছে খুব

আমার কথা নাইবা ভাবলে;
একবার অন্তত নিজের কথা ভাবতে...

আঙুলের যৌথ পরশে মাটি আঁকছে তার জীবন

মাসুম আহমদ

মাটি দিয়ে আঁকা আমাদের যে জীবন
সে জীবন মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে
মনোযোগ দিয়ে শুনে সীমান্তের কনসার্ট ।
সন্ধ্যা ডুবে গেলে চেয়ে দেখি
গিটারের তার থেকে বের হয়ে আসে বারুদ,
আমাদের মাঝ থেকে অনেকে
বারুদের খোলস পরে আগুন দিয়ে নেভায় দাবানল,
অনেকে চারাগাছ হয়ে জড়িয়ে থাকে অন্যের শরীর,
কেউ আবার ছায়া হয়ে রোদের ভিতর দিয়ে হেঁটে যায়,
কেউ বা বাঁশি বাজাতে বাজাতে দিগন্তে মিশে যায় ।

রাত গভীর হলে দলেদলে মানুষ তাদের অপেক্ষাদের
ঝুলিয়ে দেয় ক্রিসমাস ট্রিয়ের ডালে ।
ঐদিকে সকাল হতেই
আঙুলের যৌথ পরশ
ছড়ানো ছিটানো মাটি
এবং ব্যক্তিগত জীবন
সব একাকার হয়ে প্রার্থনায় বসে ।

হ্যালুসিনেশন

জেবুন্নেছা জ্যোৎস্না

ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কারো ব্যথাময়
শূন্য ঘরে কার কষ্ট বাজে এ নিঃছিদ্র নির্জনতায়
আমি জেগে, নিশ্চিন্তে ঘুম কালো বিড়াল-
আকাশে নইলে সাদার বিভাজনে
কোথাও পার্পল জখমে মেঘেরা উড়ে যায় ।
বাতাসের রুদ্র গর্জন তখন তর্জনে রাত্তির কাঁপায়!

মধ্য রাত্রির অদৃশ্য অন্ধকারে
কোন সে অশরীরী নারীর আত্মার কান্না
এ্যানিমিক এ আমায় হঠাৎ জাগিয়ে
অযথাই হ্যালুসিনেশনে ভোগায়?

আত্মজিজ্ঞাসায় তুমি যখন জিজ্ঞাসিত হলে

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

সুখবর দিলেন ফেরদৌস-পূর্ণিমা



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার দুই জনপ্রিয় তারকাশিল্পী ফেরদৌস ও পূর্ণিমা। পেশাদার সম্পর্কের বাইরে তারা দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অভিনয়ের বাইরে উপস্থাপনাও করেন এ দুই তারকা। সেটাও জুটি বেঁধেই। কিছুদিন আগে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত একটি সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। নাম 'আহারে জীবন'। এটি পরিচালনা করেছেন ছটকু আহমেদ।

ফেরদৌস আগেও সরকারি অনুদানের সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তবে পূর্ণিমার এটাই প্রথম। এরই মধ্যে সিনেমাটির কাজ প্রায় শেষ। 'আহারে জীবন' সিনেমার পর এ দুই তারকাকে আর কোনো সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যায়নি। এবার ভক্তদের সুখবর দিলেন ফেরদৌস ও পূর্ণিমা।

সম্প্রতি ফেরদৌস ও পূর্ণিমা একসঙ্গে স্টেজ শোতে পারফরম করার প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। কাজের প্রস্তাব বেশ আগেই পেয়েছেন। কিন্তু রান্নাবিষয়ক একটি টেলিভিশন রিয়েলিটি শোয়ের বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন পূর্ণিমা।

সেটার শুটিংয়ের জন্য চলতি বছরে শুরুর দিনগুলো ব্যস্ত ছিলেন তিনি। সেটিরও কাজ প্রায় শেষ। এবার শুরু করবেন স্টেজ শো। এ প্রসঙ্গে ফেরদৌস বলেন, 'এরই মধ্যে কয়েকটি স্টেজ শোতে আমার এবং পূর্ণিমার একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাবও এসেছিল। কিন্তু পূর্ণিমা রিয়েলিটি শো নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আমাদের আর একসঙ্গে কাজ করা হয়ে ওঠেনি। তবে এখন আশা করা যাচ্ছে শিগ্‌গির আমরা একসঙ্গে কয়েকটি স্টেজ শোতে পারফরম করতে পারব।'

এদিকে ফেরদৌস শিগ্‌গির নতুন একটি সিনেমায় অভিনয়ের জন্য কলকাতা যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে বাংলাদেশি কয়েকটি সিনেমার কাজও করবেন তিনি।

মাত্র ৫০০ টাকা নিয়ে মুম্বাইয়ে পা রেখেছিলাম : কঙ্গনা



বিনোদন ডেস্ক: নানা কারণে সবসময়ই আলোচিত-সমালোচিত হন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। কিছু বললেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার করায় তার টুইটার প্রোফাইল সাসপেন্ড করা হয়েছিল এ অভিনেত্রীর।

প্রায় ২০ মাস পর অ্যাকাউন্ট ফিরে পেয়েফের সমালোচনায় সরব হয়েছেন। টুইটারে ফিরেই পাঠান সিনেমাকে ইঙ্গিত করে বলিউডকে বিষোদগার করেন তিনি। কিন্তু ছবিটি দেখে প্রশংসায় ভরিয়েছেন অভিনেত্রী। তিনি সদ্য শেষ করেছেন 'ইমার্জেন্সি' ছবির শুটিং। এ ছবির জন্য নানা চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী নন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেন, প্রতি মুহূর্তেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে গেছি। যখন মুম্বাইয়ে পা রেখেছিলাম, সঙ্গে ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। তাই যদি সর্বস্বান্তও হয়ে যাই, আবার শক্তি সঞ্চয় করে ঘুরে দাঁড়াতে পারব, সেই সাহস আছে। টাকা-পয়সা, সম্পত্তি আমার কাছে বড় নয়। এসবের কোনো অর্থ নেই।

২০২১-এ 'ইমার্জেন্সি' ছবির ঘোষণা করেন কঙ্গনা রানাউত। ছবিতে দেশের অন্যতম চর্চিত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন 'গ্যাংস্টার'খ্যাত অভিনেত্রী। ছবিটি নির্মাণের জন্য নিজের সব সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন বলে জানিয়েছেন কঙ্গনা।

দেবকে যে প্রশ্ন করতে চান সাবেক প্রেমিকা শুভশ্রী

বিনোদন ডেস্ক: টলিউড সুপারস্টার দীপক অধিকারী, যিনি দেব নামে পরিচিত। বয়স চল্লিশেও ব্যাচেলর খেতাব নিয়ে দিব্যি চলছেন। তবে তার বিয়ে নিয়ে মাথা ব্যথার শেষ নেই অনুরাগীদের।

অন্যদিকে দেব কবে বিয়ে করছেন? তা জানতে আগ্রহী সাবেক প্রেমিকা শুভশ্রীও। এটি কোনো রূপকথার গল্প নয়, একদম সত্যি। দেবের সঙ্গে দেখা হলে এই প্রশ্ন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন রাজ ঘরণী।





জি বাংলার টক শো অপুর সংসারে এ প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন পরিণীতার নায়িকা। বর্তমানে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে সুখের সংসার করছেন শুভশ্রী। তবে দেবের সঙ্গে শুভশ্রীর প্রায় সাত বছর প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওপেন সিক্রেট। এই সম্পর্কের কথা সেভাবে স্বীকার করেননি তারা। তবে প্রেম ভাঙার পর সবটা পরিষ্কার হয়েছিল।

টক শোতে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক শাশ্বত শুভশ্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, পেজ থ্রি রিপোর্টার হলে দেবকে কী প্রশ্ন করবেন তিনি। নায়িকার তড়িঘড়ি জবাব ছিল- 'বয়সটা কত হলো দেব? বিয়েটা কবে করছ?' এমন কথা শুনে তো অপুদারও মুখ বন্ধ। এরপর হাসিমুখে দেবের কাছে আরও একটা প্রশ্ন রাখেন শুভশ্রী। 'ধূমকেতুটা কি রিলিজ করছ?'

'চ্যালেঞ্জ' দিয়ে দেব-শুভশ্রী জুটির যাত্রা শুরু হয়। এরপর 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে', 'খোকাবাবু', 'রোমিও' দিয়ে একসঙ্গে পর্দা কাঁপিয়েছেন তারা। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরেও দেব তার প্রযোজিত প্রথম ছবির নায়িকা করেছিলেন শুভশ্রীকে। তাদের সেই ছবি (ধূমকেতু) আজও আলোর মুখ দেখেনি। নেপথ্যে সহ-প্রযোজক রানা সরকারের সঙ্গে মতের অমিল। দেব-শুভশ্রী ভক্তদের একান্ত চাওয়া ছবিটি মুক্তি পাক।

দেবের বিয়ে নিয়ে শুভশ্রী উৎসুক হলেও 'প্রজাপতি' অভিনেতা আছেন একেবারে বিন্দাস মুডে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়তে চান আরও কিছুদিন। দেবের কথায়- 'এখন তো বিয়ে হওয়ার চেয়ে ভাঙছে বেশি! এ সময় ভালো থাকা, সুস্থ সম্পর্কে থাকাই আসল।

১২ দিনের সংসারে ১০৬ কোটি টাকা পাচ্ছেন পামেলা!



বিনোদন ডেস্ক: বিয়ের পর মাত্র ১২ দিনের সংসার। তার পরেই বিচ্ছেদ। প্রাক্তন স্ত্রী পামেলা অ্যান্ডারসনের জন্য নিজের উইলে ১০৬ কোটিরও বেশি টাকা (১০ মিলিয়ন ডলার) রেখে যাচ্ছেন জন পিটার্স। যুক্তরাষ্ট্রের পিপুল ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২০ সালে বিয়ে হয়েছিল তাদের। বিয়ের পর সংসার করেছেন মাত্র ১২ দিন। তারপরই বিচ্ছেদ। তবে বিচ্ছেদ মানেই যে ভালোবাসায় ইতি নয় সেটাই প্রমাণ করলেন জন পিটার্স। নিজের উইলে সাবেক স্ত্রী পামেলা অ্যান্ডারসনের জন্য রেখে যাচ্ছেন ১০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১০৬ কোটিরও বেশি।

২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে পাত্র, 'ব্যাটম্যান', 'সু-পারম্যান রিটার্নস'-এর মতো জনপ্রিয় ছবির প্রযোজক জন পিটার্সের সঙ্গে বিয়ে সারেন 'বেওয়াচ'-খ্যাত মডেল-অভিনেত্রী পামেলা অ্যান্ডারসন। তবে সেই বিয়ে ১২ দিনের বেশি টেকেনি। সেই বছরই ১ ফেব্রুয়ারী বিচ্ছেদের জন্য আইনি পথে আবেদন জানান নবদম্পতি।

আশির দশক থেকেই পরিচয় ছিল পামেলা ও জনের। ১৯৮০ সালে প্রথম প্লে-বয় ম্যানসনে পামেলাকে দেখেন জন পিটার্স। পামেলা তখন বছর ১৯-এর কিশোরী। প্রথম দেখাতেই পামেলাকে মনে ধরেছিল জনের। তার পর কেটে গিয়েছে প্রায় ৩০ বছর।

একে অপরের বন্ধু হিসেবে বিপদে-আপদে পাশে থেকেছেন পামেলা ও জন। তার পর হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব। জনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন পামেলা। মোবাইলে এসএমএস করে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জন পিটার্স জানান, সেই সময় অন্য এক নারীর বাগ্‌দত্ত ছিলেন তিনি, তবে পামেলার হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেননি তিনি।

পাঠান দেখে শাহরুখের উদ্দেশে যা লিখলেন আনুশকা

বিনোদন ডেস্ক: চার বছর পর প্রেক্ষাগৃহে ফিরেই রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে চলেছে শাহরুখ খান অভিনীত সিনেমা পাঠান। মুক্তির প্রথম দিনেই ভারত থেকে আয় করেছে প্রায় ৫৫ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিন শেষে আয়ের অঙ্ক ঠেকেছে ১২৫কোটিতে। সারা দুনিয়া থেকে দুই দিনে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত সিনেমাটি আয় করেছে ২২৫ কোটি রুপি।

মুক্তির পরপরই অনেক বলিউড তারকাদের প্রশংসায় ভাসছে ছবিটি। এবার এই লম্বা তালিকায় যুক্ত হলো আনুশকা শর্মার নাম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাঠান ছবির প্রশংসা করেছেন আনুশকা শর্মা। খবর দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

ইনস্টাগ্রামে আনুশকা লিখেছেন, দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অবশেষে এটা মুক্তি পেলো। সত্যিই প্রশংসনীয়।

পোস্টে শাহরুখ খানকে ট্যাগ দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান আনুশকা শর্মা। তিনি আরও বলেন, দুদিনেই এতো পরিমাণ আয়ের রেকর্ড অভাবনীয়। এ সময়



দীপিকা পাড়ুকোন ও জন আব্রাহামকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন আনুশকা শর্মা। এদিকে আনুশকার এই পোস্ট স্টোরিতে শেয়ার করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। এর আগে জাহ্নবি কাপুরসহ আরও অনেক বলিউড তারকা পাঠান ছবির প্রশংসা করেছেন।



মাশরাফির আরও একটি মাইলফলক

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা শনিবার (২৮ জানুয়ারী) আরও একটি মাইলফলক স্পর্শ করলেন। এদিন সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএলের ম্যাচ খেলতে নেমে চট্টগ্রামের বিপক্ষে নতুন এই মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে বিপিএলে ১০০ ম্যাচ খেলেন সিলেট স্ট্রাইকার্সের এই অধিনায়ক। বিপিএলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার তালিকায় সবার ওপরে আছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম। এরপর এনামুল হক বিজয় ঢুকেছেন এলিট ক্লাবে। ইমরুল কায়েস শনিবার দুপুরে খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে নিজের শততম ম্যাচ খেলেছেন।

সিলেট স্ট্রাইকার্সের অধিনায়ক মাশরাফি ৯৯ ম্যাচে ৯৪টিতে খেলেছেন অধিনায়ক হিসেবে। যেখানে সবচেয়ে সফল তিনিই। এর মধ্যে ৬০ ম্যাচ জিতেছেন। হেরেছেন ৩৪ ম্যাচ। জয়ের শতাংশ ৬৩.৮২।

অধিনায়ক হিসেবে সফল হওয়ার পাশাপাশি বোলার মাশরাফিও বেশ সফল। ৯৬ ইনিংসে ৯৬ উইকেট পেয়েছেন। সেরা বোলিং ১১ রানে ৪ উইকেট। উইকেট সংখ্যায় তার চেয়ে এগিয়ে আছেন কেবল রুবেল হোসেন (৯৭) ও সাকিব আল হাসান (১২৬)।

বিপিএলে মাশরাফির আরও একটি রেকর্ড অনন্য। অধিনায়ক হিসেবে চারবার বিপিএলের ট্রফিতে চুমু খেয়েছেন। ঢাকা গ্যাডিয়েটর্সের হয়ে পরপর দুই মৌসুম শিরোপা জেতার পর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ও রংপুর রাইডার্সকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন।



বিশ্বকাপে অসদাচরণ

উরুগুয়ের চার ফুটবলার নিষিদ্ধ

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপে অসদাচরণের দায়ে দিয়েগো গোডিন, এডিনসন কাভানিসহ উরুগুয়ের চার খেলোয়াড়কে বিভিন্ন মেয়াদে নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। উরুগুইয়ান ফুটবল ফেডারেশনকে এ ঘটনায় ৫০ হাজার সুইস ফ্রাংক জরিমানাও করা হয়েছে। একই সাথে পরবর্তী হোম ম্যাচে তাদের স্টেডিয়ামের একটি অংশ সমর্থকদের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ডিসেম্বরে বিশ্বকাপের মঞ্চে ঘানার বিপক্ষে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচটিতে রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন উরুগুয়ের খেলোয়াড়রা। তিন গোলের ব্যবধানে জিততে পারলে তাদের শেষ ১৬ নিশ্চিত হতো। কিন্তু নাটকীয়ভাবে উরুগুয়েকে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়। ম্যাচ শেষে রেফারি ড্যানিয়েল সিয়েবার্ট উরুগুয়ের কিছু খেলোয়াড়ের তোপের মুখে পড়েছিলেন।

সেই মুহূর্তে অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার কাভানি মাঠের বাইরে রাখা ভিএআর মনিটর ঘুষি মেরে ফেলে দেন! এ ঘটনায় ডিফেন্ডার হোসে মারিয়া জিমি

শুটিং বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মেয়ের ইতিহাস

স্পোর্টস ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় চলমান শুটিং বিশ্বকাপে মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ষষ্ঠ হয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন বাংলাদেশের মেয়ে কামরুন নাহার কলি। আর এতেই প্রথম বাংলাদেশী শুটার হিসেবে বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলার গৌরব অর্জন করেন কলি। এখনও পর্যন্ত পদক নির্ধারণী পর্যায় পর্যন্ত খেলতে পারেনি বাংলাদেশ। তবে এবার ফাইনালে উঠেন নতুন দিগন্তের সূচনা করলেন শুটার কামরুন নাহার কলি। ফাইনালে অবশ্য ভালো করতে পারেননি কলি। আট জনের মধ্যে অষ্টম হয়েছেন তিনি।

পদক না পেলেও ফাইনাল রাউন্ডে খেলাটা বাংলাদেশের জন্য বেশ গৌরবের। নাহার গত অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও দারুণ পারফরম্যান্স করেছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় তিনি ৬২৯ স্কোর করেছিলেন, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্কোর।





ফাইনালে দলকে চাঙ্গা করতে যা বলেছিলেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক: লিওনেল মেসির নেতৃত্বে কাতার বিশ্বকাপের শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনালে ডিপেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়ে ৩৬ বছরের শিরোপা খরা কাটায় আর্জেন্টিনা। কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে ফাইনালে ৮০ মিনিট পর্যন্ত মেসি ও ডি মারিয়ার গোলে এগিয়ে থেকে শিরোপার অপেক্ষায় ছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু খেলার ৮০ ও ৮১ মিনিটে মাত্র ২ মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন ফ্রান্সের তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে।

এরপর নির্ধারিত সময়ে আর কোনো গোল না হওয়ায় খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়েও মেসির গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। এরপর পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে ফের সমতায় ফেরান এমবাপ্পে। ১২০ মিনিট খেলা শেষে স্কোর লাইন ছিল আর্জেন্টিনা ৩-৩ ফ্রান্স। চ্যাম্পিয়ন দল নির্ধারণে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুটআউটে ফ্রান্সকে ৪-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জিতে নেয় আর্জেন্টিনা।

ফাইনাল ম্যাচের রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি নিয়ে আর্জেন্টাইন তারকা ডি মারিয়া বলেন, 'আমি অনুভব করছিলাম, পুরো পৃথিবী ভেঙে পড়ছে। আর এটা (বিশ্বকাপ) আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। আমরা যখন ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, একদিকে মনে হচ্ছিল- বিশ্বকাপ আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। আবার অন্যদিকে মনে হচ্ছিল- আমি যেসব ফাইনালে গোল করেছিলাম, সেগুলোতে আমরা হারিনি। তাই আমার মনে হচ্ছিল, আমরা হারব না। এসব আমার মাথায় ঘুরছিল।'

ফাইনালের আগে সতীর্থদের উদ্দেশ্যে অধিনায়ক মেসি কী বলেছিলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে ডি মারিয়া বলেন, 'সে খুব শান্ত ও স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেছিল। আমরা ১১ জন যখন এগিয়ে যাচ্ছিলাম, সে অল্প কথা বলেছিল। আমার পুরোপুরি মনেও নেই। সেটা কোপা আমেরিকার মতো ছিল না। আমরা সবাই জানতাম, আমরা কী জন্য খেলছি।'



৭০ শতাংশ রেললাইন জরাজীর্ণ

অত্যাধুনিক ইঞ্জিনেও ওঠে না গতি

ঢাকা ডেস্ক: কোনোভাবেই বাড়ছে না ট্রেনের গতি। এমনকি ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার গতিসম্পন্ন অত্যাধুনিক ইঞ্জিন-কোচ রেলবহরে যুক্ত করেও আসছে না কাঙ্ক্ষিত ফল। উলটো নেমে আসছে ৬০ কিলোমিটারে। জরাজীর্ণ রেললাইনের কারণেই মূলত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া ৭৩ শতাংশ ইঞ্জিন ও ৫২ শতাংশ কোচ মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ১৩৫০টি অবৈধ লেভেল ক্রসিংও গতিরোধে অনেকটা দায়ী। অথচ গত এক যুগে রেলের উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৯৫ হাজার কোটি টাকা। চলমান আছে আরও পৌনে ২ লাখ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। এর মধ্যে লাইন সংস্কারে প্রতিবছর বরাদ্দ থাকে মোটা অঙ্কের টাকা। কিন্তু সেখানে লাগেনি উন্নয়নের ছোয়া।

সারা দেশের ৩ হাজার ৯৩.৩৮ কিলোমিটার রেলপথের ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ রেললাইন এখনো চরম ঝুঁকিপূর্ণ। পাশাপাশি রেলব্রিজগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

আরও জানা যায়, ৯৫ হাজার কোটি টাকার ৮৫ শতাংশ অর্থই খরচ হয়েছে নতুন রেলপথ তৈরি, রেলের ইঞ্জিন-কোচ ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও বেতনভাতা বাবদ। জরাজীর্ণ রেলপথ বরাবরই উপেক্ষিত থাকছে বছরের পর বছর। ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের মিল না থাকায় লোকসান বাড়ছে লাফিয়ে। লাগাম টানতে দুই দফা ভাড়াও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু সুফল পাচ্ছেন না সাধারণ যাত্রীরা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সময় মেনে ট্রেন চলার হার ছিল গড়ে ৮৭ শতাংশ। বর্তমানে ৬০-এর নিচে। অথচ রেলে মোটা বিনিয়োগের মূল শর্ত ছিল ট্রেনের গতি বাড়বে, শি-ডিউল অনুযায়ী ট্রেন চলবে। রেলপথ হবে নিরাপদ। শূন্যের কোঠায় আসবে লাইনচ্যুত ও দুর্ঘটনা। ৯০ শতাংশ লাইনচ্যুত হয় শুধু জরাজীর্ণ-ঝুঁকিপূর্ণ লাইনে।

আরও জানা যায়, গত এক যুগে রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য যে খরচ করা হয়েছে, এর মধ্যে সারা দেশের রেলপথ সংস্কারে বরাদ্দ ছিল ৯০০ কোটি টাকার কম। আর গত অর্থবছরে একই খাতে (রেলপথ সংস্কার) বরাদ্দ ছিল ১১০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ ১২৩ কোটি টাকা।

রেলের প্রকৌশল দপ্তরের সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ-রেলপথ সংস্কারের জন্য প্রতিবছর যে কাজ করা হচ্ছে, সেটি যদি সঠিকভাবে করা হতো, তাহলে রেললাইনের অবস্থা এতটা করুণ হতো না। মূলত দায়িত্বপ্রাপ্তদের অবহেলা, দুর্নীতিসহ নানা অনিয়ম হওয়ার কারণেই অর্থ খরচের পরও উন্নতি হচ্ছে না।

জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, রেলপথ ঝুঁকিপূর্ণ হলে ভ্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ হবে। রেলে লাগাতার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, কয়টি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে? রেলপথ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণে অনীহা চরম আকারে।

এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আনা জরুরি। এত উন্নয়ন হলে যাত্রীরা কেন সুফল পাচ্ছে না। মনে রাখতে হবে, উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি পদে পদে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্পদের পরিমাণ-উৎস খোজা উচিত। রেলে উন্নয়ন প্রকল্পে অস্বাভাবিক ব্যয় হচ্ছে, যেখানে দুর্নীতি থাকার শঙ্কা আছে।

রেলওয়ের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, চলমান রেলপথের প্রায় ৭৫ শতাংশই বড় ধরনের মেরামত প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পর ২ বছর ধরে প্রকল্প তৈরির প্রক্রিয়া চলছে, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু হয়নি। চলমান লাইন, ব্রিজ যথাযথ সংস্কারে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন।

এদিকে রেলে বর্তমানে অত্যাধুনিক ট্যাম্পিং মেশিনের প্রয়োজন ন্যূনতম ১৫টি। যার মাধ্যমে রেললাইনের যাবতীয় ত্রুটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে এই মেশিন মাত্র ৪টি রয়েছে। যার দুটি দীর্ঘদিন অকেজো। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে হেঁটে হেঁটে রেললাইন দেখাশোনা করা হয়। তাও নিয়মিত করা হয় না।

বর্তমানে ৩৬৬টি যাত্রীবাহী এবং ৫০টি মালবাহী ট্রেন চলাচল করছে। ১৩ বছরে অত্যাধুনিক ৫৫০টি যাত্রীবাহী কোচ, ৭৮টি ইঞ্জিন, ২০ সেট ডেমু, ৫১৬টি ওয়াগন এবং ৩০টি বগি ব্রেক ভ্যান, ২টি রিলিফ ক্রেন কেনা হয়েছে। ১৪২টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। বিদ্যমান ৪৪টি ট্রেনের রুট বর্ধিত করা হয়েছে।

জানতে চাইলে রেলওয়ে মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো. কামরুল আহসান যুগান্তরকে বলেন, রেলে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। প্রকল্প গ্রহণ-বাস্তবায়নও হচ্ছে। কিন্তু রেলপথ সংস্কার খুবই জরুরি। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। এ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সবচেয়ে শঙ্কার জায়গা হচ্ছে, অবৈধ লেভেল ক্রসিং, মেয়াদোত্তীর্ণ ইঞ্জিন-কোচ। এসব নিয়েই আমাদের ট্রেন চালাতে হচ্ছে। আমরা অত্যাধুনিক ইঞ্জিন-কোচ ক্রয় করছি। নতুন লাইনে সর্বোচ্চ গতি নিয়ে ট্রেন চালানো সম্ভব। কিন্তু পুরোনো লাইনগুলোয় নির্ধারিত গতি নিয়ে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। চলমান লাইন সংস্কারেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আমরা বহুবার লিখিতভাবে বিভিন্ন সংস্থার কাছে বলেছি অবৈধ লেভেল ক্রসিং বন্ধ করতে। আমরা বন্ধ করলেও পুনরায় চালু করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

খোজ নিয়ে জানা যায়, রেলে মোট ৩ হাজার ৯৩.৩৮ কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে মিটারগেজ ১৬৭৯.৮৩, ব্রডগেজ ৮৭৯.৮৫ এবং ডুয়েলগেজ ৫৩৩.৭০ কিলোমিটার রেলপথ আছে। রেলওয়ে প্রকৌশল দপ্তর বলছে, নতুন কিংবা পুরোনো লাইনে কোনোমতেই ৮ ইঞ্চি পুরুর কম পাথর থাকা যাবে না। তবে গত ১৩ বছরে যেসব অত্যাধুনিক রেল ইঞ্জিন ও কোচ আমদানি করা হয়েছে, সেগুলো ১৩০ থেকে ১৪০ কিলোমিটার গতিসম্পন্ন। গতি বেশি নিয়ে চলতে হলে লাইনে ১৫ থেকে ১৮ ইঞ্চি পাথর থাকতে হয়। আর উচ্চগাতির ট্রেনের জন্য প্রয়োজন ২০ থেকে ২২ ইঞ্চি পাথর। আর বাস্তব অবস্থা হচ্ছে রেলপথের প্রায় ৯০ শতাংশ স্থানে ৬ ইঞ্চি পুরু পাথর নেই। কোনো কোনো স্থানে একেবারেই পাথর নেই।









নিউইয়র্কে নীলফামারীর তিন ব্যক্তিকে বৃহত্তর রংপুর সমিতির সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক: নীলফামারী জেলার তিনজন স্বনামধন্য ব্যক্তির নিউইয়র্ক আগমন উপলক্ষে বৃহত্তর রংপুর জনকল্যাণ সমিতি গত ২১ জানুয়ারী শনিবার এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি খতিব উদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে আগত অতিথিবৃন্দকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। অতিথিরা হলেন নীলফামারী নতুন বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক, সমাজসেবক আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াহেদ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর সাবেক কর্মকর্তা শামসুল ইসলাম, ঝাড়বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল গণি খান। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ও নীলফামারী জেলা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রোকন সস্ত্রীক উপস্থিত থাকায় তাদেরকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নূর ইসলাম বর্ষনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ মীর রশিদ, মোশারফ হোসেন, ওয়াহিদুল ইসলাম, আবদুর রহিম, রোকনুজ্জামান রোকন, সাবিহা, পিয়া, সুলতানা, নাজমা খাতুন প্রমুখ।

সংবর্ধনায় অতিথিবৃন্দ বলেন, বৃহত্তর রংপুর সমিতির মহত কর্মে আমরা অভিভূত। আমরা সমিতির সাথে একত্মতা ঘোষণা করলাম।



সভাপতি খতিব উদ্দিন বলেন, ১৯৯৩ সালে বৃহত্তর রংপুর জনকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি আমরা জনকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। ইতিপূর্বে উলিপুরের ৪টি পরিবারকে রিক্সা প্রদান করেছি। ডোমারে দুস্থ মহিলাদের পূর্ণবাসনের জন্য ৮টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। সমিতির উপদেষ্টা ডা. রেহেনা জামান এর অর্থায়নে প্রতি বৎসর ১০ জন গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া বন্যায় ত্রান সামগ্রী, অন্ধ লোকের মাঝে লাঠি বিতরণসহ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এবারের শীতে সমিতির সভাপতি খতিব উদ্দিন সরকার নিজে উপস্থিত থেকে উলিপুর, ডোমার, চিলমারি, চিলাহাটি, নীলফামারী জেলায় শীতার্থ মানুষের মাঝে বিপুল পরিমাণ শীতবস্ত্র বিতরণ করে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফিরে আসে। বৃহত্তর রংপুর সমিতির কার্যক্রম মানব সেবায় নিয়োজিত, এটা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

---

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

নিউইয়র্ক নর্থ জোন লিডারশীপ এডুকেশন সেশনে অনৈতিক কাজ পরিহার করার আহবান







মুনা বুলেটিন: মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র লিডারশীপ এডুকেশনাল ক্যাম্পে আলোচকবৃন্দ বলেছেন, দুনিয়া জীবন খুবই সীমিত, মানুষের আসল স্থান হলো আখেরাত। আখেরাতের অনন্ত জীবন সুন্দর ও স্বার্থক করার লক্ষ্যে দুনিয়াতে অনৈতিক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। গত ১৪ জানুয়ারী দিন ব্যাপী " লিডারশীপ এডুকেশন সেশন-এ আলোচকবৃন্দ এ কথা সব বলেন। নিউইয়র্ক নর্থ জোনের কার্যালয়ে (আর রাইয়্যান মসজিদ) অনুষ্ঠিত এডুকেশন সেশনে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি রাশেদুজ্জামান রাশেদ। পুরুষ ও মহিলা প্রায় তিনশত লোকের উপস্থিতিতে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ,সাবেক ন্যাশনাল প্রেডিডেন্ট মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা এবিএম ফয়েজ উল্লাহ, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী,
কেন্দ্রীয় মজলিশ শুরা সদস্য আবুসামীহাহ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নর্থ জোন সেক্রেটারী মাওলানা তোয়াহা আমিন খান। আলোচকবৃন্দ বলেন, দ্বীন ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হিসেবে গড়ে তোলা। ইবাদত বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত করা এবং তার পাশাপাশি উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও উত্তম আচার ব্যবহার অবলম্বনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে ঈমানের উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত করার জন্যই আমাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রেরণ করেছেন। তারা বলেন, রাসূল (সা.) স্বয়ং ছিলেন উত্তম নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম উদাহরণ। সুতারাং ইসলামের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেককে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা:) এর আর্দশে পরিচারিত হতে পারলেই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা সম্ভব হবে। এডুকেশনাল ক্যাম্পের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, মোহাম্মদ দিদারুল আলম, দেলোয়ার মজুমদার, মমিনুল ইসলাম মজুমদার, আব্দুল্লাহ, আবুল হাসেম, মঞ্জুর আহমেদ প্রমুখ।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফোর্সার স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
সাধারণ স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com









বগুড়া সোসাইটির যৌথসভায় কবরস্থানের জায়গা ক্রয়ে সন্তোষ প্রকাশ

নিউইয়র্ক: প্রবাসী বগুড়াবাসীর প্রাণের সংগঠন বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক এর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত প্রকল্প, মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল জায়গা ক্রয় করার প্রচেষ্টা এখন সফল হয়েছে। সেই বিষয়ে বিস্তারিত জাননো এবং আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ, উপদেষ্টা পররিষদ ও ট্রাষ্টি বোর্ডসহ সকল বগুড়াবাসী যৌথভাবে একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জ্যাকসন হাইটসের মামুন টিটরিয়ালে গত ২১ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দ। সভা সঞ্চালনা ও কবরস্থানের জায়গা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

যৌথসভায় বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য যথাক্রমে আব্দুল মান্নান, আজিজুল হক মুন্না, মোঃ সাইফুল ইসলাম মান্না, রাফেল তালুকদার ও আতোয়ারুল আলম, সিনিয়র সহ সভাপতি ড. জাকিরুল ইসলাম, সহ সভাপতি মোহাম্মাদ আলী, সহ সভাপতি জুয়েল আহদে, সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদ আল হেলাল (রতন), প্রচার সম্পাদক গোলাম রব্বানী রাজু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, সহ আপ্যায়ন সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম রুবেল, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোঃ সাইফুল ইসলাম (কুইন্স), নাফিউস সাদি, আবু তাহের, আবু তাহের এম আলম প্রমুখ।

সভায় এরকম একটি মহৎ কাজের সাথে একমত পোষন এবং বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তাদের পদক্ষেপের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সহ সভাপতি মোহাম্মাদ আলী।

এছাড়াও সভায় সংগঠনের সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দ এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলামকে সাধুবাদ জানান এবং ভুয়সী প্রশংসা করেন।

এদিকে বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক এর উদ্যোগে মানুষের জীবনের সর্বশেষ ঠিকানা ৩০০ টি কবরস্থান ক্রয়ের কন্টাক্টপেপারসহ আনুসঙ্গিক কাগজপত্র গত ২৫ জনুয়ারী বুধবার সোসাইটির সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দ এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করেছেন কবরস্থানের জায়গার স্বত্ত্বাধীকারী মিষ্টা মাইকেল। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, জাসাস, মুক্তিযোদ্ধা দল ও শ্রমিক দলের উদ্যোগে শহীদ জিয়ার জন্মদিন পালন



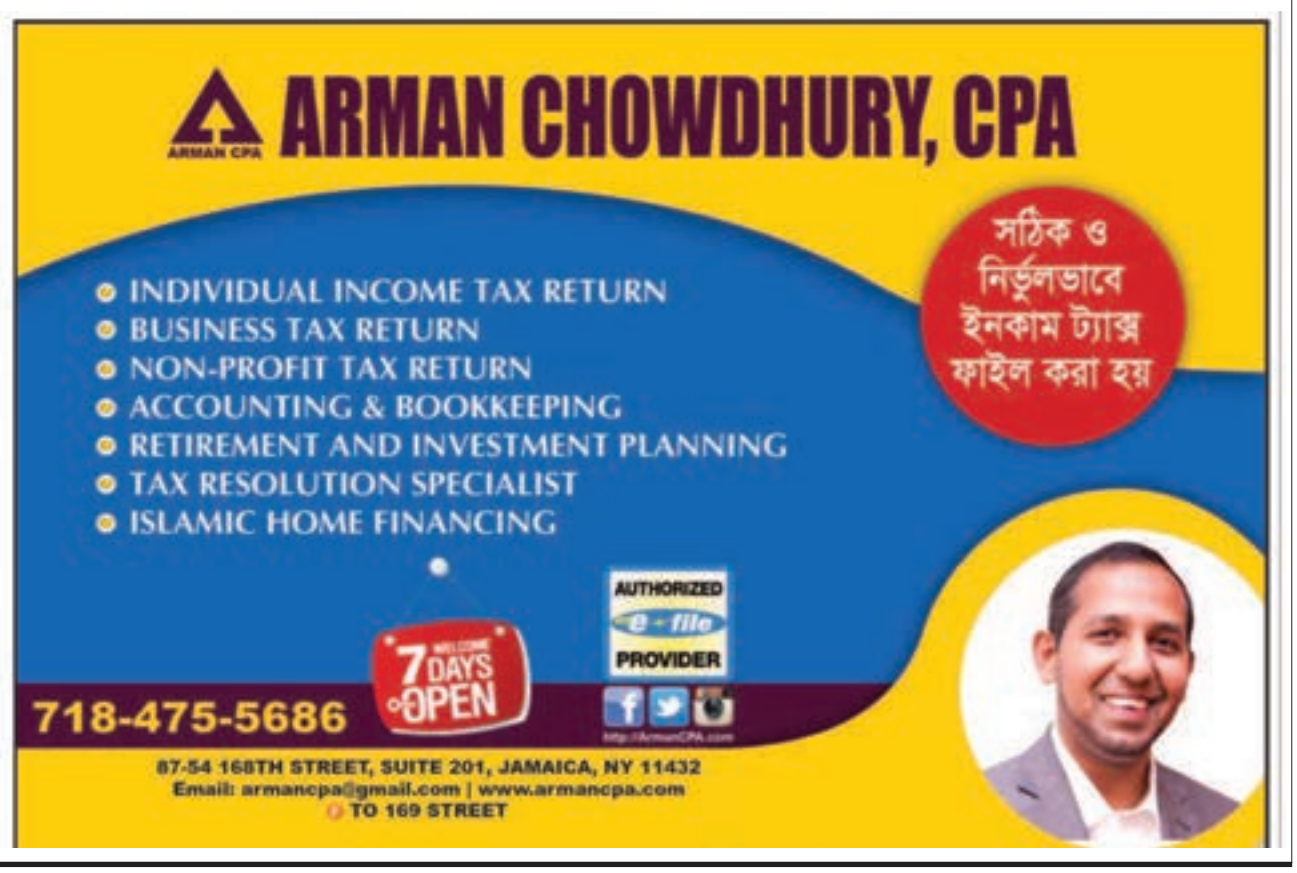
নিউইয়র্ক: বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৮৭তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, জাসাস, মুক্তিযোদ্ধা দল ও শ্রমিক দলের যৌথ উদ্যোগে গত ২২ জানুয়ারী রোববার বাদ এশা জ্যাকসন হাইটস জামে মসজিদে এ উপলক্ষে এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ওই মসজিদের খতিব মাওলানা মোহাম্মদ সাদেক দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও আরাফাত রহমান কোকো সহ শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে আহতদের সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বাবর উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রহমান সায়েম, সদস্য সচিব জাহাঙ্গির সোহরাওয়ার্দী, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মাকসুদ আহমেদ প্রমুখ। দোয়া মাহফিলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ জিয়া ছিলেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক। আর আওয়ামী সরকার বাকশাল কায়েম করে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিলো। বক্তারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেবে না। নব্য বাকশালী সরকার ও ভারতীয় সেবাদাসের সরকারের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশের জনগণ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তরুন প্রজন্মের অহংকার তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করবে ইনশাল্লাহ। দেশ ও প্রবাসের সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে হাসিনা সরকারের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







অনূর্ধ্ব-১৯ নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম

(শেষের পাতার পর)

ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা নিজেদের করে নেয় শেফালিরা। রোববার (২৯ জানুয়ারী) দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্টরুমে ফাইনালে মুখোমুখি হয় ইংল্যান্ড-ভারত। এদিন আগে ব্যাটিংয়ে নেমে তিতাস সাধু, আর্চানা দেবি, পারশাভি চোপড়াদের বোলিং তোপে ১৭.১ ওভারে ৬৮ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। টার্গেট তাড়ায় ৩৬ বল হাতে রেখেই ৭ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে ভারত।

ফাইনালে হারলেও আসরজুড়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে টুর্নামেন্ট সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক গ্রেস স্ক্রিভেন্স। আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৯২ রানের পাশাপাশি বল হাতে ৯ উইকেট পেয়েছেন এই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।

টুর্নামেন্টে সাত ম্যাচে ৯৯ গড়ে সর্বোচ্চ ২৯৭ রান করেছেন ভারতের ওপেনার শ্বেতা সেহরাওয়াত। তিনটি ফিফটি করেছেন তিনি। সর্বোচ্চ ইনিংস অপরাজিত ৯২ রানের।

বোলিংয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ১৫ বছর বয়সী পেসার ম্যাগি ক্লার্ক। পাঁচ ম্যাচে তার শিকার ১২ উইকেট। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে নেওয়া ১৫ রানে ৩ উইকেট তার সেরা বোলিং।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ইংল্যান্ড: ১৭.১ ওভারে ৬৮ রান।
ভারত: ১৪ ওভারে ৬৯/৩ রান।
ফল: ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৭ উইকেটে জয়ী
প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ: তিতাস সাধু
প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট: গ্রেস স্ক্রিভেন্স

সকালের নাস্তায় কি শর্করা খাবেন?

(শেষের পাতার পর)

ঘটনা ঘটতে থাকলে শরীরে ক্যালরির ঘাটতি পড়ে। এর ফলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। অথচ প্রাতঃরাশই আমাদের সারা দিনের শক্তির জোগান দেয়। রাতের খাবার খাওয়ার পর দীর্ঘ ১০-১২ ঘণ্টা উপবাস ভাঙা হয় প্রাতঃরাশ দিয়ে।

স্বাভাবিকভাবেই এই খাবারটি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত শক্তি শরীরের বিপাক ক্রিয়ায় খরচ হয়ে যায়। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো এটি খরচ হতে থাকে। এ জন্য ঘুম থেকে উঠার পরই এটা পূরণ করে ফেলা উচিত। সেই কারণে যারা সকালে কিছুই খান না, তারা ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করেন।

সকালের নাস্তায় শর্করা কতটা শক্তির যোগান দেন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বারডেমের অবসরপ্রাপ্ত চিফ নিউট্রিশন অফিসার আখতারুন নাহার আলো।

অনেকে মনে করেন সকালের নাস্তা না খেলে ওজন কমে যাবে। আসলে তা হয় না। পর্যাপ্ত ও স্বাস্থ্যকর নাস্তা আপনার দৈহিক ওজন বজায় রাখতে সাহায্য করে। দেহের বিপাক ক্রিয়াকে বাড়িয়ে দেয় এবং সারা দিন ধরে প্রচুর শক্তি খরচ করতে সহায়তা করে। যদি নাস্তা বাদ দেওয়া হয়, তাহলে কার্য প্রবণতা ও কর্মক্ষমতা কমে যাবে।

সকালের নাস্তা অবশ্যই সুষম হতে হবে। কারণ আমাদের দেহে প্রতিটি খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন আছে। এ সময় শর্করার দিকে জোর দিতে হবে। শর্করা আমাদের দেহে সেরোটোনিন নিঃসরণের মাধ্যমে মন, মেজাজ ও মানসিক অবস্থাকে উন্নত করে। ফলে মনকে সজীব ও সতেজ রাখে। অর্থাৎ শর্করা শুধু শক্তিই প্রদান করে না।

সকালের নাস্তায় পানীয় হিসাবে রাখা যেতে পারে গ্রিনটি, চা-কফি, লাচ্ছি, ঘোল, ফলের রস ইত্যাদি। খুব ভালো হয়, যদি ঘুম থেকে উঠার দু'এক ঘণ্টা পর সকালের নাস্তা খেয়ে ফেলা যায়। যেহেতু এটা দিনের প্রথম খাবার এবং আগের রাতের পরিপূরক, সে কারণেই আগের রাতের খাওয়ার সময়ের সঙ্গে ভারসাম্য রেখেই নাস্তার সময় ঠিক করা ভালো। রাতের খাবার ও সকালের নাস্তার মধ্যে যেন বারো ঘণ্টার বেশি ব্যবধান না হয়। নাস্তা খাওয়া উচিত সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে।

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন এবং
বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923


Sarwor Khan
LIC. Real Estate Saleperson
Cell: 347-665-7580
EXIT REALTY PRIME
This is the best time to Buy or Sell your home
বাড়ী কিনার এখনই উপযুক্ত সময়
সুলভে বাড়ী কিনতে
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
• Residential
• Commercial
• Co-op Condo
• HUD
• Pre-Forclosure
• Rental & Short Sale
• রেসিডেনসিয়াল
• কমার্শিয়াল
• কো-অপ কনডো
• HUD-বাড়ি
• প্রি-ফরক্লোজার
• ভাড়া ও শর্ট সেল

189-10 Hillside Ave, Jamaica NY 11423
Tel: 718-262-0205 Cell: 347-665-7580
Email: sarworexitrealty@gmail.com, Web:Exitprimeny.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
• INCOME TAX
• IMMIGRATION
• ACCOUNTING
• TAX AUDIT
• BUSINESS SETUP
• TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com













প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের ব্যতিক্রমী পিঠা উৎসব

আহমেদ শরীফ আর অমিত হাসানের কথায় মুগ্ধ সবাই

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র ব্যতিক্রমী পিঠা উৎসবে বাংলাদেশের হরেক রকমের পিঠা-পুলির সমাবেশ ঘটে। বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যা উপেক্ষা করে দেড় শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পিঠাগুলো খাওয়ার পাশাপাশি, আড্ডা, স্মৃতিচারণ আর কবিতা-গানে উৎসবটি মুখরিত ও সফল করে তুলেন এবং দেশের অন্যতম জেলা টাঙ্গাইলের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি প্রবাসে ঐক্যবদ্ধ থেকে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ও দেশের মানুষের সেবার যার যার অবস্থান থেকে সার্বিক সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান ও বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক/খলনায়ক অমিত হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তী আরেক শক্তিমান অভিনেতা খলনায়ক আহমেদ শরীফ, আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. মনিবুর রহমান খান ও তরিৎ বোস। উৎসবের উদ্বোধন করেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ফাতেমা গ্রুপ ইনক'র চেয়ারম্যান হাজি শামসুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আহমেদ শরীফ আর অমিত হাসানের স্মৃতিচারণমূলক কথায় মুগ্ধ হন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা সবাই।

সিটির জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে গত ২২ জানুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। ব্যতিক্রমী এই উৎসবের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাজী মো: হযরত আলী মিয়া। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মো: আতিকুর রহমান আনিস। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাকিম।

সংগঠনের সহ সভাপতি সুলতান কবীর বোখারীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা খন্দকার আশেক শামীম, প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক মীর মাহবুবুর রহমান বাবু, সাবেক সভাপতি ফরহাদ তালুকদার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফাতেমা মানবকল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা তৌফিকুর রহমান, আবুল খায়ের মোরশেদ স্বপন, সৈয়দ আশরাফ প্রমুখ। এসময় প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ফরিদ খান, হাজী মোজাম্মেল হক, আকতারুজ্জামান হ্যাপী, সহ সভাপতি এডভোকেট জাকির হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরীফ শিকদার উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নায়ক/খলনায়ক অমিত হাসান বলেন, ঐহিত্যবাসী টাঙ্গাইলের মানুষ হিসেবে দেশ ও প্রবাসে নিজেদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে হবে। যার যার অবস্থান থেকে ভালো কাজ করতে হবে। দেশের কৃষ্টি-কালচার তুলে ধরতে হবে। তিনি আহমেদ শরীকে দেশের কিংবদন্তী শক্তিমান অভিনেতা উল্লেখ করে বলেন, তার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। তিনি আমার গুরু, বড় ভাই। অমিত হাসান অনুষ্ঠানে তার কলেজ জীবনে লেখা একটি রোমান্টিক কবিতাও আবৃত্তি করে শুনান।

আহমেদ শরীফ তার বক্তব্যে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বলেন, টাঙ্গাইলের কথা বলতে হলে ভাসানীকে আগে স্মরণ করতে হবে। তিনি বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার মতো টাঙ্গাইল সব দিক দিয়েই ঐতিহ্যবাহী জেলা। টাঙ্গাইলের নায়ক মান্না, অমিত হাসান, শাবনাজ-নাঈম অভিনয়ের মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে, সুনাম কুড়িয়েছে। আহমেদ শরীফ তার অভিনয়ের কয়েকটি ডায়লগ পাঠ করে শুনান।

হাজী শামসুল ইসলাম প্রবাসের সামাজিক সংগঠনগুলোর কমিউনিটিতে অবদান ও ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, এসব সংগঠনের কারণেই আমরা একে অপরকে চিনতে পারছি, আনন্দমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন হচ্ছে। তিনি সকল প্রবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মনিকা দাস ও নূরুজ্জামান লাল্টু। এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি করেন সুলতান কবীর বোখারী ও জিন্নুরাঈন মিয়ান মেরী।

পিঠা উৎসব আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলেন খ: বদরুজ্জামান পিকলু, আরীফ বিন আনোয়ার, শরীফ শিকদার, আব্দুর রউফ, সানোয়ার হোসেন, শামীম মিয়া, আবু আওয়াল সিদ্দিকী, শাহীনুর রহমান, আব্দুর রব, সালমা আক্তার ও মলি আক্তার।



Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১ পাচ্ছেন যারা

(শেষের পাতার পর)এ বছর ২৭ ক্যাটাগরিতে ৩৪টি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। রোববার (২৯ জানুয়ারী) বিকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় তাদের এক প্রজ্ঞাপনে ২৭ শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২১ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে। মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানিয়েছে- ২০২১ সালের জন্য আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন প্রখ্যাত অভিনয়শিল্পী ডলি জহুর ও ইলিয়াস কাঞ্চন। এ বছর ২৭ ক্যাটাগরিতে ৩৪টি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

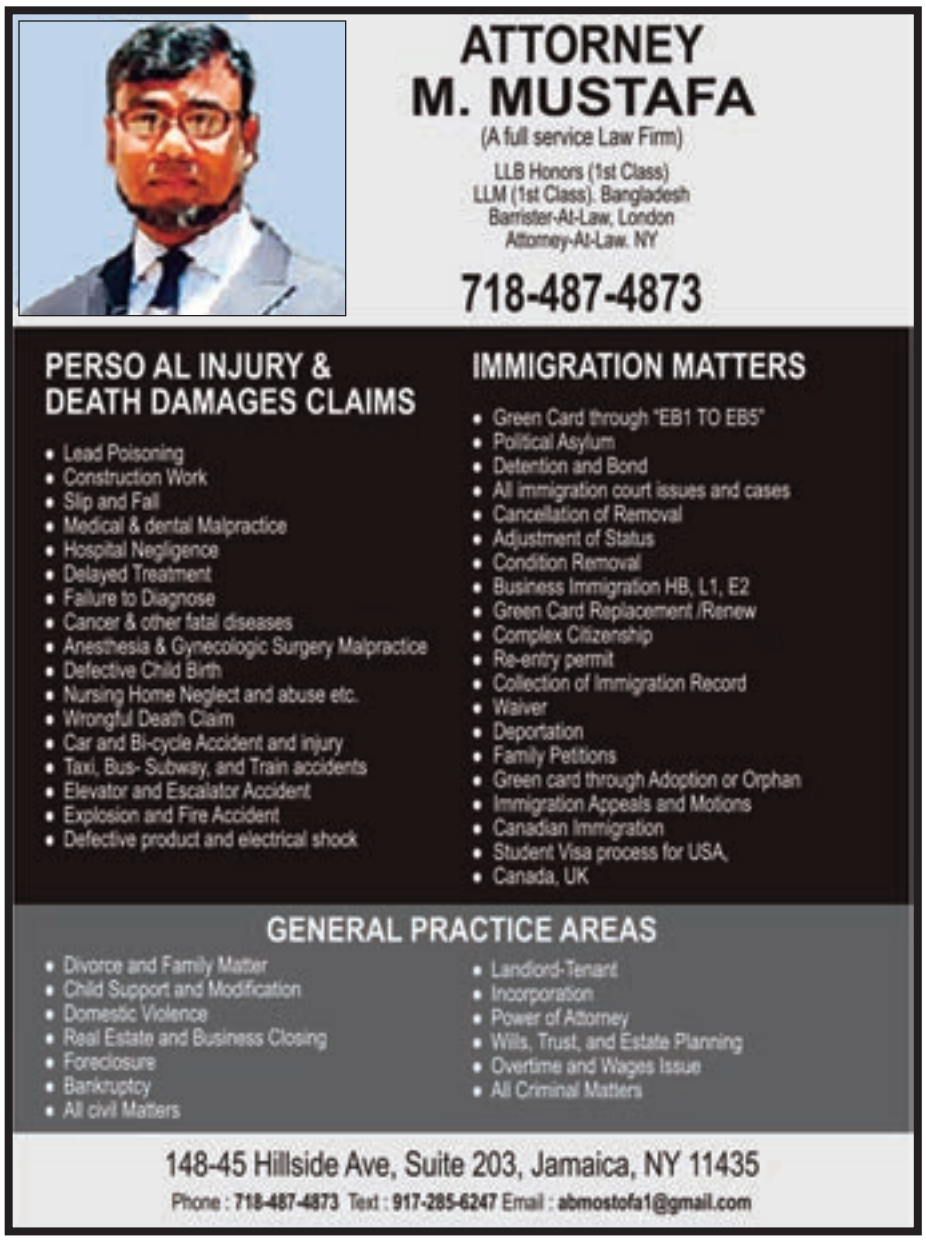
এবারের আসরে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছে 'লাল মোরগের ঝুঁটি' ও 'নোনাজলের কাব্য'। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক হয়েছেন রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত (নোনাজলের কাব্য)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন যৌথভাবে মো. সিয়াম আহমেদ (মৃধা বনাম মৃধা) ও মীর সাব্বির মাহমুদ (রাতজাগা ফুল)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীও নির্বাচিত করা হয়েছে যৌথভাবে। তারা হলেন- আজমেরী হক বাঁধন (রেহানা মরিয়ম নূর) ও তাসনোভা তামান্না (নোনাজলের কাব্য)। এবারের আসরে শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীসহ সাতটি পুরস্কার জিতে নিয়েছে 'নোনাজলের কাব্য' চলচ্চিত্রটি। এছাড়া শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আকা রেজা গালিব (ধর), শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র কাওসার চৌধুরী (বধ্যভূমিতে একদিন), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে এম ফজলুর রহমান বাবু (নোনাজলের কাব্য), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে শম্পা রেজা (পদ্মপুরাণ), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খল চরিত্রে মো. আবদুল মান্নান জয়রাজ (লাল মোরগের ঝুঁটি), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কৌতুক চরিত্রে প্রভাষ কুমার ভট্টাচার্য্য মিলন (মৃধা বনাম মৃধা), শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী আফিয়া তাবাসসুম (রেহানা মরিয়ম নূর), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক সুজেয় শ্যাম (যৈবতী কন্যার মন), শ্রেষ্ঠ গায়ক কেএম আবদুল্লাহ-আল-মুর্তজা মুহিন (শোনাতে এসেছি আজ-পদ্মপুরাণ), শ্রেষ্ঠ গায়িকা চন্দনা মজুমদার (দেখলে ছবি পাগল হবি-পদ্মপুরাণ), শ্রেষ্ঠ গীতিকার প্রয়াত গাজী মাজহারুল আনোয়ার (অন্তরে অন্তর জ্বালা-যৈবতী কন্যার মন), শ্রেষ্ঠ সুরকার সুজেয় শ্যাম (অন্তরে অন্তর জ্বালা-যৈবতী কন্যার মন), শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত (নোনাজলের কাব্য), শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার নূরুল আলম আতিক (লাল মোরগের ঝুঁটি), শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা তৌকীর আহমেদ (স্ফুলিঙ্গ), শ্রেষ্ঠ সম্পাদক সামির আহমেদ (লাল মোরগের ঝুঁটি), শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক শিহাব নূরুন নবী (নোনাজলের কাব্য), শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক দলগত-সৈয়দ কাশেফ শাহবাজি, সুমন কুমার সরকার, মাজহারুল ইসলাম রাজু (লাল মোরগের ঝুঁটি), শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক শৈব তালুকদার (রেহানা মরিয়ম নূর), শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা ইদিলা কাছরিন ফরিদ (নোনাজলের কাব্য)।

শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান দলগত- মো. ফারুখ, মো. ফরহাদ রেজা মিলন (লাল মোরগের ঝুঁটি) ও শিশুশিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন জান্নাতুল মাওয়া ঝিলিক (যা হারিয়ে যায়)।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য এ বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ২১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য, ১৭টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও ৭টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্রসহ মোট ৪৫টি চলচ্চিত্র জমা পড়ে। এর মধ্য থেকেই মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ১৩ সদস্যের জুরি বোর্ড সেরাদের নির্বাচিত করে।

পুরস্কার হিসেবে নির্বাচিত প্রত্যেককে ১৮ ক্যারেট মানের ১৫ গ্রাম ওজনের স্বর্ণ দিয়ে তৈরি একটি পদক, পদকের একটি রেপিকা ও এককালীন নির্ধারিত পরিমাণ সম্মানী ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হবে।

এবার আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত অভিনয়শিল্পী ৩ লাখ, শ্রেষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক ২ লাখ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজয়ীরা ১ লাখ টাকা করে অর্থ পুরস্কার পাবেন।









তত্বাবধায়কেও আওয়ামী লীগই!

(শেষের পাতার পর)

আসে নাই।

তত্বাবধায়কে আওয়ামী লীগের ভয় মূলত: ক্ষমতা হারানোর। তারা মনে করে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করাতে না পারলে হেরে যাবে, অতএব নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা বেঁচে থাকা এবং নানাবিধ কারনে তাদের কেয়ামত পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা দরকার। তার জন্য ক্ষমতায় থেকেই নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু হিসাবে বলে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামোয় তত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন হলেও আওয়ামী লীগের জেতার সম্ভাবনা চৌদ্দ আনা। যদি গনঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন না হয়, যদি সমঝোতার মাধ্যমে অর্থাৎ '৯৬এর মত সংবিধান সংশোধন করে তত্বাবধায়ক গঠিত হয় তাহলে সুবিধা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ফুল ফর্মে থেকেই নির্বাচন করতে পারবে। কিছু সমস্যা আছে। লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরীতে খালেদা জিয়াসহ বিরোধী দলের বন্দী নেতা কর্মীরা মুক্ত হয়ে যাবেন, সেই সাথে পুলিশ এবং প্রশাসনকে এটিচুড বদলাতে হবে। তাতে বিরোধীরা চাঙ্গা হবেন সরকার দলীয়রা হতদ্দোম হবেন। এখানে বড় সমস্যা হবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং চলাফেরায়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বর্তমানে তিনি যে আবাস এবং নিরাপত্তা সুবিধা পাচ্ছেন, কোথাও যেতে হলে এক ঘন্টা আগে রাস্তা বন্ধ করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা- সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এসব সুবিধা কারোরই পাওয়ার কথা না। নির্বাচনী কর্মকান্ড বা প্রচারণায় আর দশজন নেতার মত অবাধ চলাফেরাও তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ক্ষমতা ছাড়ার আগ দিয়ে যদি নিজের জন্য এসব সুবিধা নিশ্চিত করতে আইনও পাশ করেন তত্বাবধায়ক সরকার লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরীতে তা কতটা কার্যকর করতে পারবে সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ক্ষমতা ছাড়ার আগ দিয়ে এরশাদ বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করে দিয়েছিলেন, বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের সরকার তা মানে নাই। ওই আইনেই তাকে দীর্ঘদিন আটক করে রেখেছিল।

এত সবের পরেও তত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জিতে আসার সমূহ সম্ভাবনা! কিভাবে? আসুন একটু হিসাবটা দেখে নেওয়া যাক।

১। প্রশাসন এবং পুলিশ:

মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনটা করায় প্রধানত: পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসন। স্থানীয়ভাবে তারাই নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় সরকার যতই নিরপেক্ষ হোক, নির্বাচন কমিশন যতই কঠোরহস্ত হোক, মাঠের পুলিশ-প্রশাসন যেভাবে চাইবে ফলাফল সেভাবেই হবে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। চৌদ্দ বছরে আওয়ামী লীগ মোটামুটি সিভিল এবং পুলিশ প্রশাসনের পুরোটাই দলীয় লোকজন দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে। প্রথম দ্বিতীয় তো বটেই তৃতীয় চতুর্থ টায়ার পর্যন্ত দলের লোকজন। তত্বাবধায়ক সরকারের ওপর চাপ থাকবে পুলিশ এবং মাঠ প্রশাসনকে দলীয় লোকজনমুক্ত করতে। যদি তিন মাস মেয়াদী তত্বাবধায়ক হয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশে দল নিরপেক্ষ প্রশাসন সাজানো রীতিমত অসম্ভব ব্যপার। কাকে সড়িয়ে কাকে আনবে। দল নিরপেক্ষ বা বিরোধীদলীয় ভাবাপন্ন যারা ছিলেন তাদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে অনেক আগেই। এখন যারা, সবাই মোটামুটি সরকারদলীয় বা সরকারের অনুগ্রহভাজন, আশীর্ব্বাদপুষ্ট বা বিভিন্নভাবে লাভবান। এরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করতে, আওয়ামী লীগের প্রার্থীদেরকে জিতিয়ে আনতে- তা সে সরকার বা নির্বাচন কমিশন যতই নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করুক। বেনিফিশিয়ারি গ্রুপের জন্য আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই দরকার। এখানে একটা কথা আছে। নির্বাচনটা হতে হবে তিন মাসের মধ্যে। আশার কথা- এ ব্যপারে আওয়ামী লীগ বিএনপি একমত। আওয়ামী লীগকে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনে যেতে হবে কারন যত দেরী হবে তত তাদের সাজানো প্রশাসন শক্তি হারাতে থাকবে। বিএনপি তো বলেই রেখেছে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন হতে হবে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত কথা উঠেছিল দুই/তিন বছর জাতীয় সরকার রেখে, তাদের দিয়ে নিরপেক্ষ পুলিশ এবং প্রশাসন সাজিয়ে তারপর নির্বাচন করা। বিএনপি তাতে সায় দেয় নাই। তাদের ভয় তত্বাবধায়ক বা জাতীয় সরকার দীর্ঘায়িত হলে শেষে তারাই না দল গঠন করে থেকে যায়। তাতে আখেরে আটের মত কলা খেতে হবে। মোদ্দা কথা এই দুই দল যদি একমত থাকে তাহলে তত্বাবধায়ককে তিন মাসের মধ্যেই নির্বাচন করাতে হবে। এমনটা ঘটলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না- তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের দাবীতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি গলাগলি ধরে আন্দোলন করছে, যেমনটা করেছিল উদ্দিনদের সরকারের আমলে 'মাইনাস টু' কথা উঠলে! আর তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের জন্য যে সোনায় সোহাগা সে কথা আগেই বলেছি।

২। ভোটার তালিকা:

বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ আছে বিদ্যমান ভোটার তালিকায় প্রচুর ভূয়া ভোটার রয়েছে। একই লোক একাধিক আইডি কার্ড বানিয়ে বা ভূয়া আইডিতে বিভিন্ন এলাকায় ভোটার হয়েছে। এরা সবাই সরকার দলীয়। প্রশ্নবিদ্ধ ভোটার তালিকা সংশোধন করা বা ভূয়া ভোটার বাদ দিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা তিন মাসের মধ্যে কোনভাবেই সম্ভব না। তেমনটা হলে লাভ আওয়ামী লীগের।

৩। টাকা:

বলার অপেক্ষা রাখেনা আগামী নির্বাচনে টাকা হবে সবচাইতে বড় ফ্যাক্টর। সেই '৯১ থেকে নির্বাচনে টাকা নিয়ামক হয়ে উঠে আসছে। হাল আমলে নির্বাচন মানেই টাকার খেলা। কথাই চালু হয়ে গেছে, টাকা যার ভোট তার। টাকা দিয়ে প্রশাসন পুলিশ কেনা হয়, ইলেকশন অফিসারদেরকে বশ করা হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিকে বসিয়ে দেওয়া যায়, ভোটের এজেন্ট বা সাপায়ারদেরকে হাত করা যায়, ভোট কেনা হয়। দিনে দিনে এই প্রকোপ এতটাই বেড়েছে যে দেশে ভোট আর ভোট নাই। আগামী জাতীয় নির্বাচন যে টাকাশক্তির প্রভাবমুক্ত করা যাবে এটা কোন পাগলেও বিশ্বাষ করে না। টাকার খেলায় আওয়ামী লীগ চ্যাম্পিয়ন। গ্রাম এলাকায় এখন ভোটের চিত্র বদলে গেছে। টাউট বাটপাররা ভোটের ঠিকাদার। সাধারন মানুষ বিশেষ করে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল যারা- ক্ষমতায় কে গেলো এলো তা নিয়ে মাথাব্যথা কম। এদের কথা- ভোটে জিতে তুমি পাঁচ বছর খাবে আমাকে তো তখন চিনবেও না, আমাকে যা খাওয়ানোর এখনই খাইয়ে যাও। বাকির নাম ফাঁকি। নীতি-নৈতিকতা এতটাই গেছে একই দোহাই দিয়ে এই টাকা সবার কাছ থেকেই আদায় করা হয়!

সাধারন হিসাবে প্রতি আসনে রিজার্ভ ভোট বেনিফিশিয়ারি ভোট মিলে আওয়ামী লীগের কমবেশী ৩০ থেকে ৫০ হাজার করে ভোট আছে। দলীয় ভোট আরও ২০/৩০ হাজার। সেই সাথে যদি ৫০ হাজার কেনা যায়- জয় ঠেকায় কে! ভোটপ্রতি ১০ হাজার করে হলে মাত্র ৫০ কোটী। 'কেনাকাটা' প্রচার প্রচারণায় যদি আরও ৫০ কোটী যায় মোট খরচা ১০০ কোটী। এই টাকা আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিটেদের জন্য হাতের ময়লা। জেলা পর্যায়ের ছাত্রলীগ নেতা যদি ২ হাজার কোটী টাকা কামিয়ে থাকে সহজেই অনুমেয় উর্দ্ধতনদের কি অবস্থা! যদি দেড় শ' আসনে এমন টার্গেট নেওয়া হয় লাগে মাত্র পনের হাজার কোটী টাকা। ক্যান্ডিডেটরা যদি অতিশয় গরীবও হয়ে থাকে সামিট এস আলম দরবেশদের মত পাঁচ সুবিধাভোগী ৩ হাজার কোটী করে দিলেই হয়ে যায়। অন্যান্ন সোর্স থেকে তো আছেই।

কাজেই টাকার দিক থেকেও আওয়ামী লীগের কাছে অন্যরা ছাগশিশু বৈ কিছু হবেন না। সে হিসাবে তত্বাবধায়ক হলেও যদি তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করানো যায় ক্ষমতায় ফিরে আসা আওয়ামী লীগের জন্য সময়ের ব্যপার মাত্র!

রিস্কটা তারা নেবেন কি! অবশ্য না নিয়ে গত্যন্তরই বা কি!

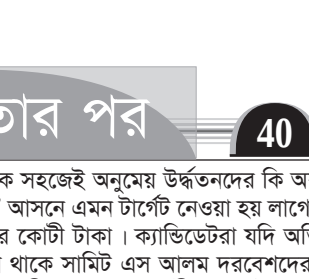
বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর কোনো ধর্ম নেই

(শেষের পাতার পর)

শেষ পর্যন্ত দেওয়ানি রিনিউ করাতে সক্ষম হয় কিনা তা বলার সময় এখনও আসে নাই।

তত্বাবধায়কে আওয়ামী লীগের ভয় মূলত: ক্ষমতা হারানোর। তারা মনে করে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করাতে না পারলে হেরে যাবে, অতএব নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা বেঁচে থাকা এবং নানাবিধ কারনে তাদের কেয়ামত পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা দরকার। তার জন্য ক্ষমতায় থেকেই নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু হিসাবে বলে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামোয় তত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন হলেও আওয়ামী লীগের জেতার সম্ভাবনা চৌদ্দ আনা। যদি গনঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন না হয়, যদি সমঝোতার মাধ্যমে অর্থাৎ '৯৬এর মত সংবিধান সংশোধন করে তত্বাবধায়ক গঠিত হয় তাহলে সুবিধা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ফুল ফর্মে থেকেই নির্বাচন করতে পারবে। কিছু সমস্যা আছে। লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরীতে খালেদা জিয়াসহ বিরোধী দলের বন্দী নেতা কর্মীরা মুক্ত হয়ে যাবেন, সেই সাথে পুলিশ এবং প্রশাসনকে এটিচুড বদলাতে হবে। তাতে বিরোধীরা চাঙ্গা হবেন সরকার দলীয়রা হতদ্দোম হবেন। এখানে বড় সমস্যা হবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং চলাফেরায়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বর্তমানে তিনি যে আবাস এবং নিরাপত্তা সুবিধা পাচ্ছেন, কোথাও যেতে হলে এক ঘন্টা আগে রাস্তা বন্ধ করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা- সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এসব সুবিধা কারোরই পাওয়ার কথা না। নির্বাচনী কর্মকান্ড বা প্রচারণায় আর দশজন নেতার মত অবাধ চলাফেরাও তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ক্ষমতা ছাড়ার আগ দিয়ে যদি নিজের জন্য এসব সুবিধা নিশ্চিত করতে আইনও পাশ করেন তত্বাবধায়ক সরকার লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরীতে তা কতটা কার্যকর করতে পারবে সে ব্যপারে সন্দেহ আছে। ক্ষমতা ছাড়ার আগ দিয়ে এরশাদ বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করে দিয়েছিলেন, বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের সরকার তা মানে নাই। ওই আইনেই তাকে দীর্ঘদিন আটক করে রেখেছিল।

এত সবের পরেও তত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জিতে আসার সমূহ সম্ভাবনা! কিভাবে? আসুন একটু হিসাবটা দেখে নেওয়া যাক।

১। প্রশাসন এবং পুলিশ:

মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনটা করায় প্রধানত: পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসন। স্থানীয়ভাবে তারাই নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় সরকার যতই নিরপেক্ষ হোক, নির্বাচন কমিশন যতই কঠোরহস্ত হোক, মাঠের পুলিশ-প্রশাসন যেভাবে চাইবে ফলাফল সেভাবেই হবে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। চৌদ্দ বছরে আওয়ামী লীগ মোটামুটি সিভিল এবং পুলিশ প্রশাসনের পুরোটাই দলীয় লোকজন দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে। প্রথম দ্বিতীয় তো বটেই তৃতীয় চতুর্থ টায়ার পর্যন্ত দলের লোকজন। তত্বাবধায়ক সরকারের ওপর চাপ থাকবে পুলিশ এবং মাঠ প্রশাসনকে দলীয় লোকজনমুক্ত করতে। যদি তিন মাস মেয়াদী তত্বাবধায়ক হয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশে দল নিরপেক্ষ প্রশাসন সাজানো রীতিমত অসম্ভব ব্যপার। কাকে সড়িয়ে কাকে আনবে। দল নিরপেক্ষ বা বিরোধীদলীয় ভাবাপন্ন যারা ছিলেন তাদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে অনেক আগেই। এখন যারা, সবাই মোটামুটি সরকারদলীয় বা সরকারের অনুগ্রহ-ভাজন, আশীর্ব্বাদপুষ্ট বা বিভিন্নভাবে লাভবান। এরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করতে, আওয়ামী লীগের প্রার্থীদেরকে জিতিয়ে আনতে- তা সে সরকার বা নির্বাচন কমিশন যতই নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করুক। বেনিফিশিয়ারি গ্রুপের জন্য আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই দরকার।

এখানে একটা কথা আছে। নির্বাচনটা হতে হবে তিন মাসের মধ্যে। আশার কথা- এ ব্যপারে আওয়ামী লীগ বিএনপি একমত। আওয়ামী লীগকে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনে যেতে হবে কারন যত দেরী হবে তত তাদের সাজানো প্রশাসন শক্তি হারাতে থাকবে। বিএনপি তো বলেই রেখেছে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন হতে হবে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত কথা উঠেছিল দুই/তিন বছর জাতীয় সরকার রেখে, তাদের দিয়ে নিরপেক্ষ পুলিশ এবং প্রশাসন সাজিয়ে তারপর নির্বাচন করা। বিএনপি তাতে সায় দেয় নাই। তাদের ভয় তত্বাবধায়ক বা জাতীয় সরকার দীর্ঘায়িত হলে শেষে তারাই না দল গঠন করে থেকে যায়। তাতে আখেরে আটের মত কলা খেতে হবে। মোদ্দা কথা এই দুই দল যদি একমত থাকে তাহলে তত্বাবধায়ককে তিন মাসের মধ্যেই নির্বাচন করাতে হবে। এমনটা ঘটলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না- তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের দাবীতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি গলাগলি ধরে আন্দোলন করছে, যেমনটা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর

(৪১ পাতার পর)

করেছিল উদ্দিনদের সরকারের আমলে 'মাইনাস টু' কথা উঠলে! আর তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের জন্য যে সোনায় সোহাগা সে কথা আগেই বলেছি।

২। ভোটার তালিকা:

বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ আছে বিদ্যমান ভোটার তালিকায় প্রচুর ভূয়া ভোটার রয়েছে। একই লোক একাধিক আইডি কার্ড বানিয়ে বা ভূয়া আইডিতে বিভিন্ন এলাকায় ভোটার হয়েছে। এরা সবাই সরকার দলীয়। প্রশ্নবিদ্ধ ভোটার তালিকা সংশোধন করা বা ভূয়া ভোটার বাদ দিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা তিন মাসের মধ্যে কোনভাবেই সম্ভব না। তেমনটা হলে লাভ আওয়ামী লীগের।

৩। টাকা:

বলার অপেক্ষা রাখেনা আগামী নির্বাচনে টাকা হবে সবচাইতে বড় ফ্যাক্টর। সেই '৯১ থেকে নির্বাচনে টাকা নিয়ামক হয়ে উঠে আসছে। হাল আমলে নির্বাচন মানেই টাকার খেলা। কথাই চালু হয়ে গেছে, টাকা যার ভোট তার। টাকা দিয়ে প্রশাসন পুলিশ কেনা হয়, ইলেকশন অফিসারদেরকে বশ করা হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিকে বসিয়ে দেওয়া যায়, ভোটের এজেন্ট বা সাপায়ারদেরকে হাত করা যায়, ভোট কেনা হয়। দিনে দিনে এই প্রকোপ এতটাই বেড়েছে যে দেশে ভোট আর ভোট নাই। আগামী জাতীয় নির্বাচন যে টাকাশক্তির প্রভাবমুক্ত করা যাবে এটা কোন পাগলেও বিশ্বাষ করে না। টাকার খেলায় আওয়ামী লীগ চ্যাম্পিয়ন। গ্রাম এলাকায় এখন ভোটের চিত্র বদলে গেছে। টাউট বাটপাররা ভোটের ঠিকাদার। সাধারন মানুষ বিশেষ করে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল যারা- ক্ষমতায় কে গেলো এলো তা নিয়ে মাথাব্যথা কম। এদের কথা- ভোটে জিতে তুমি পাঁচ বছর খাবে আমাকে তো তখন চিনবেও না, আমাকে যা খাওয়ানোর এখনই খাইয়ে যাও। বাকির নাম ফাঁকি। নীতি-নৈতিকতা এতটাই গেছে একই দোহাই দিয়ে এই টাকা সবার কাছ থেকেই আদায় করা হয়!

সাধারন হিসাবে প্রতি আসনে রিজার্ভ ভোট বেনিফিশিয়ারি ভোট মিলে আওয়ামী লীগের কমবেশী ৩০ থেকে ৫০ হাজার করে ভোট আছে। দলীয় ভোট আরও ২০/৩০ হাজার। সেই সাথে যদি ৫০ হাজার কেনা যায়- জয় ঠেকায় কে! ভোটপ্রতি ১০ হাজার করে হলে মাত্র ৫০ কোটী। 'কেনাকাটা' প্রচার প্রচারণায় যদি আরও ৫০ কোটী যায় মোট খরচা ১০০ কোটী। এই টাকা আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেটদের জন্য হাতের ময়লা। জেলা পর্যায়ের ছাত্রলীগ নেতা যদি ২ হাজার কোটী টাকা কামিয়ে থাকে সহজেই অনুমেয় উর্দ্ধতনদের কি অবস্থা! যদি দেড় শ' আসনে এমন টার্গেট নেওয়া হয় লাগে মাত্র পনের হাজার কোটী টাকা। ক্যান্ডিডেটরা যদি অতিশয় গরীবও হয়ে থাকে সামিট এস আলম দরবেশদের মত পাঁচ সুবিধাভোগী ৩ হাজার কোটী করে দিলেই হয়ে যায়। অন্যান্ন সোর্স থেকে তো আছেই।

কাজেই টাকার দিক থেকেও আওয়ামী লীগের কাছে অন্যরা ছাগশিশু বৈ কিছু হবেন না। সে হিসাবে তত্বাবধায়ক হলেও যদি তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করানো যায় ক্ষমতায় ফিরে আসা আওযামী লীগের জন্য সময়ের ব্যপার মাত্র!

রিষ্কটা তারা নেবেন কি! অবশ্য না নিয়ে গত্যন্তরই বা কি!

সাংবাদিকতায় সালাহউদ্দিন আহমেদ

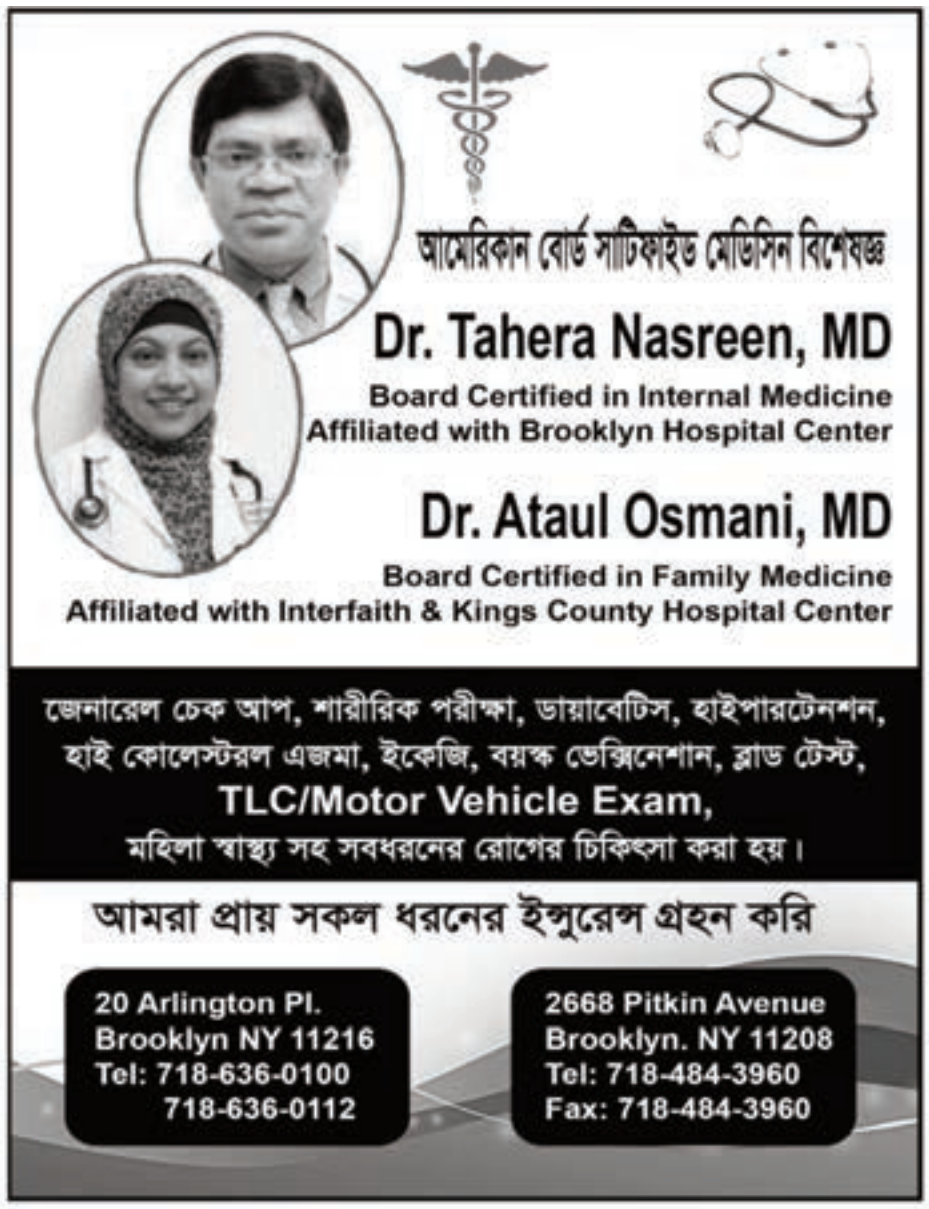
(শেষের পাতার পর)

টাইম এক্সক্লুসিভ' সঞ্চালনা করেন। এসময় আবু তাহের বলেন, সালাহউদ্দিন আহমেদ আমাদের একজন পরিবারের সদস্য, পেশাদার সাংবাদিকতায় তার যে ত্যাগ রয়েছে তার মূল্যায়ন দাবীদার। অনুষ্ঠানের নির্ধারিত বিষয় ভিত্তিক আলোচনার মাঝে প্যানিলিষ্টগণ সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদের পেশাদায়িত্ব নিয়ে কথা বলেন। এসময় আলোচকগণ কমিউনিটি বিনির্মাণে সংবাদপত্রের ভূমিকা ও অবদান এবং কমিউনিটি সাংবাদিকতার বিভিন্ন প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। বলেন, এখন সবাই সাংবাদিক। সাংবাদিকতা পেশায় পেশাদারিত্বের বড় অভাব। এজন্য সকল মহল-ই দায়ী বলে তারা মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে আলোচকগণ ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বিশিষ্ট লেখক ও কলামিষ্ট হাসান ফেরদৌস, বিশিষ্ট চিকিৎসক মঞ্জুর মোর্শেদ ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ আলী।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ জানান, ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে তিনি সরাসরি সাংবাদিকতায় জড়িত হন। টাঙ্গাইল জেলার প্রথম সাপ্তাহিক ঝংকার পত্রিকায় খেলার খবর প্রকাশের মধ্যদিয়ে সাংবাদিকতা শুরু। ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জীবনের পর থেকেই নিউইয়র্কে বসবাস। নিউইয়র্কেও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ ও সাপ্তাহিক এখন সময়-এর বার্তা সম্পাদক হিসেবে কয়েক বছর কাজ করার পর সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকায় যোগদান। দীর্ঘ প্রায় ১২/১৪ বছর ধরে তিনি বাংলা পত্রিকা এবং টাইম টেলিভিশন-এর সাথে জড়িত রয়েছেন। 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে তাকে উপস্থাপনার জন্য তিনি জনাব আবু তাহের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান। উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল পৌর এলাকাধীন ভাল্লুকান্দি গ্রামে ১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারী সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদের জন্ম। সাপ্তাহিক ঝংকার-এর পর টাঙ্গাইলের প্রথম দৈনিক মফস্বল-এর সর্বশেষ নির্বাহী সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও টাঙ্গাইলের সাপ্তাহিক পূর্বাকাশ-এর চীফ রিপোর্টার, ঢাকার দৈনিক আজাদ (অধুনালুপ্ত) ও দৈনিক ইনকিলাব এর জেলা প্রতিনিধি, ঢাকার দৈনিক সবুজ বাংলা'র (অধুনালুপ্ত) চীফ রিপোর্টর-এর দায়িত্ব পালন ছাড়াও প্রবাস জীবনের আগে টাঙ্গাইল শহর থেকে প্রকাশিত 'আজকের টেলিগ্রাম' নামে একটি দৈনিক-এর প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। প্রবাস জীবনে তিনি ২০০৬ সালে নিউইয়র্ক থেকে সাপ্তাহিক হককথা এবং নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) প্রতিষ্ঠা করেন।

টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদ অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রীধারী। তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট (পিআইবি) থেকে পেশাগত একাধিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ নেন।







বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩ ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিট-এ তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা শেয়ারে ভাড়া দেয়া হবে। বি. দ্রষ্টব্য: মহিলা অথবা ফ্যামিলি অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা) ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

আবশ্যক

মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার) ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯ ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

রুমমেট আবশ্যক

ইস্টএলমাস্টের নরর্দানবুলেবার্ড এলাকার ৮১স্টিটের উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-২৬/জা-০২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

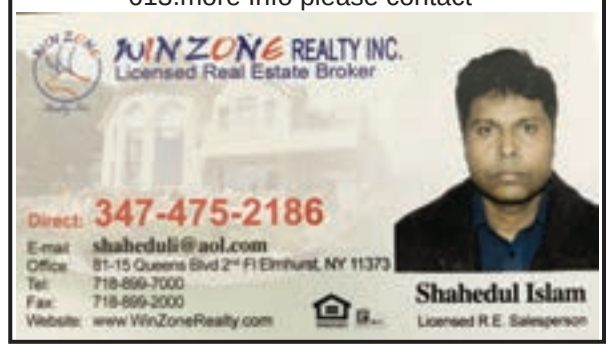
পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444









রাজনৈতিক দলগুলোর ম্যানিফেস্টোতে

(শেষের পাতার পর)

টিপু সুলতান বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত গ্যারান্টি ও আরবিট্রেশন ক্লজসহ নতুন গঙ্গা চুক্তি নিয়ে কাজ করা, কারণ ৩০-বছর মেয়াদি গঙ্গা চুক্তি আগামী ২০২৬ সালে তামাদি হয়ে যাবে। এখনি নদী-পানি নিয়ে কথা বলার প্রকৃষ্ট সময় কারণ কিছু দল গণতন্ত্রের জন্য অন্দোলন করছে এবং অন্য কিছু দল সাধারণ নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে।

সৈয়দ টিপু সুলতান বলেন, আমরা সকল প্রতিবেশির সাথে সৌহার্দ ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক চাই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশে ৯০ শতাংশ মিষ্টি পানির উৎস ৫৪টি যৌথ নদীতে বাঁধ দেয়া হয়েছে এবং এদেশ সেগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ৩০-বছর মেয়াদি গঙ্গা পানি চুক্তির শর্ত অনুসারে পানি পাওয়া যায়নি, অন্যদিকে বিগত দুই দশক ধরে তিস্তার শুকনো মওসুমের পুরো প্রবাহ অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে মরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পানির লবনাক্ততা সমুদ্র-রেখা থেকে ২০০ মাইল উজানে উঠে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি, মৎস, শিল্প এবং মিঠাপানির গাছ-গাছালি। বিপন্ন হয়েছে ইউনেস্কো ঘোষিত হেরিটেজ সাইট সুন্দরবন। যৌথ নদীগুলোর উপর ড্যাম ও ব্যারেজ নির্মানের ফলে একদিকে বাংলাদেশের প্লাবনভূমি স্বাভাবিক বন্যা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জলাভূমির জীববৈচিত্র; অন্যদিকে প্রায়ই প্রলয়ংকারি বন্যা আঘাত হানছে কৃষি, অর্থনীতি ও মানুষের জীবন জীবিকার উপর। গত বছর সিলেট অঞ্চলের জনগন ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বন্যার শিকার হয়। তিস্তা অব্বাহিকার মানুষ চার-দফা বন্যা ও নদী-ভাঙ্গনের কবলে পড়ে।

এদিকে নয় বছর পর ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে বাংলাদেশের নদী কুশয়ারার হিস্যা নিয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর আগে বাংলাদেশের ফেনী নদী থেকে উজানে পানি প্রত্যাহারের চুক্তি হয়। কিন্তু বহুল প্রচারিত তিস্তাচুক্তি ধরাছোঁইয়ার বাইরে থেকে যায়।

হাজার বছরধরে নদীসৃষ্ট বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশের অস্তিত্ব যৌথ নদীগুলোর প্রবাহ বঞ্চিত হবার কারণে বিপন্ন। রাজনৈতিক নেতাদের উচিত জনগনের এই বাঁচা-মরার প্রশ্নে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা।

সৈয়দ টিপু সুলতান বাংলাদেশের তিস্তা অববাহিকায় বসবাসরত ২কোটি মানুষকে বন্যা-নদীভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য প্রনীত তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আইএফসির দাবির কথা পুনরোল্লেখ করেন।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইএফসি'র সমন্বয়ক মোস্তফা কামাল মজুমদার এবং সহকারি মহাসচিব মোহাম্মাদ হোসেন খান, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কমিউনিটি নেতা কাজি আযম, কবি আবু সাঈদ শাহীন আইএফসি'র সাংগঠনিক সম্পাদক আতাউর রহমান আতা এবং সাবেক নেতা কাজী মোস্তফা কামাল।

জালালাবাদ ভবন ক্রয় নিয়ে কেলেঙ্কারির অভিযোগ

(শেষের পাতার পর)

রহমান শেফাজ এর বিরুদ্ধে সংগঠনের গঠনতন্ত্র ভক্তসহ নানা অনিয়মের কথা তুলে ধরে এসোসিয়েশনের অর্থ ফেরৎ না দিলে তাদের (হেলাল-শেফাজ ও মইনুল) বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেছেন। খবর ইউএনএ'র।

শনিবার (২৮ জানুয়ারী) অপরাহ্নে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেরষ্টুরেন্টে এই সংবাদ সম্মেলন আহবান করা হয়। এতে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের সভাপতি বদরুল হোসেন খান সহ কার্যকরী পরিষদের ৯জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তিনজন কর্মকর্তা কাজে থাকায় তারা সংবাদ সম্মেলনে আসতে পারেন নি। এছাড়াও একজন বাংলাদেশে, একজন রয়েছেন ওমরাহ হজ্ব পালনে রয়েছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম সহ কার্যকরী পরিষদের ৬জন কর্মকর্তা অনুপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং পরিচালনা করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সহকারী সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম। এরপর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি বদরুল হোসেন খান। এরপর তারা উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, শফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম, পাবলিসিটি সেক্রেটারী ফয়সল আলম, আইন বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দীন, ক্রিড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আহমেদ খান ও কার্যকরি সদস্য শামীম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান বলেন, আমরা জালালবাদ ভবনের বিরোধী নয়। তবে সংগঠনের নিয়ম-কানুনের বাইরে আমরা ভবন ক্রয়ের পক্ষে নই। নিউইয়র্কের 'জালালাবাদ ভবন' জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ক্রয় করা বাড়ি নয়। তা শো'কজপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের কেনা। 'জালালাবাদ ইউএসএ ইনক' নামের একটি করপোরেশন গঠন করে মইনুল ইসলাম এ বাড়িটি কিনেছেন। আর এই বাড়ি ক্রয়কালে মইনুল সংগঠনের একাউন্ট থেকে ৩ লাখ ৩২ হাজার ৮ শত ৬ ডলার সরিয়ে নিয়েছেন। যা আমরা জানি না। আর যখন জানতে পেরেছি তখন সাংগঠনিকভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছি।

তিনি বলেন, মইনুল ইসলাম সংগঠনের তহবিল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে অসাংগঠনিক ও অগঠনতান্ত্রিক কাজ করেছেন। আর ভবন ক্রয় করতে গিয়ে মইনুল ইসলাম সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ধারা ৭-এর 'ক' অনুচ্ছেদ ৯ এর 'গ' 'ঘ' এবং অনুচ্ছেদ ১৬ এর ৬ ধারা সরাসরি লঙ্ঘন করেছেন।

তিনি বলেন, ২০২০ সালে মইনুল সংগঠনের তহবিল থেকে আড়াই লাখ ডলার জনৈক এম এ আজিজের 'কোর কনস্ট্রাকশন গ্রুপের' একাউন্টে ট্রান্সফার করেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে এই র্তা ফেরত আনা হয়েছে। অথচ সংগঠনের গঠনতন্ত্রে (অনুচ্ছেদ ১৬ এর ধারা ৬) রয়েছে যে, এসোসিয়েশনের ফান্ড থেকে ৫ হাজার ডলারের বেশি অর্থ তুলতে হলে কার্যকরি কমিটিসহ ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমতি লাগবে। মইনুলের এইসব অসাংগঠনিক কাজের অংশীদার সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাদেরকেও আগামী ৬ ফেব্রুয়ারীর সাধারণ সভায় সকল অনিয়ম ও অগঠনতান্ত্রিক কর্মকান্ডের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সাধারণ সদস্যরাই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

বদরুল হোসেন খান বলেন, মইনুল ইসলামের বিরুদ্ধে সংগঠনের একাউন্ট থেকে তার ব্যবসায়িক পার্টনারকে অবৈধভাবে অর্থ প্রদানের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও ভোটার রেজিষ্ট্রেশন ফি, নমিনেশন ফি ও নির্বাচনী প্যাকেজ ফি বাকদ আদায়কৃত ১,৫৬,১২৯ ডলার বিদায়ী কমিটি কর্তৃক সংগঠনের একাউন্টে জমা দেয়ার কোন তথ্য আমরা খুঁজে পাইনি।



সংবাদ সম্মেলনে বদরুল হোসেন খান তার বক্তব্যে সিলেট এলাকায় সাম্প্রতিক বন্যায় সাহায্য বিতরণে সাবেক সভাপতি মইনুল ইসলামের বিরুদ্ধেও অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, মইনুল দেশে গিয়ে এসোসিয়েশনের দেয়া অর্থ প্রকৃত অভাবী লোকজনদের মাঝে বিতরণ করেন নি। সাধারণ সভায় এসবের হিসেব চাওয়া হবে। এব্যাপারে ভিডিও সহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমান রয়েছে বলে জানান সহকারী সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম।

এক প্রশ্নের উত্তরে বদরুল খান বলেন, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে দেয়া শো'কজের জবাব এখনো আমরা পাইনি। মেইলিং পোষ্ট সহ সকলভাবেই তার কাছে শো'কজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বদরুল হোসেন খান বলেন, আমরা যখন দায়িত্ব নিয়েছি তখন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বৃহত্তর স্বার্থে তাৎক্ষনিকভাবে বিস্তারিত কিছু না দেখেই দায়িত্ব নিয়েছি। আর দায়িত্ব নেয়ার পর যখন অনিয়ম দেখেছি তখন তার প্রতিবাদ করছি এবং সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছি। তিনি বলেন, দায়িত্ব নেয়ার সময় ব্যাংক একাউন্টের স্টেটমেন্টে থাকা ২৪,৫৬৪ ডলার ৬৫ সেন্ট ব্যালেন্স ছিলো। সেই অর্থ আজো বর্তমান কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে বসেও সোনালী ব্যাংকের ই-সেবা ও ই-ওয়ালেট ব্যবহার করা যাবে

(শেষের পাতার পর)

নময় সভা নিউইয়র্কের কুইন্সের জামাইকার একটি পার্টি হলে গত ২২ জানুয়ারী রোববার অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী অংশগ্রহন করেন। ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার মো: নূরুন নবীর সঞ্চালনায় অনাড়াম্বর এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ আফজাল করিম। বক্তব্য রাখেন সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুভাস চন্দ্র দাশ এবং পারসুমা আলমসহ সোনালী ব্যাংকের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বেশ কয়েকজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী।

অনুষ্ঠানে ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে সোনালী ই-সেবা ব্যবহার করে একাউন্ট খোলা এবং সোনালী ই-ওয়ালেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং লেনদেন প্রক্রিয়া খুব ভালো ভাবে প্রবাসীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, সোনালী ই-সেবা এপস্ থেকে মাত্র দুই মিনিটে প্রবাসে থেকেও প্রবাসীরা ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারবেন। আর সোনালী ই-ওয়ালেট ব্যবহার করে একাউন্ট ব্যালেন্স ও স্টেটমেন্ট দেখা, ডিপিএস জমা করা, সোনালী ব্যাংক ও অন্যান্য বাংলাদেশী ব্যাংকের একাউন্টে বা ওয়ালেটে টাকা ট্রান্সফার, একাউন্ট থেকে ওয়ালেট বা ওয়ালেট থেকে একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার, ইটিলিটি বিল পেমেন্ট, বিএফটিএনের মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা ট্রান্সফার, মোবাইল রিচার্জ, সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখা ও এটিএম বুথর লোকেশন জানা, সোনালী ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের বিল জমাসহ নানাবিধ কাজ করা যাবে অতি সহজে। যুক্তরাষ্ট্র বা প্রবাসে বসেও এই এপস্ আইওএস (এ্যাপেল) ও এন্ড্রোয়েড ফোনে ডাউন্ডলোড করে কিভাবে সোনালী ব্যাংকে হিসাব খোলা আর অন্যান্য লেনদেন করা যায়- তার একটি চমৎকার ধারণা পেয়ে উপস্থিত প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি তাঁরা উপস্থিত প্রধান অতিথিকে ভার্চুয়ালি পেয়ে ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কথা জানান। সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ আফজাল করিম বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এবং তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা দেশের পাশাপাশি প্রবাসী ভাই-বোনদের জন্য সবচেয়ে দ্রুত ও নিরাপদ সেবা নিশ্চিত করতে চাই। আর উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এর স্লোগান সামনে রেখে সোনালী ব্যাংক বিশ্বস্ততার সাথেই এ কাজ করছে। তাইতো অনলাইন ব্যাংকিংসহ প্রযুক্তিগত নানা ব্যাকিং সেবা সবার জন্য নিশ্চিত করে এর সুফল সবার মাঝে ভাগ করে দিতে আমরা বদ্ধ পরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় সোনালী ই-সেবা এবং সোনালী ই-ওয়ালেট যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পেরে আমরা খুশী। তিনি বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সরকারের ভূয়সী প্রশংসা এবং এ ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করাতে বর্তমান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ভাবে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রবাসীরা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী ভাই-বোনেরা যেভাবে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছেন তাঁদের সবাইকে তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের বাংলাদেশে আরো বেশী বিনিয়োগের আহবান জানান এবং বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণের প্রতি গুরত্ব আরোপ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম মোহাম্মদ সেলিম স্মরণে দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ফোবানা'র সাবেক সদস্য সচিব, শিল্পপতি মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান হাসানের বড় ভাই, নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম মোহাম্মদ সেলিম-এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারী) বাদ এশা সিটির উডসাইডস্থ আহলে বাইয়াত জমে মসজিদে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।



দোয়া মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত তেলাওয়াত করেন শাইখ সাইয়েদ রব্বানী আযহারী, নাতে রাসুল পাঠ করেন সাইয়্যেদ মুসতাইন বিল্লাহ রব্বানী এবং মিলাদ পরিচালনা করেন হাফেজ টিপু রহমান। সবশেষে দোয়া পরিচালনা করেন আহলে বাইয়াত জমে মসজিদে ইমাম ড. সাইয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রব্বানী আযহারী।

দোয়ার আগে মরহুম মোহাম্মদ সেলিম স্মরণে তার ছোট ভাই মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান হাসান সহ অন্যান্যের মধ্যে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মাসুদুর রহমান ও জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর সভাপতি গিয়াস আহমেদ। এসময় তারা মরহুম সেলিমকে একজন সাদা মনের ভালো মানুষ হিসেবে উল্লেখ তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং মহান আল্লাহ তায়ালা যেনো জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন সেই কামনাই করেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিই আবু তাহের, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ, ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমান, আহলে বাইয়াত জমে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী সৈকত আনোয়ার, বিশিষ্ট সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাংস্কৃতিক কর্মী মোহর খান ও মরহুমের পরিবারের সদস্য/সদস্যসহ মুসল্লীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মোহাম্মদ সেলিম ম্যানহাটানের স্লোয়ান ক্যাটারিং মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় গত ২৩ জানুয়ারী সোমবার সকাল সাড়ে ৭টায় ইন্তেকাল করেন। বয়স হয়েছিলো ৬২। তার দেশের বাড়ী নীলফামারী জেলা সদরের বাবু পাড়া। এক সময় তিনি নিউইয়র্কে বাংলাদেশ বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজার ছিলেন। তিনি কান্সারে ভুগছিলেন। ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি নিউইয়র্ক প্রবাসী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী মালিহা সুলতানা ছাড়াও এক ভাই ও এক বোন সহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। গত ২৩ জানুয়ারী বাদ জোহর রিজউড-এ মরহুমের নামাজে জানাজা শেষে ঐদিনই অপরাহ্নে বৃষ্টিভেজা দিনে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের ফার্মিংডেলস্থ কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়। দাফন অনুষ্ঠানে কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নাসির আলী খান পল, ডা. মাসুদুর রহমান, গিয়াস আহমেদ, আসিফ বারী টুটুল. মোহাম্মদ কাশেম, মোতাহার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ২৭ জানুয়ারী ২০২৩









বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 30 // 2023

রাজশাহীতে প্রধানমন্ত্রীকে নতুন উন্নয়ন কাজের তালিকা না দেয়ার সিদ্ধান্ত

ঢাকা ডেস্ক: ২০১৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেবার রাজশাহীর উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বেশ কিছু দাবির একটি তালিকা দেয়া হয়েছিল। এর প্রায় সবই বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে এবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করার জন্য কোনো তালিকা করা হয়নি বলে জানান রাজশাহী আওয়ামী লীগের নেতারা। মানবজমিনকে তারা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১৪ বছরে রাজশাহীতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। রাজশাহীবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আলাদা নজর রয়েছে। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রীকে যেসব উন্নয়নের তালিকা দেয়া হয়েছিল তার বাইরেও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ তিনি করে দিয়েছেন রাজশাহীবাসীর জন্য। তারা জানান, এজন্য আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার নতুন কোন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা প্রধানমন্ত্রীকে দিব না। কারণ না চাইতেই আমরা তার কাছ থেকে অনেক বেশি পেয়েছি।





ডা. ফেরদৌস খন্দকারের পিতা সহ জেএমসি-তে ৩ জনের জানাজা অনুষ্ঠিত

হককথা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. ফেরদৌস খন্দকারের পিতা মরহুম আবুল কাশেম ফয়েজ খন্দকারের (৮৫) ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। দীর্ঘদিন ধরে মরণব্যধি ক্যানসারে আক্রান্ত ফয়েজ খন্দকার শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারী) বিকেলে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

মরহুম আবুল কাশেম ফয়েজ আহমেদ খন্দকার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে কাজ করতেন। তার দেশের বাড়ী কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার বাকশার গ্রামে। উল্লেখ্য, ফয়েজ আহমেদ সাংবাদিক কাজি মন্টুর ছেলে সাইয়িদ কাজির শ্বশুর।

এদিকে মরহুম আবুল কাশেম ফয়েজ আহমেদ খন্দকারের নামাজে জানাজা শনিবার (২১ জানুয়ারী) বাদ জোহর জামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ইমামতি করেন জেএসি'র খতিব ও ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। এর আগে ডা. ফেরদৌস খন্দকার তার পিতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলেন, বাবার হাত ধরেই ১৯৯১ সালে আমরা আমেরিকায় এসেছিলাম। এই মসজিদেই আমার বাবার সাথে নামাজ পড়তে আসতাম। আমার বাবার কাছে কারও কোন পাওনা থাকলে তার সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান এবং বাবার হয়ে পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

এসময় জামাইকা মুসলিম সেন্টারে মরহুম আবুল কাশেম ফয়েজ আহমেদ খন্দকার সহ আরও ২ জনের নামাজে জানাজা একই সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অপর মরহুমেরা হলেন তাহমিনা বেগম ও রুবিনা সাহিদ। জানাজায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন।

অপরদিকে পারিবারিক সিদ্ধান্তে মরহুম আবুল কাশেম ফয়েজ আহমেদ খন্দকারের মরদেহ দেশের বাড়ী দাফন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শনিবার রাতেই তার মরদেহ এমিরেটস এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। ডা. ফেরদৌস খন্দকার পিতার মরদেহ নিয়ে বাংলাদেশে যান। সোমবার (২৩ জানুয়ারী) দেবিদ্বার উপজেলার বাকশার গ্রামে মায়ের কবরের পাশে তার মরদেহ দাফন করা হয় বলে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।





নতুন কোচিং সেন্টার 'হিলসাইড

(শেষের পাতার পর)

এভিনিউ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

দোয়া মাহফিলের আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ রফিকুল ইসলাম আর ইসলামের আলোকে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন মওলানা আবু জাফর বেগ ও মুফতি আব্দুল মালেক। এর আগে 'হিলসাইড টিউটোরিং'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মকান্ড সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও ইকবাল মাহমুদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অপর সিইও আরিফ মোহাম্মদ।

অনুষ্ঠানে ইকবাল মাহমুদ তার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, আমাদের কাছে ব্যবসায় নয়, নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য। এজন্য একই ক্লাশে বেশী শিক্ষার্থী নয়, বরং ১০/১৫ জনের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ছোট ছোট ক্লাশের মধ্যমে তাদের যথাযথভাবে শিক্ষা করার ব্যবস্থা থাকবে এই টিউটোরিং-এ। থাকবে ফ্ল্যাক্সিবল ক্লাশ সময়, কোয়ালিফাইড শিক্ষক। এছাড়াও এসএ টি ও স্যাট ক্লাশের জন্য একজন করে দু'জন শিক্ষার্থীর জন্য থাকবে ফুল স্কলারশীপ। সংশ্লিস্টদের যোগ্যতা আর মেধার ভিত্তিতেই স্কলারশীপ প্রদান করা হবে।

'হিলসাইড টিউটোরিং' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, বিশিষ্ট রাজনীতিক ডা. মাসুদুল হাসান, মূলধারার রাজনীতিক খোরশেদ খন্দকার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ মাসুদ সিরাজী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।







নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র উদ্যোগে জন্মবার্ষিকী পালন

'যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন দেশের জনগণ জিয়া ও জিয়া পরিবারকে স্মরণ রাখবে'

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন সংগঠনের নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি আয়োজিত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, 'যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন দেশের জনগণ জিয়া ও জিয়া পরিবারকে স্মরণ রাখবে'। কেননা, জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা আর আধুনিক বাংলাদেশের সৎ রাষ্ট্রনায়কের উজ্জল দৃষ্টান্ত। অপরদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের প্রতীক, আপোষহীন নেত্রী। আর জিয়া-খালেদার পুত্র তারেক রহমান বাংলাদেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনায়ক। বক্তারা বলেন, জিয়া পরিবারের জনপ্রিয়তায় ইর্ষান্বিত হয়ে শেখ হাসিনা সরকার নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। দেশ ও প্রবাসের জিয়ার সৈনিকেরা যেকোন মূল্যে আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে।







সিটির ব্রুকলীনস্থ মধুবন রেষ্টুরেন্টে গত ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং বিশেষ বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতক, ব্যবসায়ী আখতার হোসেন বাদল । খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি ছালেহ আহমদ মানিকের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন শিপন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ সোহেল। সভায় অতিথিদ্বয় ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাগপা সভাপতি মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ হোসেন কচি, মোহাম্মদ মহিন আহমেদ, আনসার আলী চেয়ারম্যান, নোমান সিদ্দিকী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার পত্নী ডা. জোবায়দা রহমানের সম্পদ ক্রোকের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং দেশব্যাপী দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন, গ্রেফতার ও হামলা-মামলা বন্ধ সহ অবিলম্বে সকল নেতা-কর্মীদের মুক্তি দাবী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করেন।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, জিয়া ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক নেতা। তিনি জনগণের নেতা ছিলেন বলেই কোটি কোটি মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং আজীবন জিয়াকে স্মরণ রাখবে। জিয়ার তুলনা শুধু জিয়ার সাথেই চলে। তিনি বলেন, দেশ ও প্রবাসের বিএনপি নেতা-কর্মী সহ দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাই সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কোন ষড়যন্ত্র বা প্রলোভন এই আন্দোলন রুখতে পারবে না। আখতার হোসেন বাদল বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার মতো জনপ্রিয় নেতা দেশে দ্বিতীয়টি নেই। তিনি শুধু দেশের কোটি কোটি মানুষের নেতাই ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বনেতাও। ছিলেন মুসলিম বিশ্বের প্রিয় নেতা। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের বড় ভুল ছিলো শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরে আসার সুযোগ করে দেয়া। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ভোট বিহীন নির্বাচনে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে জিয়া ও জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে। তিনি বলেন, আমরা শহীদ জিয়ার সৈনিক, আমাদের নেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর আগামী দিনের নেতা দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আমরা যেকোন পরিস্থিতিতেই জিয়া পরিবারকে রক্ষা করবো।

নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি মো: মোস্তফা কামাল মুকুল, প্রচার সম্পাদক মো: তাইবুর রহমান, সিটি বিএনপির সভাপতি মো: সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মো: মাহবুবুর রহমান সহ অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীর মধ্যে হোসাইন মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ মীর হোসেন, মনির আহমদ, আশরাফুল হাসান, আব্দুল মাবুদ সম্রাট, বিপ্লব হোসেন, কদ্দুস হাওলাদার, মোহাম্মদ নিপুন, ওমর ফারুক, একেএম হায়দার, নূর নবী, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ ইউসুফ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ খোকন, নূর মোহাম্মদ, ইকবাল হোসেন, আবুল কাশেম, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, লিটন শাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA



অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর কোনো ধর্ম নেই

মাহমুদ আহমদ

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম শিক্ষা হলো নিজেদের অঙ্গীকারগুলোকে যেন পূর্ণ করা হয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অঙ্গীকারগুলোর বিষয়ে আলোকপাত (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি বদরুল খান

জালালাবাদ ভবন ক্রয় নিয়ে কেলেঙ্কারির অভিযোগ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার 'ভবন' ক্রয় কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সঙ্কট কাটেনী। বারং সঙ্কট বেড়েই চলেছে। দৃশ্যত জালালাবাদবাসী বিভক্ত হয়ে পড়ছেন। সভাপতি বদররুল হোসেন খান বননাম সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের পক্ষ-বিপক্ষ লক্ষ্যনীয়। এমতাবস্থায় সভাপতি বদরুল হোসেন খান এসোসিয়েশনের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। এতে তিনি সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম সহ বিদায়ী সভাপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী হেলাল ও বিদায়ী সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

তত্ত্বধায়কেও আওয়ামী লীগই!



ছলেবলে কলে কৌশলে বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে ব্যর্থ হলে তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া যে গত্যন্তর নাই এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে! আমেরিকা যেভাবে ঝাকিজাল নিয়ে নেমেছে তাতে চৌদ্দ'র মত বিএনপিকে বাদ দিয়ে বা আঠারোর মত ধোঁকা দিয়ে এনে রাতের আধারে কাম সেড়ে ফেলার নির্বাচন পরেরবার আর সম্ভব হচ্ছে না। যদিও দিল্লী (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে বসেও সোনালী ব্যাংকের ই-সেবা ও ই-ওয়ালেট ব্যবহার করা যাবে

নিউইয়র্ক: উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের আয়োজনে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে সোনালী ই-সেবা এবং ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে একাউন্ট খোলা ও হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল মতবি(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

রাজনৈতিক দলগুলোর ম্যানিফেস্টোতে নদী-পানির কথা বলুন ঃ আইএফসি

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের সরকার এবং সকল রাজনৈতিক দলকে তাদের রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টোতে নদী ও পানি বিষয়ক বক্তব্য অন্তর্ভূক্ত করার আহবান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি)। আইএফসি'র মহাসচিব সৈয়দ টিপু সুলতান সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে এ আহবান জানান। শনিবার (২৮ জানুয়ারী) ঢাকা রিপর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি হলে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জন্মদিন উপলক্ষ্যে টাইম এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানে মূল্যায়ন

সাংবাদিকতায় সালাহউদ্দিন আহমেদ নিবেদিত প্রাণ



বিশেষ প্রতিনিধি: সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক এবং টাইম টেলিভিশ এর হোস্ট ও বিশেষ প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতা পেশায় তার অবদানের কথা তুলে ধরতে গিয়ে মূল্যায়ন অনুষ্ঠানের প্যানেলিষ্টগণ বলেছেন, দেশ ও প্রবাসের সাংবাদিকতা পেশায় সালাহউদ্দিন আহমেদ একজন নিবেদিত প্রাণ। তার সততা, পেশাদারিত্ব আর ব্যবহার সর্বজন স্বীকৃত। উল্লেখ্য, গত ২৭ জানুয়ারী ছিলো তার জন্মদিন। সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও তাকে সাথে নিয়েই শনিবার রাতের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

খেলার খবর

অনূর্ধ্ব-১৯ নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম শিরোপা জিতল ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক: অনূর্ধ্ব-১৯ নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন ভারত। ফাইনালে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

সকালের নাস্তায় কি শর্করা খাবেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সকালের নাস্তা নিয়ে অনেকেই অবহেলা করে থাকেন। কেউ কেউ একেবারেই সকালে কিছু খান না। আবার কেউ হাল্কা খাবার খান। দিনের পর দিন এ ধরনের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিনোদন

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১ পাচ্ছেন যারা

বিনোদন ডেস্ক: চলচ্চিত্র শিল্পে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২১ সালের নির্বাচিত সিনেমা থেকে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

নতুন কোচিং সেন্টার 'হিলসাইড টিউটোরিং' এর শুভ উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের চাহিদার কথা বিচেনায় রেখে জ্যামাইকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন কোচিং সেন্টার 'হিলসাইড টিউটোরিং'। শনিবার (২৮ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ১৫০-২০ হিলসাইড (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com